বুড়ো তখন পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে তুলে ধরে চারাগাছ পোঁতার মতো মাটিতে পুঁতে দিল। তারপর তার পেট চিরে তার ভিতর থেকে কালো লণ্ঠনের চিমনির মতো কোনও জিনিস বের করল। তারপর বলল, 'ওহে উমর! এই হল এই দুশমনের প্রতারণা ও কুফ্‌র।'

আমি বললাম, 'আপনার সাথে এই হতভাগার দ্বন্দ্বটা কী নিয়ে?'

সে বলল, 'ওই যে, মেয়েকে তুমি তাঁবুর মধ্যে দেখেছ, ও হল নারিআহ্ বিন্‌তে মাস্‌তৃরদ্। জ্বিনদের কাছে আমার এক ভাই বন্দী আছে। সে হযরত ঈসা মাসীহ্ (আঃ)-এর দ্বীনের অনুসারী। মেয়েটি ওই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ওদের মধ্যে থেকে একটা করে জ্বিন প্রতি বছর আমার সাথে লড়াই করতে আসে। এবং আল্লাহ আমাকে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' এর বরকতে ওদের বিরুদ্ধে জিতিয়ে দেন।

এরপর আমরা ময়দানে-প্রান্তরে চলতে লাগলাম, একসময় সেই বুড়ো আমার হাতে ভর দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তখন তার খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিয়ে, তার উপর আঘাত করে, হাটুর নীচ থেকে কেটে দিলাম। সে তখন আমাকে বলে উঠল, 'ওরে গাদ্দার! তুই এত ভয়ানক ধোঁকা দিলি। বুড়োর আর্তনাদে কর্ণপাত না করে আমি তখন টুকরো টুকরো করতে লাগলাম। তারপর তাঁবুর কাছে গেলাম। মেয়েটি আমার সামনে এল। বলল, 'ওহে উমর! বুড়ো শায়খ কী করল?' বললাম, 'জ্বিন তাকে কতল করে ফেলেছে!' সে বলল, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ! ওহে বিশ্বাসঘাতক! তুমিই ওকে হত্যা করেছ।' এরপর সে তাঁবুর ভিতরে ঢুকে কাঁদতে লাগল। এবং কিছু কবিতা বলল। আমি তখন তাকেও খুন করার জন্য তাঁবুর মধ্যে গেলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। মনে হল যমীন তাকে গিলে নিয়েছে।[২১]

বাচ্চাচোর জ্বিন

বর্ণনায় সাঅ্‌দ বিন নাসর ঃ একদল জ্বিন বনী আসাদের সর্দারের কাছে (বাইরের মানুষের রূপ ধরে) এসে বলল, 'আমাদের একটা উটনী হারিয়ে গেছে। তা, আপনি যদি (উটনী খোঁজার সুবিধার্থে) সাকীফ গোত্রের কাউকে আমাদের সঙ্গে দেন, তো বড় ভাল হয়।

তিনি এক বালককে ওদের সাথে পাঠালেন। ওদের মধ্যে একজন বাচ্চাটিকে তার পিছনে সওয়ার করে নিল। তারপর রওয়ানা দিল। যাবার পথে তারা একটা ডানাভাঙা ঈগল পাখি দেখতে পেল। বাচ্চাটি তা দেখে কাঁদতে লাগল। জ্বিনেরা জিজ্ঞেস করল, 'কী হল তোমরা, কাঁদছ কেন?' সে বলল, 'একটা ডানা আমি ভেঙেছি, আর অন্যটা হটিয়ে দিয়েছি। আমি জোর গলায় আল্লাহর কসম করে বলছি– তোমরা মানুষ নও এবং তোমরা উটনী খুঁজতেও বের হওনি!' একথা শুনে জ্বিনরা ছেলেটিকে সেখানেই ছেড়ে দেয় এবং সে ঘরে ফিরে আসে।[২২]

জ্বিনদের পানি খাওয়ানোর সাওয়াব

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত জাবির বিন আব্‌দুল্লাহ (রাঃ) জনাব রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبْدُ حَرِيٍّ مِنْ اِنْسٍ وَجِنٍّ وَلَا سَبُعٍ وَلَا طَائِرٍ اِلَّا اٰجَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি কূপ খনন করে এবং তার পানি দিয়ে কোনও মানুষ বা জ্বিন কিংবা পশু বা পাখির পিপাসা নিবারণ করে, তার প্রতিদান বা পুরস্কার আল্লাহ্ তাকে প্রদান করবেন কিয়ামতে।[২৩]

শয়তানের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা নিষেধ

বর্ণনায় ইমাম ইব্‌নু আসীর (রহঃ) মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দরবারে একবার আরবের এক গোত্রের প্রতিনিধিদল আসে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোন্ গোত্রের অন্তর্গত? তারা বলে, 'বানু নাহ্‌ম।' নবীজী বলেন, 'নাহম তো শয়তান, নাহম তো শয়তানের নাম। (তোমরা শয়তানের বান্দা নও, বরং) তোমরা আল্লাহর বান্দাদের বংশধর।'[২৪]

নবীজী বদলে দিয়েছেন শয়তানী নাম

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত উর্‌ওয়াহ্ রহ্ বিন যুবাইর (রাঃ) মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) হযরত আব্‌দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আবী (তাঁর নাম বদলে দিয়ে) বলেন, তোমরা নাম রাখা হল 'আবদুল্লাহ্'। কেননা 'হাব্বার' হল শয়তানের নাম। স্মর্তব্য, এই আব্‌দুল্লাহ্‌র পূর্বনাম ছিল 'হাব্বাব'।[২৫]

হযরত খইসামাহ্ বিন আব্‌দুর রহ্‌মান (রাঃ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি একবার আমার পিতার সঙ্গে নবীজীর খিদমতে হাজির হই। নবীজী আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ কি তোমার খোকা?' তিনি বলেন, 'জী হ্যাঁ।' নবীজী বলেন, 'এর নাম কী?' আমার পিতা বলেন, হাব্বাব। নবীজী বললেন 'এর নাম হাব্বাব রেখো না, কারণ হাব্বাব হল শয়তানের নাম।'[২৬]

শয়তানের নাম নাম 'আজ্‌দাঅ্'

বর্ণনায় হযরত মাস্‌রূক্ (বিখ্যাত তাবিঈ) ঃ একবার আমি হযরত উমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সঙ্গে মুলাকাত করি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে? আমি বলি, 'মাস্‌রূক বিন আল্-আজ্‌দাঅ্।' তিনি বলেন, 'আমি রসূলুল্লাহ' (সাঃ)-এর থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আজ্‌দাঅ্ শয়তান (-এর নাম)[২৭]

বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে 'শিহাব' (নামে) ডাকতে শুনে বলেন, তুমি হলে 'হিশাম'– 'শিহাব' তো শয়তানের নাম।[২৮]

'আশ্হাবও শয়তানের নাম

বর্ণনা করেছেন হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হযরত ইবনু উমর (রাঃ)-এর সামনে একটি লোক হাঁচার পর বলে, 'আশ্হাব'। হযরত ইবনু উমর (রাঃ) বলেন, 'আশ্হাব' তো শয়তানের নাম। ইবলীস এটাকে হাঁচি ও 'আল্-হাম্দু লিল্লাহ্'র মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। কথাটা মনে রেখো।(২৯)

কবিতা শিখানো জ্বিন

বর্ণনা করেছেন হযরত ইউশা ঃ একবার আমি হাযরা মাউতের (বিখ্যাত আলিম) ক্বাইস বিন মাঅ্দী কার্ব্' এর কাছে যাবার জন্য বের হই। যেতে যেতে ইয়ামনের মধ্যেই আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলি। সেই সময় বৃষ্টিও শুরু হয়ে যায়। আমি তখন চর্তুদিকে চোখ ঘোরাই। তো আমার চোখ পড়ে পশমের তৈরী এক তাঁবুর উপর। সেদিকে এগিয়ে যাই। তাঁবুর দরজায় এক বুড়োর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে সালাম দিই। সে আমার সালামের জবাব দেয়। তার পর সে আমার উটনীকে তাঁবুর এক কোনে নিয়ে যায়, যেখানে সে নিজে বসেছিল। সে আমাকে বলে, 'তোমার হাওদা খুলে দাও এবং একটু আরাম করে নাও।'

সুতরাং আমি হাওদা খুললাম। সে আমার জন্য কোন এক জিনিস আনল। তাতে আমি বসলাম। সে তখন বলল, 'তুমি কে? এবং কোথায় চলেছ?' বললাম, 'আমি ইউশা।' সে বলল, 'আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন।' আমি বললাম, 'আমি যেতে চাই মাঅ্দী কার্ব-এর কাছে।' সে বলে, 'আমার ধারণা, তুমি কবিতার মাধ্যমে তার প্রশংসা করেছ।' বললাম, 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'তা আমাকেও শোনাও।' সুতরাং আমি কবিতার আবৃত্তি শুরু করলাম–

رَحلَتْ سُمَيَّةُ غَدْوَةً اَحْمَالُهَا - غَضْبِىْ عَلَيْكَ فَمَا تقويدالها

সে বলল, ব্যাস, ব্যাস। এই কসীদাহ্ কি তুমি রচনা করেছ।' বললাম, 'জী হ্যাঁ।' আমি তখন সবেমাত্র একটাই 'বয়েত' শুনিছি, সে বলে উঠল, 'যার প্রতি তুমি কবিতাকে সম্পৃক্ত করেছ' সেই 'সুমাইয়' কে?' আমি বললাম, 'তা আমি জানি না। ওর মনটা আমার মনে জেগেছে এবং নামটা আমার ভালো লেগেছে। তাই আমি ওকে কবিতার সাথে সম্পৃক্ত করেছি।' সে তখন ডাক দিয়ে বলল, 'ও সুমাইয়া! বাইরে এসো!' অম্নি একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। এবং বলল, 'কী ব্যাপার, আব্বা?' সেই বুড়ো বললো, 'তোমার এই চাচার সামনে আমার সেই কসীদাহ্ শোনাও, যাতে আমি ক্বাইস বিন মাঅ্দী কার্বের গুণকীর্তন করেছি। এবং যার প্রথম বয়েত সম্পর্কিত করেছি তোমার নামে।' অম্নি সেই মেয়েটি তৈরী হল এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা

কসীদাহ্টি শুনিয়ে দিল। একটা অক্ষরও ভুল হল না। সম্পূর্ণ কসীদাহ্ শোনার পর বুড়ো বলল, 'এবার ভিতরে চলে যাও।' তো সে চলে গেল। বুড়ো তখন আমাকে বলল, 'ও ছাড়াও আরও কিছু কি তুমি বানিয়েছ?

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আমার ও আমার এক চাচাতো ভায়ের মধ্যে শত্রুতা ছিল, যার নাম ইয়াযীদ বিন মাস্হার। এবং উপনাম আবূ সাবিত। (কবিতার মাধ্যমে) আমি তার দোষ বর্ণনা করেছি। এবং তাকে লা-জবাব করে ছেড়েছি।'

বুড়ো বলল, 'তার বিষয়ে তুমি কি বানিয়েছ?'

বললাম, 'একটা গোটা কসীদাহ্। তার সূচনা হল–

وَدِّعْ هُرَيْرَةَ وِدَاعًا اَنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلٌ

وَهَلْ تُطِيْقُ وِدَاعًا اَيُّهَا الرَّجُلُ

সবেমাত্র এই একটা বয়েত বলেছি। অম্নি সে বলে উঠল, 'ব্যস, ব্যস!' তারপর জানতে চাইল, 'তোমার এই বয়েতে যার নাম উল্লেখ করেছ, সেই 'হুরাই্রা' কে?'

বললাম, 'তা আমি জানি না। এটাও ওভাবে উল্লেখ করেছি, যেভাবে সুমাইয়ার নাম উল্লেখ করেছিলাম।'

সে তখন ডাক দিল, 'ও হুরাই্রা!' অমনি একটি ছেলে বের হয়ে এল। সে ছিল আগের মেয়েটির সমবয়সী। (অর্থাৎ বছর পাঁচেকের)। বুড়ো তাঁকে বলল, 'তোমার এই চাচাকে আমার সেই কাসীদাহ্ শোনাও, যাতে আমি আবূ সাবিত ইয়াযীদ বিন মাস্হারের নিন্দা গেয়েছি।'

অম্নি বাচ্চা ছেলেটি সেই কসীদাহ্ আগাগোড়া নির্ভুলভাবে শুনিয়ে দিল। দেখে শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলম। প্রচণ্ড ভয়ও পেলাম। আমার এই অবস্থা দেখে সেই বুড়ো বলল, 'ওহে আবূ বাসীর! ঘাবড়িও না। আমি হচ্ছি 'হাহাসীক মাস্হাক বিন ইসাসাহ্। (অর্থাৎ একজন জ্বিন) আমি তোমার মুখ দিয়ে কবিতার শব্দবের করিয়েছি।'

ওকথা শুনার পর আমি কিছুটা ধাতস্ত হলাম। বৃষ্টিও তখন থেমে গিয়েছিল। তাকে বললাম, 'আমি রাস্তা ভুলে গিয়েছি। আমাকে রাস্তা বলে দাও।' তো সে আমাকে রাস্তা বাতলে দিল। কোন্ দিকে দিয়ে যাব তাও বলে দিল। এবং বলল, 'এদিকে-সেদিকে বাঁক নেবে না, সোজা অমুক দিকে এগুবে। তাহলেই কাইসের এলাকায় পৌঁছে যাবে।'(৩০)

নামাযে ঘাড় ঘুরিয়ে দেয় শয়তান

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ কোনও মানুষ যখন নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্য কোনও দিকে মন দেয়, শয়তান তখন তার ঘাড় সেদিকে ঘুরিয়ে দেয়।[৩১]

শয়তানের একটি নাম 'খাইতিউর'

ইমাম ইব্নু আসীর জাযারী বলেছেন ঃ 'খাইত্বিউর' শয়তানের একটি নাম।[৩২]

*** উল্লেখ্য ঃ** এরপর আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) 'খাইতিউর' সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ আরবী কবিতা উল্লেখ করেছেন। খুব জরুরী না-হওয়ার দরুন সেটি এখানে পরিবেশন করা হলো না।[৩৩]

আবূ হাদ্রশ বলছেন ঃ এই খাইত্বিউর ছিল সেইসব জ্বিনের অন্তর্গত, যারা হযরত আদম (আঃ)-এর পূর্বে পৃথিবীতে বসবাস করত। এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জমানায় তাঁর প্রতিও ঈমান এনেছিল।[৩৪]

স্বপ্নের শয়তান

(হাদীস) হযতর আবূ সালমাহ বিন আব্দুর রহ্মান বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

وَكُلٍّ بِالنُّفُوْسِ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ : اَللَّهُمَّ فَهُوَ يُخَيِّلُ اِلَيْهَا وَيَتَرَاءَ اَنْ يَنْتَهِيَ اِذَا عَرَجَ بِهَا فَاِذَا انْتَهَى اِلَى السَّمَاءِ فَمَا رَأَتْ فَهُوَ الرُّؤْيَا الَّتِيْ تَصْدُقُ

নাফসের সাথে এক শয়তান মোতায়েন থাকে, যাকে বলে 'লাহ্উ'। সে (ঘুমের সময়) নাফ্সে বাজে খিয়াল আনিয়ে দেয় এবং তার সামনে সামনে থাকে। নাফ্স্ যদি (ঘুমের মধ্যে) উপরের দিকে ওঠে, তো সেও তার সাথে যায়। এবং যখন নাফস আসমানে পৌঁছে যায়, তখন মানুষ যে স্বপ্ন দেখে তা সত্য হয়। (কেননা আসমানে শয়তান পৌঁছতে পারে না, সে কেবল 'যমীনী স্বপ্নে' তার ধৃষ্টতা মেশাতে পারে।[৩৫]

শয়তানেরও ডানা আছে

হযরত যাহ্হাক (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, শয়তানের ডানা আছে কী? উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ডানা আছে, যার সাহায্যেই তো ও শূন্যে বেড়ায়।[৩৬]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) কিতাবুল আজায়িব, হাফিয শাক্কার।

(২) কিতাবুল আজায়িব, হাফিয শাক্কার।

(৩) ইব্নু আবিদ দুনইয়া, আল্-হাওয়াতিফ (৯২), পৃষ্ঠা ৭৫। আকামুল মারজান, পৃষ্ঠা ১৩৫।

(৪) ইব্নু আবিদ দুন্ইয়া।

(৫) আল্-আসমাঈ। আকামুল মার্জান, পৃষ্ঠা ১১৫।

(৬) ইব্নু আবিদ দুন্ইয়া, আল্-হাওয়াতিফ্ (৭৯), পৃষ্ঠা ৬৬।

(৭) ইব্নু আবিদ দুন্ইয়া, আল্-হাওয়াতিফ্ (৭৮) পৃষ্ঠা ৬৫।

(৮) আল্-হাওয়াতিফ, ইব্নু আবিদ্ দুন্ইয়া (১২৭), পৃষ্ঠা ১০৩।

(৯) বুখারী, কিতাবুত্ তাফ্সীর, সূরা আল্-আস্রা। মুসলিম। নাসায়ী।

(১০) মুসনাদে আল্-হারিস।

(১১) আল্-হাওয়াতিফ, ইব্নু আবিদ্ দুন্ইয়া (১৬৫) ইব্নু আসাকির।

(১২) ফাযায়িলুস্ সহাবা, আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বাল (রহঃ)।

(১৩) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) কর্তৃক উদ্ধৃতিবিহীন।

(১৪) ইইতিলালুল কুলূব, খরায়িত্বী।

(১৫) তাফসীরে আবুশ শায়খ।

(১৬) কিতাবুল উয্মাহ, আবুশ্ শায়খ।

(১৭) আল-আখবারুল মান্সূরাহ্, ইব্নু দুরাইদ।

(১৮) তারিখে ইব্নু নাজ্জার।

(১৯) মুস্নাদে আহমাদ, ২ ঃ ৩৫৩, ৩৬৩, আদ্-দুররুল মান্সুর, ৪ ঃ ১৫২, ১৫৩। ইব্নু আবী শায়বাহ্। ইব্নু মাহাজ। ইব্নু আবী হাতিম।

(২০) ফাযায়েলে বাইতুল মুকাদ্দাস, আবু বকর ওয়াসিত্বী।

(২১) আল্-মাজালিসাহ্, দীনূরী।

(২২) আল্-মাজালিসাহ্, দীনূরী।

(২৩) ফাওয়াইদে সামিবিয়াহ্, মুখ্তারাহ্, যিয়া মুকদ্দিসী। আল্-জামিই আল্-কাবীর, সুয়ূত্বী, ১ ঃ ৭৭২। কান্যুল উম্মাল, ১৫ ঃ ৪৩১৮৯। ইব্নু খুযাইমাহ্। তার্গীব অ তারহীব, ১ ঃ ১৯৪; ২ ঃ ৭৪।

(২৪) নিহায়াহ্, ইব্নু আসীর।

(২৫) ইব্নু সাআ্দ।

(২৬) তবারানী, কাবীর।

(২৭) ইব্নু আবী শায়বাহ্, ৮ ঃ ৪৭৭। আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৯৫৭। ইব্নু মাজাহ্, ৩৭৩১। আহমাদ, ১ ঃ ৩১। হাকিম, ৪ ঃ ২৭৯। তারীখে বাগ্দাদ, ১৩ ঃ ২৩২। কান্যুল

উম্মাল, ৪৫২৩৭।
(২৮) শুআবুল ঈমান, বায়হাকী। মাজ্‌মাউয্ যাওয়াঈদ, ৮ ঃ ৫১। আল্-আদাবুল মুফ্‌রাদ্ ৮২৫। তবাক্বাতে ইব্‌নু সাআ্‌দ, ৭ ঃ ১৭। হাকিম, ৪ ঃ ২২৭।
(২৯) ইব্‌নু আবী শায়বাহ্।
(৩০) শার্‌হু দীওয়ান আল্ ইই্‌শা, আহাদী।
(৩১) মুসন্নিফে আব্‌দুর রায্‌যাক।
(৩২) নিহায়াহ্, ইব্‌নু আসীর।
(৩৩) অনুবাদক।
(৩৪) আল্-মুখ্‌তার।
(৩৫) নাওয়াদিরুল উসূল, হাকীম তির্‌মিযী। আল্-জামিই আল্-কাবীর, ১ ঃ ৮৭১। আত্‌হাফুস্ সাদাহ্, ৭ ঃ ২৮৮। কান্‌যুল উম্মাল ৪১৪২৯।
(৩৬) ইব্‌নু জারীর।

আল্লাহ্‌ওয়ালা জ্বিনদের ঘটনাবলী

রাফিযী শীয়াহ্’দের দুশ্‌মন জ্বিনদের ঘটনা

হযরত সালমাহ্ বিন সুবাইব (রহঃ)-এর বর্ণনা ঃ একবার আমি মক্কা শরীফে উঠে যাবার পরিকল্পনা করি এবং নিজের বাড়ি বেঁচে দিই। তারপর সেই বাড়ি খালি করে ক্রেতার হাতে সঁপে দিয়ে, দরজায় দাঁড়িয়ে (জ্বিনদের উদ্দেশে বলি– ‘ওহে বাড়ির বাসিন্দারা! আমরা তোমাদের প্রতিবেশী ছিলাম। আর তোমরা আমাদের বড় ভালো প্রতিবেশী উপহার দিয়েছ। (অর্থাৎ জ্বিন হওয়া সত্ত্বেও কষ্ট দাওনি।) আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দিন। আমরা তোমাদের থেকে কল্যাণ-ই পেয়েছি। এখন আমরা নিজেদের বাড়ি বেঁচে দিয়েছি। চলে যাচ্ছি মক্কা মুকাররমায়। বিদায় – আস্‌সালামু আলাইকুম অরহ্‌মাতুল্লাহি ওবারাকাতুহ্।’
তখন বাড়ির ভিতর থেকে কেউ জবাব দিল– ‘আল্লাহ্ আপ্‌নাদের উত্তম প্রতিদান দিন। আমরাও এখান থেকে চলে যাচ্ছি। কারণ যে ব্যক্তি এই বাড়ি কিনেছে, সে এক রাফিযী-শীয়াহ্। ওই হতভাগা হযরত আবূ বক্‌র ও হযরত উমর (রাঃ)-কে গালি দেয়।[১]

চার জ্বিনের মৃত্যু কোরআনের আয়াত শুনে

বলেছেন হযরত খুলাইদ (রহঃ) একবার আমি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করি (প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে) আয়াতটি বার বার পুনরাবৃত্তি করতে থাকি। এমন সময় কেউ এক জোরালো গলায় বলে উঠে – ‘এই আয়াতকে বারবার দোহ্‌রাবেন না। আপনি আমাদের চারজন জ্বিনকে কতল করে ফেলেছেন, যারা আপনার এই আয়াত পুনরাবৃত্তির কারণে আস্‌মানের দিকে মাথা তুলতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত মারাই পড়েছে।’
হযরত খুলাইদ (রহঃ)-এর স্ত্রী বলেছেন– এরপর হযরত খুলাইদ এমন আত্মভোলা হয়ে যান যে আমি তাঁকে চিনতেও পারতাম না। মনে হত যেন, উনি অন্য কেউ।[২]

সার্‌রী সাকতী (রহঃ)-কে তাঅ্‌লীমদাতা জ্বিন

বর্ণনায় হযরত জুনাইদ বাগ্‌দাদী (রহঃ) আমি শুনেছি, হযরত সার্‌রী সাকত্বী (রহঃ) বলেছেন– একদিন আমি সফরে বের হই। যেতে যেতে এক পাহাড়ের উপত্যকায় পৌঁছতে অন্ধকার রাত নেমে আসে। ওখানে আমার কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল না। হঠাৎ সেই রাতের আঁধার থেকে কেউ আমাকে ডাক দিয়ে বলল– ‘অন্ধকারের কারণে মন-মগজ খারাপ করা উচিত নয় বরং পরম প্রিয় (আল্লাহ্)-কে না-পাওয়ার আশঙ্কায় মন-মগজ বিগলিত করা উচিত।’
হযরত সার্‌রী (রহঃ) বলেছেন– ওকথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাই। জানতে চাই, ‘কে আমাকে সম্বোধন করল– জ্বিন না মানুষ?’ বলা হল, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু’মিন জ্বিন। এবং আমার সাথে আমার অন্যান্য (মু’মিন জ্বিন) ভায়েরাও রয়েছে’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘ওদের মধ্যে কি সেই ঈমান রয়েছে, যা আছে তোমার কাছে?’ সে বলল, ‘জ্বী হ্যাঁ, বরং ওদের মধ্যে আমার চাইতে বেশি ঈমান রয়েছে।’
সেই সময় ওদের মধ্য থেকে অন্য একজন আমার উদ্দেশ্যে বলল, ‘চিরতরে গৃহছাড়া না হওয়া পর্যন্ত দেহ-মন থেকে আল্লাহ ভিন্ন আর সব বিষয়-বস্তু বের হবে না।’
আমি মনে মনে বললাম ওর কথাটা বেশ উঁচুদরের।
এরপর তৃতীয় জ্বিন আমাকে আওয়াজ দিয়ে বলল, ‘যে ব্যক্তি অন্ধকারে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে থাকে, তার কোন রকমের চিন্তা ভাবনা থাকে না।’
ওকথা শুনে আমি আর্তনাদ করে উঠি এবং আমার জ্ঞান হারিয়ে যায়। খুশ্‌বু না-শোকানো পর্যন্ত আমার জ্ঞান ফেরেনি। আমার বুকের উপর একটা ফুল রাখা ছিল। তার সুগন্ধি আমার নাকে যেতে জ্ঞান ফিরে আসে। তখন আমি বলি, ‘আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করুন। তোমরা আমাকে কিছু উপদেশ দাও।’ ওরা সবাই তখন বলল, ‘আল্লাহ্ তাআলা তাক্বওয়া অবলম্বনকারীদের অন্তরকেই আলো-ঝলমলে করতে চান। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ্‌র আকাঙ্ক্ষা করবে, তার সেই আকাঙ্ক্ষা অনুপযুক্ত জায়গায় হবে। এবং যে মানুষ সর্বদা ডাক্তারের কাছে ঘুরঘুর

করবে, তার অসুখ লেগেই থাকবে।'

এরপর তারা আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে যায়। আমি সেই সময়ের আলাপনের স্মৃতি সকল সময় আপন অন্তরে অনুভব করি।(৩)

বয়ান-শোনা জ্বিনদের বর্ণনা

বর্ণনায় হযরত আবূ আলী দাক্বাক্ব (রহঃ) আমি তখন নীশাপুর শহরে বয়ান-বক্তৃতা ও ইসলাম প্রচারের জন্য অবস্থান করছিলাম। সেই সময় আমার এক ধরনের চোখের রোগ হয়। তাছাড়া আমার ছেলেপুলেদের সাথে সাক্ষাৎ করার আকাঙ্ক্ষাও প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু একরাতে আমি স্বপ্নে দেখি, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলছে– 'হে শায়খ আপনি এত সত্বরে ফিরে যেতে পারবেন না! কারণ জ্বিনদের একজন যুবক আপনার মজলিসে হাজির হয়ে আপনার ভাষণ শুনছে। এবং এই ভাষণ তারা আর অন্য কোন সময়ে শুনতে প্রস্তুত নয়। তাই ওদের এই চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ না-করা পর্যন্ত আপনি ওদের ছেড়ে যেতে পারবেন না। সম্ভবত আল্লাহ্ তাআলা ওদেরকে চিরকালীন শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন দান করবেন।'

সকাল হতে দেখি, আমার চোখের রোগ পুরোপুরিই সেরে গেছে।(৪)

জ্বিন মহিলার উপদেশ

বর্ণনায় হযরত সালিহ্ বিন আব্দুল করীম (রহঃ) কোনও জ্বিনের সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং তার সাথে কথা বলব– এরকম একটা সখ আমার ছিল। তো একদিন এক মহিলা জ্বিনকে দেখে তার সঙ্গী হলাম এবং তাকে বললাম, 'আমাকে কিছু নসীহত করো।' সে বলল– 'লেখো, গাযালাহ্ বলছে, যাবতীয় কাজের মধ্যে সেরা কাজ হল আল্লাহর ধ্যানে মশ্গুল হওয়া এবং এক মুহূর্তও অমনোযোগী না হওয়া। যদি সেই মুহূর্ত চলে যায়, তবে তা আর কখনও ফিরে আসবে না।'(৫)

'বাস্তুজ্বিন'রা মুসলমান না কাফির

(হাদীস) হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِدَّخِرُوْا لِبُيُوْتِكُمْ نَصِيْبًا مِنَ الْقُرْاٰنِ ، فَاِنَّ الْبَيْتَ اِذَا قُرِئَ فِيْهِ
اٰنِسَ عَلٰى اَهْلِهٖ وَكَثُرَ خَيْرُهٗ وَكَانَ سُكَّانُهٗ مُؤْمِنِى الْجِنِّ وَاِذَا لَمْ
يُقْرَاْ فِيْهِ اَوْحَشَ عَلٰى اَهْلِهٖ وَقَلَّ خَيْرُهٗ وَكَانَ سُكَّانُهٗ كَفَرَةُ الْجِنِّ –

তোমরা নিজেদের ঘরবাড়িকে কোরআনের সম্পদে সমৃদ্ধ করো। কেননা যে ঘরে কোরআন তিলাওয়াত করা হয়, সেই ঘর তার বাসিন্দাদের জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়, সে ঘরে মঙ্গল বাড়তে থাকে এবং তাতে মুমিন জ্বিনরা বসবাস করে। আর কোন বাড়িতে কোরআন পাঠ না করা হলে সেই বাড়ি তা বাসিন্দাদের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সে বাড়ির মঙ্গল কমে যায় এবং কাফির জ্বিনরা তাতে বাসা বাধে।

উল্লেখ্য ঃ উপরোক্ত হাদীসের পর আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) এমন কিছু কবিতা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি জ্বিনরা অদৃশ্য থেকে আবৃত্তি করত। খুব জরুরী নয় বলে সেগুলি এখানে ছেড়ে দেওয়া হল।– অনুবাদক।

বড়পীর সাহেবের খেদ্মতে সাহাবী জ্বিন

হযরত শায়খ আব্দুল কাদীর জীলানী (রহঃ) হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হলে তাঁর সঙ্গে তাঁর মুরীদরাও রওনা হন। সেই সফরে তাঁরা যখনই কোনও মঞ্জিলে যাত্রা-বিরতি দিতেন, তাঁদের কাছে সাদা পোষাক পরিহিত এক যুবক হাজির হত। কিন্তু সে তাঁদের সাথে কোন কিছুই খাওয়া-দাওয়া করত না। বড়পীর হযরত আবদুল ক্বাদির জীলানী (রহঃ) আপন মুরীদদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তাঁরা যেন ওই যুবকের সাথে কোন কথা না বলেন।

এভাবে যেতে যেতে তাঁরা এক সময় মক্কা শরীফে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং একটি বাড়িতে উঠলেন।

কিন্তু তাঁরা যখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতেন সেই সময় যুবকটি ঢুকত এবং তাঁরা বাড়িতে ঢোকার সময় যুবকটি বের হয়ে যেত।

একবার সবাই বের হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু একজন তখনও থেকে গিয়েছিলেন পায়খানায়। সেই সময় সেই যুবক জ্বিনটি প্রবেশ করে। তাকে তখন কেউ দেখতে পায়নি। সে ঘরে ঢুকে একটা থলি খুলে গোবর-নাদি বের করে খেতে শুরু করে। সে সময় পায়খানা থেকে যাওয়া-মুরীদ ওই ঘরে প্রবেশ করে। এবং তিনি সেই জ্বিনকে দেখতে পান। তখন জ্বিনটি সেখান থেকে চলে যায় এবং এরপর আর কখনও তাঁদের কাছে আসেনি।

মুরীদটি এ ঘটনার কথা বড়পীর সাহেবের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ও ছিল সেইসব জ্বিনদের অন্তর্গত, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখে পবিত্র কোরআন শুনেছিলেন এবং সাহাবী জ্বিন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল।'(৭)

কোরআনের বিষয়ে জ্বিনদের জিজ্ঞাসা

বর্ণনায় হযরত ইব্রাহীম খওয়াস (রহঃ) এক বছর আমি হজ্জের জন্য রওয়ানা হই। যেতে যেতে রাস্তায় হঠাৎ আমার মনে এই খেয়াল আসে যে, আমি যেন সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সাধারণ রাস্তা ছেড়ে, অন্য পথে যাই। সুতরাং আমি

সাধারণ পথ ছেড়ে, অন্য পথে চলতে শুরু করি। সেই পথ ধরে আমি একটানা তিনদিন-তিনরাত চলতে থাকি। সেই সময় আমার না খানা পিনার কথা মনে পড়েছে না অন্য কোনও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক সুজলা-সুফলা জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছই, যেখানে ছিল খুশবুদার ফুল ও সুস্বাধু ফলের গাছ-গাছালি। সেখানে একটা ছোট পুকুরও ছিল। আমি তখন মনে মনে বলি, এ যে দেখছি জান্নাত-তুল্য জায়গা। এমন সময় আমি অবাক হয়ে যাই একদল লোককে সেখানে আসতে দেখে। তাদের চেহারা ছিল মানুষের মতো। বেশ বাস পরিচ্ছন্ন। কোমরে সুন্দর কোমরবন্ধনী। তারা এসেই আমাকে ঘিরে ধরল। এবং সবাই আমাকে সালাম দিল। উত্তরে আমি বললাম, 'অআলাইকুমুস্ সালাম অরাহ্মাতুল্লা-হি অ বারাকাতুহ্।'

এরপর আমার মনে হল ওরা জ্বিন এবং অদ্ভুত ধরনের জ্বিন। সেই সময় ওদের মধ্যে একজন বলল, 'আমাদের মধ্যে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জ্বিন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আমরা অন্তত মহান আল্লাহর কালাম তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র মুখে শুনেছি। এবং 'লাইলাতুল আক্বাবা'য় তাঁর সান্নিধ্যে হাজির হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মোবারক বাণী আমাদের থেকে দুনিয়ার যাবতীয় কাজ নিয়ে নিয়েছে। এবং আল্লাহ্ তাআলা এই জঙ্গলে আমাদের থাকার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।'

আমি প্রশ্ন করি, 'আমার সহযাত্রীরা এখন যেখানে আছেন, সে জায়গা এখান থেকে কত দূরে?'

এ কথা শুনে তাদের মধ্যে একজন হেসে ফেলে বলে, 'হে আবূ ইসহাক! যে জায়গায় আপনি এখন রয়েছেন, এ হল বিশ্বপালক আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত। এখানে আজ পর্যন্ত একজন মানুষ ছাড়া আর কেউ আসেনি। তিনি ছিলেন আপনার সঙ্গীদের অন্তর্গত। তিনি এখানে ইন্তেকাল করেন। দেখুন, ওই তাঁর কবর।'

এই বলে সে একটি কবরের দিকে ইঙ্গিত করল। কবরটি ছিল এক দিঘীর পাড়ে। তার ধারে ছিল ফুল বাগান। বাগানে ফুটে ছিল রঙ-বেরঙের ফুল। অমন সুন্দর ফুল আর মনোরম বাগান আমি কখনও দেখিনি।

এরপর সেই জ্বিনটি বলে, 'আপনার সহযাত্রীদের সাথে আপনার দূরত্ব এত বছরের (মতান্তরে, এত মাসের)।'

আমি সেই জ্বিনদের বলি, 'ওই ব্যক্তির কথা কিছু বলো।'

ওদের মধ্যে একজন বলল– 'আমরা এখানে এই দিঘীর পাড়ে আল্লাহ্-প্রেমের কথা আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এখানে আসেন। আমাদের সালাম

করেন। আমরা জবাব দেই। এবং জানতে চাই, 'আপনি কোথায় থেকে আসছেন?' উনি বলেন, 'নীশাপুর থেকে।' আমরা বলি, 'কবে বের হয়েছিলেন?' উনি বলেন, 'সাতদিন আগে।' এরপর আমরা জিজ্ঞাসা করি, 'বাড়ি থেকে বের হবার কারণ কি?' উনি বলেন, 'কারণ আল্লাহ্র কালামের এই আয়াত أَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উপর শাস্তি এসে পড়ার এবং তোমাদের সাহায্য না করার আগেই তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে এসো এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও।' আমরা জানতে চাই, 'আচ্ছা, ইনাবাত, তাস্লীম ও আযাব শব্দের অর্থ কি?' উনি উত্তর দেন, 'ইনাবাত বলতে বোঝায় আপন প্রভুর দিকে ফিরে তাঁরই অনুগত হয়ে থাকা।' বারী বলেছেন, এই ঘটনায় 'তাস্লীম' এর উল্লেখ নেই। সম্ভবত তাসলীম এর মর্ম হল নিজের জীবনকে আল্লাহ্র কাছে সপেঁ দেওয়া এবং মনে করা যে, আমার চাইতে আল্লাহ-ই এর অধিক, মালিক ও হ্দার।) এরপর তিনি 'আযাব'-এর অর্থ বলতে কেবল 'আযাব' শব্দটি উচ্চারণ করেন। সেই সাথে চিৎকার করে উঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্তিকাল করেন। আমরা তাঁকে এখানে দাফন করেছি। আর, ওই তাঁর কবর। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হোন।'

(বর্ণনাকারী হযরত ইব্রাহীম খওয়াস (রহঃ) বলেছেন ঃ) ওদের কথাবার্তা শুনে আমি তাজ্জব হয়ে যাই। তারপর আমি সেই কবরের কাছে যাই। দেখি, কবরের মাথার দিকে নার্গিস ফুলের একটি বিশাল বড় ফুলদানী রাখা আছে। আর দেখলাম, একটি ফলকে লেখা আছে– এটি আল্লাহর এক বন্ধুর সমাধি। লজ্জা তথা সূক্ষ্ম কর্যাদাবোধের কারণে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে।' আর একটি পাতায় 'ইনাবাত' শব্দের মর্মার্থ লিখা ছিল। যা কিছু লিখা ছিল সব আমি পড়লাম। সেই জ্বিনের দলও সেসব জানার আবেদন পেশ করল। আমি বয়ান করলাম। তারা বড় খুশি হল। এবং বলল, 'আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি।'

(হযরত ইব্রাহীম খওয়াস (রহঃ) বলেছেনঃ) এরপর আমি শুয়ে পড়ি। এক সময় চেতনা হারাই। তারপর ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি, আমি আছি (পবিত্র মক্কায়) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মসজিদের কাছে। আমার কাছে ছিল ফুলের তোড়া। তার সুগন্ধি ছিল টানা এক বছর। তারপর সেটা নিজে থেকেই হারিয়ে যায়।(৮)

এক 'মানব বালক'-এর কাছে হেরে গেলেন জ্বিন মহিলা

('মাকামাতে হারীরী'-রচয়িতা) আল্লামা হারীরী লিখেছেন ঃ

আরবের লোক কথাগুলোর মধ্যে একটি এই যে, একবার এক মহিলা আরবের পণ্ডিতদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মনস্থ করল। তারপর সে বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে যেতে লাগল। কিন্তু যুক্তি প্রমাণে কেউ তার সামনে টিকতে পারল না।

শেষকালে আরবের এক বাচ্চা ছেলে সেই মহিলা জ্বিনের কাছে গিয়ে বলে, আমি আপনার মোকাবেলা করব।

মহিলা ঃ শুরু করো।
বালক ঃ হতে পারে।
মহিলা ঃ বর বাদশাহ্ হয়।
বালক ঃ হতে পারে।
মহিলা ঃ পদাতিক ব্যক্তি আরোহী হয়ে যায়।
বালক ঃ হতে পারে।
মহিলা ঃ উটপাখি পাখি হয়। বাচ্চাটি তখন চুপ করে গেল। মেয়েটি বলল, এবার আমি তোমাকে হারাব।
বালক ঃ বলুন।
মহিলা ঃ আমি অবাক হচ্ছি।
বালক ঃ আপনি অবাক হচ্ছেন যমীনকে দেখে, কারণ এর স্তর কোনও ভাবেই হাল্কা হয় না এবং চারণ ভূমি দেখা যায় না।
মহিলা ঃ আমি অবাক হচ্ছি।
বালক ঃ আপনি অবাক হচ্ছেন কাঁকর দেখে, কারণ ছোটগুলো বড় হয় না কেন এবং বড়গুলো বুড়ো হয় না কেন?
মহিল ঃ আমি অবাক হচ্ছি।
বালক ঃ আপনি আপনার সামনে খনন করা খাদ দেখে অবাক হচ্ছেন যে, ওর তলদেশে পৌছানো যায় না কেন এবং কেন ওই খাদ ভরা যায় না।

কথিত আছে, ওই জ্বিন মহিলা, বাচ্চাটির মুখে পুরোপুরি উত্তর শুনে লজ্জিত হয়ে চলে যান এবং পরে আর কখনো ফিরে আসনি।(৯)

* **উল্লেখ্য ঃ** এই প্রতিযোগিতার বিষয় বস্তু ছিল, প্রতিযোগীর অন্তরের কথা উপলব্ধি করে ঠিকঠিকভাবে বলে দেওয়া। সুতরাং ছেলেটি, আল্লাহ্-প্রদত্ত মেধার দ্বারা, জ্বিন মহিলার মনের কথা জেনে নিয়ে যথাযথভাবে বলে দিয়ে মেয়েটিকে নিরুত্তর করে দিয়েছিল।

এক জ্বিনের নসীহত

বর্ণনায় হযরত আসমাঈ (রহঃ) আবূ ইমরান ইব্নুর আলা'র আংটিতে খোদাই করা ছিল–

দুনিয়া-ই ই শুধু ধ্যান-জ্ঞান যার,
অহমিকা-রাশি হাতে আছে তার।

এ-কথা আংটিতে খোদাই করে রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আবূ ইমরান আমাকে বলেন, একদিন দুপুরে আমি নিজের সম্পদ-সামগ্রীগুলো ঘুরে ঘুরে

দেখছিলাম, সেই সময় কাউকে বলতে শুনলাম, 'কেবল এই ঘরেই (অর্থাৎ এই মাল সামানগুলো কাজে লাগবে কেবল দুনিয়াতেই)।' আমি চারদিকে তাকালাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি জানতে চাইলাম, 'কে আপনি, মানুষ না জ্বিন?' বলা হল, 'আমি জ্বিন।' তখন থেকে এই কথাটা আমি আংটিতে খোদাই করে নিয়েছি।(১০)

চারশ' বছরের কবি জ্বিন

বর্ণনায় সাকীফ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ঃ একবার আমি আব্দুল মালিক বিন মার্ওয়ানের মহলের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে হযরত উস্মান (রাঃ)-এর নিম্নতন পুরুষদের একজন এসে বলেন, 'হে আমীরুল মুমেনীন! আজ আমি বড়ই আশ্চর্য এক ঘটনা দেখেছি।'

– 'কী দেখেছ তুমি'?

– 'আমি শিকারে বের হয়েছিলাম। এবং শিকার করতে করতে এক তৃণ-লতা-পানি-বিহীন বিরান ময়দানে পৌছে যাই। যেখানে এমন এক বুড়ো দেখি, যার ভ্রুর চুল চোখে এসে পড়েছে। এবং লাঠিতে ভর দিয়ে রয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি 'চাচাজী, আপনি কে?' সে বলে, 'নিজের চকরায় তেল দাও। অনর্থক কৌতূহল দেখিও না হে!' আমি বলি, 'তুমি তো আরবদের কবিতাও উল্লেখ করছ!' সে বলে, 'হ্যাঁ, আমি আরবদের মতো কবিতা বলি।' বললাম, 'কই, তোমার কবিতা একটু শোনাও তো দেখি।' সে তখন আবৃতি করল–

اَقُوْلُ وَلِنَجْمٍ قَدْ مَالَتْ اَوَاخِرُهُ ـ اِلَى الْمَغِيْبِ تَبَيّن حَارٍ

اَلْمَسْحَةُ مِنْ سَنَابَرقٍ رَاٰى مَصِيْرِىْ ـ اَمْ وَجْهَ نَعْمٍ بَدَالِىْ اَمْ سَنَانَارٍ

بَلْ وَجْهُ نَعْمٍ بَدَا وَاللَّيْلُ مُعْتَكِرٌ ـ وَلَاحَ بَيْنَ اَثْوَابٍ وَاَسْتَارٍ

আমি বললাম, 'চাচাজী, এ কবিতা তো নাবিগাহ্ বিন যিব্ইয়ানের! আপনার অনেক আগেই তিনি এ কবিতা বানিয়েছেন!' আমার কথা শুনে বুড়ো হাসতে হাসতে বলে, 'আল্লাহ্র কসম! আবূ হাদির (নাবিগাহ্'র উপনাম) উস্তাদের (অর্থাৎ আমার) থেকে কবিতা শিখে বলত।' এরপর সেই বুড়ো আমার ঘোড়ার ঘাড়ে হেলান দিয়ে বলে, 'তুমি আমাকে ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। আল্লাহ্র কসম! এই কবিতাটি আমি রচনা করেছিলাম চারশ' বছর আগে।' তারপর আমি মাটির দিকে তাকিয়ে দেখি, সেই বুড়োর কোনও নাম-নিশানাই নেই।'(১১)

জ্বিনদের বিদ্যাচর্চা

বর্ণনা করেছেন হযরত হাসান বিন কাইসান (রহঃ) একবার আমি রাত জেগে পড়া মুখস্ত করছিলাম। পড়তে পড়তে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখি, একদল জ্বিন ফিক্বাহ, হাদীস, গণিত, ব্যাকরণ ও কাব্য নিয়ে আলোচনা করছে। আমি তাদের বলি, 'আপনারাও কি বিভিন্ন বিদ্যাচর্চা করেন?' তারা বলে, 'জ্বী হ্যাঁ, অবশ্যই।' আমি ফের জানতে চাই, 'আচ্ছা আপনার আরবী ব্যাকরণ (নাহু)-এর বিষয়ে কোন্ ব্যাকরণ বিদদের অনুসরণ করেন?' তারা বলে, 'সীবাওয়াহ্'দের।

এক কবির কাছে মাও্সিলের শয়তান

বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আল্লামা ইব্নু দুরাইদ (রহঃ) বলেছেন ঃ একবার আমি ইরানের এক জায়গায় নিজের সওয়ারী গাধার পিঠ থেকে পড়ে যাই। এবং সারাটা রাত যন্ত্রণায় কাত্রাতে থাকি। একসময় একটু চোখ লেগে গেলে স্বপ্নে আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলে, 'শরাবের বিষয়ে কিছু কবিতা বলুন।' আমি বলি, 'আবূ নাওয়াস কি শরাবের বিষয়ে বলতে কিছু বাকি রেখেছেন যে আমি ফের নতুন করে বলব!' সেই আগন্তুক বলে, 'আপনি ওঁর চেয়ে বড় কবি। আপনি এই কবিতা রচনা করেননি–

وَخَمْرٌ اَقْبَلَ لِمَزْجٍ صِفْرًا بَعْدَهُ ـ اَنْتَ بَيْنَ ثَوْبَىْ نَرْجِسٍ وَشَقَائِقٍ

حَكَتْ وَجَنَتِ الْمَعْشُوْقُ حَرْفًا فَسَلِّطُوْاعَلَيْهَا مِزَا جَافَا كْتَسَتْ ثَوْبُ عَاشِقٍ

আমি তখন বলি তুমি কে?' সে বলে, 'মাও্সিল-এ' (১৩)

দুই শয়তান জান্নাতে

আবূ আলী আশ্আস-এর 'আস-সুনান' গ্রন্থে এক জ্বিন সাহাবীর উল্লেখ আছে। সেই জ্বিনের নাম 'আব্ইয়ায'। তার বরাত দিয়ে হাফিয ইব্নু হাজার আস্কলানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে বলেন, 'আল্লাহ্ তোমার শয়তানকে ঘৃণিত করুন' (আল-হাদীস)। এই হাদীসে তিনি একথাও বলেন, 'আমার সঙ্গেও এক শয়তান আছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন। ফলে সে মুসলমান হয়ে হয়ে গেছে। সেই শয়তানের নাম আব্ইয়ায্। সে এবং (ইবলীসের প্রপৌত্র) হামাহ্ উভয়ে জান্নাতে যাব।(১৪)

আসওয়াদ উন্সী (এক ভণ্ড নবী)-র দুই শয়তান

বর্ণনা করেছেন হযরত নুমান বিন বার্যাখ্ (রহঃ) আস্ওয়াদ যখন নবী হওয়ার মিথ্যা দাবী করেছিল, সেই সময় তার কাছে দু'দুটো শয়তান থাকত। একটার নাম সাহীক এবং অন্যটার নাম শাক্বীক্ব। এই দুই শয়তান জনসমাজে যে সব ঘটানা ঘটাত, সেগুলো আস্ওয়াদের কাছে গিয়ে বলত, (যার ভিত্তিতে সে জনগণকে বিভ্রান্ত করত)।(১৫)

শয়তানের বংশে রোমের বাদশাহ্

বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) সেই যুগটা কাছাকাছি এসে গেছে, যে-যুগে 'হামলুয্ যায়িন' বের হবে।' কোন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে, 'হামলুয যায়িন কী?' তিনি বলেন, 'একজন মানুষ – তার মা-বাপের মধ্যে একজন হবে শয়তান। সে হবে রোমের সম্রাট। এবং সে পঞ্চাশ কোটি সৈন্য ময়দানে নামাবে। সে ময়দানের নাম হবে আমাক।'(১৬)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ যদি এই বর্ণনাটি সঠিক হয়, তবে আজ পর্যন্ত তার প্রকাশঘটেনি। হতে পারে যে, সে ক্বিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে দাজ্জালের বাহিনীরূপে প্রকাশ পাবে। কিংবা এ-ও হতে পারে যে সে নিজেই হবে দাজ্জাল, যে ক্বিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে বের হয়ে খোদায়ী দাবী করবে। আর ওই 'পঞ্চাশ কোটি' সংখ্যাটি হবে তার অনুসারীদের। এবং তারা মুসলমানদের মুকবিলায় ময়দানে নামবে। কেননা, দাজ্জাল শয়তানের ভিতর থেকে হবে (পরবর্তী বর্ণনায় এর উল্লেখ আছে) অথবা তার সাথে পঞ্চাশ কোটি শয়তান থাকবে। কারণ ওই বাদশাহ্'র মা-বাপের মধ্যে একজন শয়তান হবে। তাই তাকে সাহায্য করার ও ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য তারা ইসলাম-অনুসারী (মুসলমান)-দের বিরুদ্ধে ময়দানে নামবে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।– অনুবাদক

শয়তানদের মধ্য থেকে দাজ্জাল

বর্ণনায় হযরত কাসীর বিন মুররাহ (রহঃ) দাজ্জাল মানুষ নয় এবং শয়তানের অন্তর্গত হবে।(১৭)

জ্বিনদের সংখ্যাধিক্য

বর্ণনায় হযরত আবুল আও্ইয়াস খওলামী (তাবিঈ, (রহঃ)) ঃ জ্বিন জাতি ও মানবসম্প্রদায়কে দশভাগে বিভক্ত করলে মানুষ হবে এক ভাগ এবং জ্বিনরা হবে দশভাগ।(১৮)

বায়তুল্লাহ্'র তাওয়াফে এক মহিলা জ্বিন

বলেছেন হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) একরাতে আমি হেরম শরীফে প্রবেশ করি। সেই সময় সেখানে কয়েকজন মহিলাকে তাওয়াফ করতে দেখে অবাক হয়ে যাই। তাওয়াফ শেষ করার পর তারা 'বাবুল হুযাবাইন' দিয়ে বের হয়ে যায়। আমি মনে মনে বললাম যে, আমি ওদের পিছনে পিছনে যাব এবং ওদের বাড়ি কোথায় দেখব। সুতরাং ওরা যেতে লাগল। (আর, আমিও অনুসরণ

করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত ওরা এক পাহাড়ের উপত্যকায় পৌঁছল। তারপর সেই পাহাড়ের উপরে উঠল। তারপর ওরা পাহাড় থেকে নেমে এক বিরান জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। আমিও পিছনে পিছনে গেলাম, সেখানে দেখলাম কয়েকজন মুরুব্বি গোছের মানুষ বসে আছে। তারা আমাকে বলল, 'হে ইব্‌নু যুবাইর! আপনি এখানে কীভাবে এলেন?' আমি বললাম, 'আপনারা কারা?' তারা বলল, 'আমরা জ্বিন।' আমি বললাম, 'আমি এমন কয়েকজন মহিলাকে কাবাঘরের তাওয়াফ করতে দেখলাম, যাদেরকে অন্য প্রজাতির সৃষ্টি বলে মনে হল। তাই আমি ওদের পিছু নিলাম। এবং ওদের পিছনে পিছনে এখানে এসে পৌঁছে গেলাম।' তারা বলল ওরা ছিল আমাদেরই মহিলা। আচ্ছা হে ইব্‌নু জুবাইর! আপনারা কী ক্ষেতে ইচ্ছা করেন। বললাম, 'আমার মন চাইছে টাটকা খেজুর খেতে।' সেই সময় মক্কা শরীফের কোথাও কোনও টাটকা খেজুরের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা আমার কাছে টাটকা খেজুর নিয়ে এল। আমার খাওয়া হয়ে যাবার পর তারা বলল, 'যেগুলো অবশিষ্ট থেকে গেছে, ওগুলি আপনি নিয়ে যান।

হযরত ইব্‌নু যুবাইর (রাঃ) বলেছেন ঃ এর পর আমি সেখান থেকে উঠি। বাড়ির পথে পা বাড়াই। আমার উদ্দেশ্য ছিল খেজুর গুলো মক্কার লোকদের দেখানো। বাড়ি ফিরে খেজুরগুলো একটা টুক্‌রিতে রাখলাম। টুক্‌রিটা একটা সিন্দুকে রেখে শুয়ে পড়ি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তখন আধাঘুম-আধাজাগা। এমন (তন্দ্রাচ্ছন্ন) অবস্থায়। এমন সময় ঘরের মধ্যে হুটোপাটার আওয়াজ শুনলাম এবং শুননাল এইসব কথাবার্তা–

– হ্যাঁ, হ্যাঁ রেখেছে।

– সিন্দুকে।

– সিন্দুক খোল।

– সিন্দুক তো খুললাম,কিন্তু খেজুর কই?

– টুকরির মধ্যে।

– টুকরি খোলো।

– টুকরি খোলতে পারব না। কারণ, ইব্‌নু যুবাইর 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' বলে টুক্‌রি বন্ধ করেছিলেন।

– তাহলে টুকরি সমেত সঙ্গে নিয়ে চলো।

সুতরাং তারা টুকরি নিয়ে চলে গেল।

হযরত ইব্‌নু যাবাইর (রাঃ) বলছেন ঃ ওরা যখন আমার ঘরের মধ্যেই ছিল, তখন লাফিয়ে কেন যে ওদের ধরিনি,– সে কথা ভাবলে আমার প্রচণ্ড আফ্‌সোস হয়।[১৯]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সিফাতুস সফাওয়াহ্‌, ইব্‌নুল জাওযী।

(২) সিফাতুস সফাওয়াহ্‌, ইব্‌নুল জাওযী।

(৩) সিফাতুস সফাওয়াহ্‌, ইব্‌নুল জাওযী।

(৪) সিফাতুস সফাওয়াহ্‌, ইব্‌নুল জাওযী।

(৫) প্রাগুক্ত।

(৬) তারীখে ইব্‌নু নাজ্জার। কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস নং ৪১,৫২৫।

(৭) আর্‌জাওয়াতুল জ্বান, ইব্‌নু ইমাদ।

(৮) রওযুর, রিয়াহীন, হিকায়াতুস (সাঃ)-লিহীন, ইমাম ইয়াফ্বি ইয়ামিনী (রহঃ)

(৯) দুররাতুল খওয়াস, ক্বাসিম হারীরী।

(১০) তারিখে ইব্‌নু আসাকীর।

(১১) ফাওয়াইদুল বাখইরমী।

(১২) তারীখে খতীব বাগ্‌দাদী।

(১৩) তারীখে ইব্‌নু নাজ্জার।

(১৪) আল্‌-আসাবাহ্‌ ফী মাঅ্‌রিফাতিস্‌ সাহাবাহ, ইব্‌নু হাজার আস্‌ক্বলালী (রহঃ)।

(১৫) সুনানুল কুবরা, বাইহাকী।

(১৬) সুনানুল কুবরা, বাইহাকী।

(১৭) সুনানু নাঈম বিন হাম্মাদ।

(১৮) তারীখে ইব্‌নু আসাকির।

(১৯) তারীখে ইব্‌নু আসাকির।

শেষ পর্ব

অভিশপ্ত শয়তানের বিষয়ে অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনা ও বর্ণনা

অভিশপ্ত ইব্‌লীসের ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত

আল্লাহ কি ইব্‌লীসের সাথে কথা বলেছিলেন সরাসরি

আল্লামা ইবনু আকীল (রহঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা ইবলীসের সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন কি না, সে বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে, নির্ভরযোগ্য গবেষকদের মতে, সঠিক তথ্য হল, আল্লাহ ইবলীসের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেননি বরং কোনও ফিরিশ্‌তার মুখ দিয়ে ওর সাথে কথা বলেছিলেন। কেননা কারও সাথে আল্লাহর কথা বলার অর্থ তার উপর রহমত বর্ষণ করা, তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া, তাকে সম্মান জানানো এবং তার মর্যাদা বাড়ানো। আপনারা কি জানেন না, আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার জন্য হযরত মূসা (আঃ)-কে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ছাড়া সমস্ত নবী-রসূলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে।(১)

ইব্‌লীস ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্গত ছিল কি

এ বিষয়ে আলিমদের মতভেদ আছে। অধিকাংশ আলিমদের মতে, ইবলীস ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্গত ছিল। কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন- فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদা করল।(২) – এক্ষেত্রে ফিরিশ্‌তাদের সঙ্গে ইবলীসের উল্লেখের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, ইবলীসও ছিল ফিরিশ্‌তা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

আবার - اِلَّآ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ইবলীস ছাড়া (সবাই সাজদা করেছে) সে ছিল জ্বিন(৩)। আল্লাহর এই বাণীর দ্বারা বোঝা যায় যে, ইবলীস (ফিরিশতা নয় বরং) জ্বিনদের অন্তর্গত। এর উত্তরে পূর্বোক্ত আলিমগণ বলেন যে, জ্বিনরাও একশ্রেণীর ফিরিশ্‌তা। কেননা ফিরিশ্‌তাদের একটি শ্রেণীকে বলা হয় কারীবিয়ূন এবং অপর শ্রেণীটিকে বলা হয় রূহানিয়ূন।

ইব্‌লীস 'অভিশপ্ত শয়তান' হল কীভাবে

বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ইবলীস ছিল ফিরিশ্‌তাদের গোত্রগুলির মধ্যে এক গোত্রের অন্তর্গত, যে গোত্রকে 'জ্বিন' বলা হত। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল 'লু'-এর আগুন দিয়ে। ইবলীসের নাম ছিল হারিস। সে ছিল জান্নাতের একজন দারোয়ান। ফিরিশ্‌তাদের এই গোত্র (জ্বিন) ছাড়া বাকি সকলকে সৃষ্টি করা হয়েছিল 'নূর' দিয়ে। আর জ্বিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা দিয়ে। পৃথিবীতে সবার আগে এই জ্বিনেরাই বসবাস করত। তারা যমীনের বুকে দাঙ্গা-ফাসাদ করে, রক্তপাত ঘটায় এবং একে অপরকে হত্যা করে। তাদের দমন করার জন্য আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্‌তা বাহিনী দিয়ে ইবলীসকে পৃথিবীতে পাঠান। ইবলীস ফিরিশ্‌তা বাহিনী নিয়ে সেই জ্বিনদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদেরকে সাগর-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ও পাহাড় পর্বতের দিকে তাড়িয়ে দেয়। একাজ করার পর তার অন্তরে অহংকার এসে যায়। সে বলে, আমি এমন কাজ করেছি, যা আর কেউ করতে পারেনি।

আল্লাহ তাআলা ইবলীসের মনের কথা তো জেনে যান। কিন্তু ফিরিশ্‌তারা জানতে পারেনি। তাই আল্লাহ যখন ফিরিশ্‌তাদের বলেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।(৪) তখন ফিরিশ্‌তারা নিবেদন করে আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে দাঙ্গা-ফাসাদ করবে এবং রক্ত বহাবে যেমন জ্বিনরা করেছিল।(৫) উত্তরে আল্লাহ বলেন, আমি এমন কথা জানি যা তোমরা জানো না।(৬) অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমি ইবলীসের অন্তরে গর্ব অহংকারের উপস্থিতি দেখেছি, যা তোমরা দেখনি। এরপর আল্লাহ হযরত আদমকে শুকনো খন্‌খনে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন। এবং তাঁর সেই মাটির তৈরি দেহকাঠামো চল্লিশ দিন যাবত ইবলীসের সামনে রেখে দেন। ইবলীস, হযরত আদমের সেই দেহকাঠামোর কাছে আসত। সেটিকে পা দিয়ে ঠোকর মারত। মুখ দিয়ে ঢুকে পিছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যেত এবং পিছন দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত। আর বলত-তোর কোনও গুরুত্ব নেই। তোকে সৃষ্টি করা না হলে কী এমন হত! আমাকে যদি তোর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তোকে আমি ধ্বংস করে দেব। তোর পিছনে আমাকে লাগানো হলে, তোকে আমি নানান অপমানে জড়িয়ে দেব। আল্লাহ তাআলা হযরত আদমের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত করার পর ফিরিশ্‌তাদের নির্দেশ দেন আদমকে সাজদা করার। তো সবাই সাজ্‌দা করে। কিন্তু অস্বীকার করে কেবল ইবলীস। তার অন্তরে যে গর্ব অহংকার সৃষ্টি হয়েছিল, তার দরুন সে ঔদ্ধত্য দেখায় এবং বলে-'আমি ওকে সাজ্‌দা করব না। আমি ওর চাইতে সেরা। বয়সে বড় এবং শক্ত-সামর্থ শরীরের মালিক।

সেই সময় আল্লাহ তার থেকে সদগুণগুলো ছিনিয়ে নেন, যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করেন এবং তাকে 'অভিশপ্ত শয়তান' বলে অভিহিত করেন।(৭)

ইব্‌লীসের বৈশিষ্ট্য ছিল কতগুলি

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ ফিরিশ্‌তা সম্প্রদায়ের মধ্যে ইব্‌লীসের খুব উঁচু মর্যাদা ছিল। তার গোত্রও ফিরিশ্‌তাদের গোত্রগুলির মধ্যে সেরা ছিল। ও ছিল জান্নাতের প্রহরী ও ভারপ্রাপ্ত। দুনিয়ার আসমানে তার রাজত্ব চলত। পারস্য আর রোম উপসাগরও তার আয়ত্তে ছিল। একটি পূর্বে প্রবাহিত হত, অপরটি বইত পশ্চিমে। এই পৃথিবীর বাদ্‌শাহীও ইবলীসের ছিল। এতসব বৈশিষ্ট্যের কারণে তার নাফস্‌ তাকে এ বিষয়ে গোমরাহ্‌ করে যে, সে হল আসমানবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চমর্যাদার অধিকারী। এই চিন্তাধারা তার অন্তরে গর্ব অহংকার ভরে দিয়েছিল। একথা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানত না। তারপর যখন (হযরত আদমকে) সাজ্‌দা করার সময় আসে, তখন আল্লাহ তাআলা তার অহংকার প্রকাশ করান এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাকে অভিশপ্ত করে দেন।(৮)

ইবলীস ছিল আস্‌মান-যমীনের বাদশাহ

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'জ্বিন' নামে ফিরিশ্‌তাদের একটি গোত্র ছিল। ইব্‌লীস ছিল সেই গোত্রের অন্তরর্গত। ও ছিল আসমান-যমীনের শাসনকর্তা। তারপর যখন ও আল্লাহর অবাধ্যতা করে, আল্লাহ্‌ ওর উপর অসন্তুষ্ট হন এবং ওকে বিতাড়িত শয়তান বলে অভিহিত করেন।(৯)

, **হযরত ইবনু মাস্‌উদ (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন সাহাবী বলেছেনঃ** ইব্‌লীসকে প্রথমে আসমানের তত্ত্বাবধায়ক করা হয়েছিল। এ ছিল ফিরিশ্‌তাদের সেই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, যাকে 'জ্বিন' বলা হত। এই ইবলীস ছিল সেই জ্বিনের অন্তর্গত। একে 'জ্বিন' বলার কারণ, এ ছিল জান্নাতের তত্ত্বাবধানকারী। আর, একারণে এর অন্তরে অহংকার এসে যায়, যার ফলে এ বলে, আল্লাহ আমাকে সমস্ত ফিরিশ্‌তার চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য এই সব মর্যাদা দান করেছেন।(১০)

ইবলীসের দায়িত্বে 'বায়ু সঞ্চালন বিভাগ'ও ছিল

হযরত কাতাদাহ্‌ (রহঃ) বলেছেনঃ যে দশ ফিরিশতা বায়ু সঞ্চালন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এই ইবলীসও ছিল একজন।(১১)

ইবলীসের আসল নাম কী

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ ইব্‌লীসের আসল নাম ছিল 'আযাযীল'। ও ছিল চারডানাবিশিষ্ট ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে বড় মর্যাদাশালী। পরবর্তীকালে ওকে আল্লাহর রহমত থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়।(১২)

হযরত আবুল মাসনা (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীসের নাম ছিল 'নায়িল'। আল্লাহ ওর উপর নারাজ হবার পর ওর নাম রাখা হয় 'শয়তান'(১৩)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ ইব্‌লীসের যে কয়েকটা নাম উল্লেখ করা হল, এগুলোর সবকটাই ঠিক হতে পারে। যেমন একটা জিনিসের নাম বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন হয়।(১৪)

শয়তানের নাম ইব্‌লীস রাখা হল কেন

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক শয়তানকে সবরকমের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার কারণে ওর নাম রাখা হয়েছে ইবলীস'(১৫)

ইবলীস ছিল ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্গত

বর্ণনায় হযরত যাহ্‌হাক (রহঃ) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ইবনু মাস্‌উদ (রাঃ)-এর মধ্যে (ইবলীস জ্বিন না ফিরিশ্‌তা সে বিষয়ে) মতভেদ দেখা দিলে, ওদের মধ্যে একজন (মীমাংসা স্বরূপ) বলেন, ইবলীস ছিল ফিরিশ্‌তাদের সেই গোত্রের অন্তর্গত, যাকে 'জ্বিন' বলা হত।(১৬)

আল্লাহর কালাম إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ কেবল ইবলীস (সাজ্‌দা করেনি) সে ছিল জ্বিনের অন্তর্গত– এর তাফ্‌সীরে হযরত ক্বাতাদাহ্‌ (রহঃ) বলেছেন– ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে এমন একটি শাখা ছিল, যাকে জ্বিন বলা হত (এই ইবলীস ছিল সেই জ্বিনশাখার অন্তর্গত)।

হযরত ইবনু আব্বা (রাঃ) বলেছেনঃ ইবলীস যদি ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্ভুক্ত না হত, তবে তাকেও সাজ্‌দা করার নির্দেশ দেওয়া হত না। ও আগে ছিল আসমানের তত্ত্বাবধায়ক।(১৮)

জ্বিনরা জান্নাতীদের জন্য গয়না বানায়

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ কেবল ইবলীস (সাজ্‌দা করেনি) সে ছিল এক জ্বিন-এই আয়াতের তাফ্‌সীর হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রহঃ) বলেছেনঃ এই জ্বিনরা ফিরিশ্‌তাদের এমন এক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, যারা আদিকাল থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জান্নাতবাসীদের গয়না বানানোর কাজে নিযুক্ত।(১৯)

ইব্‌লীসের প্রকৃত চেহারা বদলে দেওয়া হয়েছে

হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রহঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ইব্‌লীসকে অভিশপ্ত বলে অভিহিত করেন, তখন তার ফিরিশ্‌তাসুলভ চেহারাও বদলে দেন। সেই সময় সে আর্তনাদ করে ওঠে এবং এত কান্না কাঁদে যে কিয়ামত পর্যন্ত কান্নাকে তার সাথে গণ্য করা যেতে পারে (অর্থাৎ সে কেঁদেছিল দীর্ঘদিন ধরে) দ্বিতীয়বার শয়তান কেঁদেছিল মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কা'বা শরীফে নামায পড়তে দেখে। সেই কান্নার কারণে ইবলীসের সাঙ্গপাঙ্গরা তার কাছে এসে জড়ো হয়ে যায়। ইবলীস তাদের বলে, তোমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতদেরকে শিরকে জড়ানোর ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাও, কিন্তু ওদেরকে ওদের ধর্মের বিষয়ে

ফেত্‌নাবাজী করতে পারো এবং ওদের মধ্যে শোক, আহাজারী, মাতম আর (ভিত্তিহীন) কবিতা ঢুকিয়ে দাও।(২০)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ এ পর্যন্ত পরিবেশিত সমস্ত বর্ণনায় এ কথা প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস ছিল ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর উল্লেখিত হবে সেইসব গবেষকের বক্তব্য, যাঁদের মতে, ইবলীস ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।— অনুবাদক।

শয়তান ফিরিশ্‌তা না হবার প্রমাণ

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীস এক মুহূর্তের জন্যেও ফিরিশ্‌তা ছিল না। সে ছিল আদি জ্বিন। যেমন আদিমানব হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম)।(২১)

ইমাম ইবনু শিহাব যুহুরী (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীস হল সমস্ত জ্বিনের বাপ, যেমন মানুষদের আদিপিতা হযরত আদম (আঃ)। আদম ছিলেন মানব এবং আদিমানব, আর ইবলীস হল জ্বিন এবং আদিজ্বিন।(২২)

জ্বিনদের সাথে ফিরিশ্‌তাদের লড়াই

হযরত শাহার বিন হাওশাব (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীস ছিল সেইসব জ্বিনের অন্তর্গত, যাদেরকে ফিরিশ্‌তারা পরাস্ত করেছিল। এবং কতিপয় ফিলিশ্‌তা ইবলীসকে গ্রেফতার করে আসমানে নিয়ে গিয়েছিল।(২৩)

শয়তানের গ্রেফ্‌তারী

হযরত সাআদ বিন মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেনঃ ফিরিশ্‌তারা (জ্বিনদের সাথে) যুদ্ধ করত। তাই (কোনও এক যুদ্ধে) শয়তানকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। ও তখন বাচ্চা ছিল। তারপর সে ফিরিশ্‌তাদের সাথে ইবাদত করতে থাকে।(২৪)

ইব্‌লীস ফিরিশ্‌তা ছিল না

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা সেইসব মানুষকে ধ্বংস করুন, যারা ধারণা করে যে, ইব্‌লীস ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্গত। আল্লাহ তো স্বয়ং বলেছেন كَانَ مِنَ الْجِنِّ সে ছিল জ্বিনদের অন্তর্গত।(২৫)

শয়তানের অহংকারের আরেকটি কারণ

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলা ইব্‌লীসকে পৃথিবীর স্থলভাগ থেকে উর্বর ও নোনা (উভয় মাটির মিশ্রিত) খামির নিয়ে যাবার জন্য পাঠান। ওই মাটি দিয়েই আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। এবং এই কারণেই ইব্‌লীস বলেছিল أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا আমি কি তাকে সাজদা করব, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে? (এবং সেই মাটি আমি নিজেই এনেছিলাম!) (২৭)

শয়তানের সঙ্গ দেওয়ায় সাপের দুর্ভাগ্য

হযরত ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর দুশ্‌মন ইবলীস পৃথিবীর সমস্ত পশুর কাছে এসে এ-মর্মে অনুরোধ করে যে, কে তাকে তুলবে, যাতে তার সাথে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে এবং হযরত আদমের সাথে কথা বলতে পারে। তো সমস্ত জন্তু-জানোয়ার ইবলীসের ওই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। তারপর ইবলীস সাপের কাছে গিয়ে বলে-'আমি তোমাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাব, এবং তোমার দায়িত্ব নেব, যদি তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও।' সাপ তখন তার দাঁত দিয়ে ইবলীসকে তুলে নেয়। অবশেষে শয়তান তার মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারপর সাপের মুখ দিয়ে সে কথা বলে।(২৮)

এই সাপ সেই সময় চারপায়ে হাঁটত এবং কাপড় পরত। শয়তানের সহযোগিতা করার কারণে আল্লাহ তাআলা ওর কাপড় খসিয়ে দেন, পা-ও ছিনিয়ে নেন এবং বুকে-পেটে ভর দিয়ে চলতে বাধ্য করেন।(২৯)

উট থেকে সাপ হয়েছে শয়তান

এক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেনঃ শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করে চারপেয়ে পশুর আকারে, যেন ঠিক উটের মতো। ওর উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ে। ফলে ওর পাগুলো খসে যায় এবং সাপে পরিণত হয়।

হযরত আবুল আলিয়াহ্ (রহঃ) বলেছেনঃ কিছু কিছু উট জন্মানোর পর প্রথমদিকে জ্বিন হয়ে থাকত।(৩০)

কাঁখে (কোমরের পাশে) হাত রাখা শয়তানের স্টাইল

হযরত হামীদ বিন হিলাল (রহঃ) বলেছেনঃ নামায পড়ার সময় কাঁখে হাত রাখতে নিষেধ করার কারণ- শয়তানকে যখন পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়, সেই সময় সে ছিল কাঁখে হাত রাখা অবস্থায়।(৩১)

(তাছাড়া শয়তান কাঁখে হাত চলাফেরা করে।) (৩২)

শয়তানকে নামানো হয়েছিল পৃথিবীর কোন্ জায়গায়

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীসকে নামানো হয়েছিল (বর্তমান ইরাকের বস্‌রাহ শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে 'দাশতে মাইসান' নামক স্থানে।(৩৩)

শয়তান মোট কবার কেঁদেছে

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীস (খুব কান্না) কেঁদেছে মোট চারবারঃ (১) 'অভিশপ্ত' আখ্যা পাবার সময়, (২) আসমান থেকে নামানোর সময়, (৩) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় এবং (৪) সূরা ফাতিহাহ্ নাযিলের সময়।(৩৪)

সূরা ফাতিহাহ্ নাযিলের সময় শয়তানের কান্না

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ যখন আল্-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহাহ্) নাযিল হয়। সেই সময় শয়তানের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। সে তখন প্রচুর কান্না কাঁদে এবং প্রচণ্ড দুর্বলতা অনুভব করতে থাকে।(৩৫)

শয়তানের সিংহাসন

(হাদীস) হযরত জাবির (রাঃ) বলেছেন, আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ

اِنَّ عَرْشَ اِبْلِيْسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُوْنَ النَّاسَ فَاَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيْئُ اَحَدُهُمْ يَقُوْلُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتّٰى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اِمْرَأَتِهٖ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نَعَمْ اَنْتَ

ইবলীসের আসন সমুদ্রের উপরে। সে ওখান থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সৈন্য পরিচালনা করে। তার সেনাদের মধ্যে তার কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা সেই পায়, যে সবচেয়ে বড় ফিত্না ছড়ায়। (শয়তানবাহিনী ইব্লীসের কাছে গিয়ে নিজেদের কাজের বিবরণ পেশ করে। যেমন–) তাদের মধ্যে কেউ বলে,–'আমি অমুকের পিছনে লেগে ছিলাম, শেষ পর্যন্ত তার ও তার স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি।' ইবলীস তখন তাকে কাছে টেনে বলে, তুমি তো বিরাট বড় কাজ করেছ!'(৩৬)

শয়তানী সিংহাসনের চতুর্দিকে সাপ

বর্ণনায় হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার ইবনু সিয়াদ (যাকে সাহাবীগণ মনে করতেন সে-যুগের দাজ্জাল)-কে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি এখন কী দেখতে পাচ্ছ?' সে বলে, 'আমি দেখছি, পানির উপরে একটি সিংহাসন-অথবা সে বলে, আমি সমুদ্রের উপরে একটি সিংহাসন দেখেছি-যার চারদিকে রয়েছে সাপ।' নবীজী বলেন–'ওটা হল ইবলীসের আসন।'(৩৭)

শয়তান মানবশরীরের কোথায় কোথায় থাকে

বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) শয়তান পুরুষের (দেহের) তিন জায়গায় থাকেঃ চোখে, মনেও পুংদণ্ডে এবং নারীদেহেরও তিন জায়গায় থাকেঃ চোখে, মনে ও নিতম্বে।(৩৮)

শয়তানের হাতিয়ার

হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীসকে যখন আসমান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করে। আল্লাহ সেগুলির উত্তর দেন। যেমনঃ

হে প্রভু! আপনি তো আমাকে অভিশপ্ত করলেন, কিন্তু আমার ইল্ম কী হবে?
–জাদু।

আমার কোরআন কী হবে?
– কবিতা

আমার কিতাব কী?
– মানুষের শরীরে খোদাই করা চিহ্ন।

আমার খাদ্য কী?
– যাবতীয় মরা প্রাণী এবং যেসব হালাল পশু আল্লাহর নাম না নিয়ে যবাহ্ করা/মারা হয়।

আমার পানীয় কী?
– মদ।

আমার বাসস্থান?
– গোসলখানা।

বৈঠকখানা?
– হাট-বাজার।

আমার মুআয্যিন কে?
– গায়ক-বাদক।

আমার ফাঁদ বা জাল কী?
– নারী।(৩৯)

শয়তানের সুর্মা ও চাটনি

(হাদীস) হযরত সামুরাহ্ (রাঃ) বলেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ لِلشَّيْطَانِ كُحْلًا وَلُعُوْقًا فَاِذَا كَحَلَ الْاِنْسَانُ مِنْ كُحْلِهٖ نَامَتْ عَيْنَاهُ عَنِ الذِّكْرِ وَاِذَا لَعِقَهُ مِنْ لُعُوْقِهٖ ذَرَبَ لِسَانُهُ بِالشَّرِّ -

শয়তানের সুরমাও আছে, চাটনিও আছে। মানুষ যখন শয়তানের সুরমা লাগিয়ে নেয়, তখন আল্লাহর যিক্র করা থেকে তার চোখ ঘুমিয়ে যায়, এবং মানুষ যখন শয়তানের চাটনি চেটে নেয়, তখন তার জবান থেকে মন্দকথা বেরোয়।(৪০)

শয়তানের সুর্মা, চাটনি ও সুগন্ধি

(হাদীস) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ كُحْلًا وَلَعُوقًا وَنَشُوقًا : أَمَّا لَعُوقُهُ فَالْكَذِبُ وَأَمَّا نَشُوقُهُ فَالْغَضَبُ وَأَمَّا كُحْلُهُ فَالنَّوْمُ

শয়তানের সুর্মা আছে, চাটনি আছে, সুগন্ধিও আছে। সুর্মা হচ্ছে ঘুমানো, চাটনি হল মিথ্যা বলা এবং সুগন্ধি হল রাগ করা।[৪১]

শয়তান সবচেয়ে বেশি কাঁদে কখন

জনৈক ব্যক্তির সূত্রে হযরত সাফওয়ান (রহঃ) বর্ণনা করেছেনঃ যখন এমন কোনও মুমিন মানুষের মৃত্যু হয়-যার জীবদ্দশায় শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করার কাজে সফল হয়নি-তখন শয়তান সবচেয়ে বেশি কাঁদে।[৪২]

শয়তান সর্বপ্রথম কোন্ কাজ করেছে

ইমাম ইবনু সীরীন (রহঃ) ও হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) বলেছেনঃ সর্বপ্রথম 'কিয়াস' করেছে শয়তান।[৪৩]

হযরত মাইমুন বিন মুহ্‌রান (রহঃ) বলেছেনঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-কে প্রশ্ন করি, সর্বপ্রথম 'ইসা'কে 'আতামাহ্' নাম দিয়েছিল কে? উনি বলেন, শয়তান।[৪৪]

ইমাম বাগবী (রহঃ) বলেছেনঃ শোক-আহাজারী ও মাতম সর্বপ্রথম শয়তান করেছিল।[৪৫]

হযরত জাবির (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে বর্ণনা করেছেনঃ সর্বপ্রথম গান গেয়েছিল শয়তান।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা যখন ইবলীসকে সৃষ্টি করেন, সেই সময় (সর্বপ্রথম) তার নাক ডেকেছিল।[৪৬]

শয়তানের বংশধর

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ শয়তানের পাঁচটা ছেলে। প্রত্যেককে সে একটা একটা কাজে নিযুক্ত করে রেখেছে। তাদের নামগুলো হলঃ সাব্‌রাদ, আঊর, মাসূত, দাসিম ও যিল্‌নাবূর।

* সাবরাদের দায়িত্বে আছে বিপদাপদে ধৈর্য হারানোর কাজ। মানুষের বিপদ বিপর্যয়ের সময় এই শয়তান তাকে অধৈর্য হয়ে মৃত্যুকে ডাকতে, জামাকাপড় ছিঁড়তে বুক-মুখ চাপড়াতে এবং ইসলাম-বিরোধী অজ্ঞসুলভ কথাবার্তা বলতে প্ররোচিত করে।

* আঊর-এর দায়িত্বে আছে ব্যভিচার। এই শয়তান মানুষকে ব্যভিচারের নির্দেশ দেয় এবং ওই কাজের দিকে আকৃষ্ট করে।

* মাসূত-এর দায়িত্বে আছে মিথ্যা সংবাদ রটানো। যেমন, এই শয়তান মিথ্যা কথা শুনে অন্য লোককে তা বলে। সে আবার তার এলাকার লোকদের কাছে গিয়ে বলে -একজন আমাকে এইসব কথা বলেছে। তার নাম জানি না বটে, তবে সে আমার মুখচেনা।

* দাসিমের কাজ হল মানুষের সাথে সাথে তার বাড়িতে আসা এবং বাড়ির লোকদের দোষের কথাগুলো বলে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে তাকে ক্ষেপিয়ে তোলা।

* আর যিল্‌নাবূর-এর দায়িত্বে আছে হাট-বাজার। সে তার (গুমরাহীর) পতাকা পুঁতে রেখেছে হাটে-বাজারে।[৪৭]

শয়তান রক্তপ্রবাহের মতো মানবদেহে চলাচল করে

(হাদীস) হযরত সফিয়্যাহ্ বিনতে হাই (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মতো চলাচল করে।[৪৮]

শয়তানের বিছানা

হযরত কাইস বিন আবী হাযিম (রহঃ) বলেছেনঃ যে ঘরে এমন বিছানা পাতা থাকে, যাতে কেউ শোয় না, তাতে শয়তান শোয়।[৪৯]

হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

প্রথম বিছানা পুরুষের জন্য, দ্বিতীয় বিছানা তার স্ত্রীর জন্য, তৃতীয় বিছানা অতিথির জন্য, এবং চতুর্থ বিছানা শয়তানের জন্য (অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিছানায় শয়তান থাকে)।[৫০]

শয়তান দুপুরে ঘুমায় না

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেনঃ তোমরা দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে। কেননা, শয়তান দুপুরে বিশ্রাম নেয় না।

ইমাম তবারানী (রহঃ) ও ইমাম আবু নুআঈম (রহঃ) উপরোক্ত কথাটি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী হিসাবে হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনাসূত্রে গ্রথিত করেছেন।[৫১]

শয়তান কাবা শরীফের রূপ ধরতে পারে না

(হাদীস) হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ رَاٰنِىْ فِىْ مَنَامِهٖ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِىْ وَلَا بِالْكَعْبَةِ

যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে আমাকেই দেখেছে। কেননা শয়তান না আমার রূপ ধরতে পারে আর না পারে কাবা শরীফের আকার ধরতে।[৫২]

শয়তানের শিং আছে কি?

(হাদীস) হযরত আবদুল্লাহ সনাবাহী (রাঃ) থেকে বর্ণিত জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَاِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ اِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَاِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا تَدَلَّتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا فَاِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا فَلَا تُصَلُّوْا هٰذِهِ الْاَوْقَاتِ الثَّلَاثِ

সূর্য যখন উদয় হয়, তার সাথে শয়তানের শিংও থাকে। তারপর যখন সূর্য উপরে উঠে যায়, তখন শয়তানের শিং সরে যায়। ফের যখন সূর্য মাথার উপর আসে (দুপুরে), শয়তানের শিংও তখন তার সামনে থাকে। আবার সূর্য চলে গেলে শিংও সরে যায়। ফের সূর্য অস্ত যাবার সময় নিচে নামলে শিংও তার সামনে চলে আসে। এবং সূর্য ডুবে গেলে শিং হটে যায়। সুতরাং তোমরা এই তিনটি সময়ে নামায পড়বে না।[৫৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ হযরত উমর বিন আবাসাহ কর্তৃক বর্ণিত মারফু হাদীসে এরকম বর্ণনা আছে যে, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান থেকে উদয় হয় এবং দুই শিংয়ের মাঝখানে অস্তও যায়।[৫৪]

শয়তানের শিং কী রকম

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সূর্যোদয়ের সময় আল্লাহর তরফ থেকে এক ফিরিশ্‌তা সূর্যের কাছে এসে তাকে উদয় হবার নির্দেশ দেয়। কিন্তু শয়তান সূর্যের সামনে এসে তাকে উদয় হতে বাধা দেয়। কিন্তু সূর্য তার দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়েই উদয় হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলা শয়তানের নিচের অংশ জ্বালিয়ে দেন। আর সূর্য অস্ত যাবার সময় আল্লাহর সামনে সাজদাবনত হয়। সেই সময়েও শয়তান তার কাছে এসে সাজ্‌দা করতে বাধা দেয়। কিন্তু সূর্য তার দুই শিংয়ের মধ্য দিয়েই অস্ত যায় এবং আল্লাহ তাআলা শয়তানের নিচের অংশ তখনও জ্বালিয়ে দেন। জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র বাণীর মর্মার্থ হল এই। তিনি বলেছেন–'সূর্য উদয় হয় শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান থেকে এবং অস্তও যায় শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যে।'[৫৫]

শয়তানের বৈঠকখানা

(হাদীস) সাহাবীগণের সূত্র দিয়ে জনৈক ব্যক্তির বর্ণনাঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الضَّحِّ وَالظِّلِّ وَقَالَ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ধূপ ও ছায়ার মধ্যে (অর্থাৎ শরীরের কিছু অংশ রোদে ও কিছু অংশ ছায়ায় রেখে) বসতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন-'এটা শয়তানের বৈঠক।'[৫৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে যে, কিছু অংশ রোদে ও কিছু অংশ ছায়ায় রেখে সবার মানে শয়তানের জায়গায় বসা। হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাঃ)-র বাচনিকেও এরকম বর্ণনা আছে। হযরত কাতাদাহ (রহঃ) ও বলেছেন–শয়তান ধূপ ও ছায়ার মাঝখানে বসে।[৫৭]

শয়তানের শোবার ঘর

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহঃ) বলেছেনঃ শয়তান ঘুমায় ধূপছায়ায়।[৬০]

আযান ও নামাযের সময় শয়তানের অবস্থা

(হাদীস) হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِذَا نُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهٗ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّاْذِيْنَ فَاِذَا قَضَى النِّدَاءَ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قَضَى التَّثْوِيْبَ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا وَاُذْكُرْ كَذَا بِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى -

নামাযের জন্য যখন আযান দেওয়া হয়, সেই সময় শয়তান আযানের কথাগুলো সহ্য করতে না পেরে বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পালাতে থাকে, যতক্ষণ না আযানের শব্দসীমার বাইরে যায়। আযান শেষ হয়ে গেলে ফের সে ফিরে আসে। (এবং মানুষের অন্তরে অস্‌অসা দিতে থাকে।) তারপর যখন নামাযের জন্য তাক্‌বীর বলা হয়, তখনও শয়তান পালিয়ে যায়। তাক্‌বীর হয়ে গেলে ফের সে

ফিরে আসে এবং নামাযীর অন্তরে বিভিন্ন খেয়াল আনিয়ে দেয়। আর বলে, অমুক কথা মনে কর, তমুক কথা স্মরণ কর। যে-সব কথা নামাযের বাইরে মনে পড়ে না। শেষ পর্যন্ত নামাযী মানুষ ভুলে যায়, যে সে কত রাক্‌আত নামায পড়েছে।(৬১)

শয়তান একপায়ে জুতো পরে

(হাদীস) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَا يَمْشِىْ اَحَدُكُمْ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدٍ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَمْشِىْ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدٍ -

তোমাদের মধ্যে কেউ যেন একপায়ে জুতো পরে না হাঁটে। কেননা শয়তান চলে এক পায়ে জুতো পরে।(৬২)

শয়তানকে দেখতে পায় গাধা

(হাদীস) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِذَا سَمِعْتُمْ صُرَاحَ الدِّيْكَةِ فَاسْئَلُوْا مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنَّهَا رَئَتْ مَلَكًا وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا ـ

তোমরা মোরগের ডাক শুনলে আল্লাহর কাছে কল্যাণ (ফয্ল) প্রার্থনা করবে, কারণ ওই সময় সে ফিরিশ্‌তা দেখতে পায়। আর গাধার ডাক শুনলে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে, কেননা ওই সময় সে শয়তানকে দেখে।(৬৩)

শয়তানের রং

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত রাফিই বিন ইয়াযীদ সাকাফী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ فَاِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ وَكُلَّ ثَوْبٍ ذِىْ شُهْرَةٍ

শয়তান লাল রং পছন্দ করে, অতএব তোমরা লাল রং (এর পোশাক পরা) থেকে নিজেদের বাঁচাবে এবং বিরত থাকবে সমস্ত গর্বসৃষ্টিকারী পোশাক থেকেও।(৬৪)

শয়তানের পোশাক

(হাদীস) হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِعْوُوْا ثِيَابَكُمْ تَرْجِعُ اِلَيْهَا اَرْوَاحُهَا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا وَجَدَ ثَوْبًا مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ وَاِذَا وَجَدَ مَنْشُوْرًا لَبِسَهٗ

(ভাবার্থ) তোমরা নিজেদের পোশাক যথাযথভাবে পরিধান করবে, তাহলে তার সৌন্দর্য বজায় থাকবে। কেননা যথাযথভাবে পোশাক পরলে শয়তান তা পরতে পারে না। কিন্তু খোলা থাকলে শয়তান তা পরে।(৬৫)

শয়তানের পাগড়ী

হযরত ত্বাউস (রহঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঝালর নিচে নামিয়ে মাথার উপরে রাখে, সে শয়তানের মতো পাগড়ী পরে।(৬৬)

শয়তান পানি খায় কীভাবে

(হাদীস) হযরত ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেছেনঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখনই পানি পান করতেন, তিনদমে পান করতেন। একদমে ঢক্‌ঢক্ করে পান করতে তিনি নিষেদ করেছেন। তিনি বলেছেন, এভাবে শয়তান পান করে।(৬৭)

হযরত ইক্‌রিমাহ (রাঃ) বলেছেনঃ একদমে পানি পান করো না। এ হল শয়তানের পান করার পদ্ধতি।(৬৮)

খোলা পাত্রে শয়তান থুতু ফেলে

(হাদীস) হযরত যাযান (রহঃ) বলেছেনঃ কোন পাত্র ঢাকনা ছাড়াই সারা রাত খোলা থাকলে তাতে শয়তান থুতু ফেলে। হযরত আবু জাফর (রহঃ) বলেছেনঃ ওঁর ওই কথা আমি হযরত ইব্‌রাহীম নাখঈ (রহঃ)-র কাছে উল্লেখ করতে, তিনি ওতে এটুকু সংযোজন করেছেন– অথবা ওই খোলা পাত্র থেকে পান করে।(৬৯)

শয়তানের গ্রাস

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ শয়তানের মুখের গ্রাস হল প্লীহা।(৭০)

শয়তানের সওয়ারী

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত খালিদ বিন মিইদান (রহঃ) ঃ একবার কিছু লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ দিয়ে একটা উটনী নিয়ে যায়। সেই উটনীর গলায় ঘণ্টা বাঁধা ছিল। তিনি (তা দেখে) বলেন هٰذِهٖ مَطِيَّةُ الشَّيْطَانِ এ হল শয়তানের বাহন। (অর্থাৎ যে সওয়ারী পশুর গলায় ঘণ্টা বাঁধা হয়, তার উপর শয়তানের খুব প্রভাব পড়ে।(৭১)

শয়তান কেমন পাত্রে পান করে

(হাদীস) হযরত উমার বিন আবী সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَا تَشْرَبُوْا مِنَ الثُّلْمَةِ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِى الْقَدْحِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا

তোমরা পাত্রের ভাঙা জায়গা থেকে পান করো না। কারণ ওখান থেকে শয়তান পান করে।[৭২]

শয়তান খায় এক আঙুলে

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اَلْاَكْلُ بِاِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ اَكْلُ الشَّيْطَانِ وَبِاثْنَتَيْنِ اَكْلُ الْجَبَابِرَةِ وَبِالثَّلَاثِ اَكْلُ الْاَنْبِيَاءِ

এক আঙুলে শয়তান খায়, দু আঙুলে জালিমরা খায় আর তিন আঙুলে খান নবীগণ (অর্থাৎ তিন আঙুল দিয়ে খাওয়া নবীদের সুন্নাত)[৭৩]

শয়তানের উস্তাদ কে

আব্দুল গাফ্‌ফার বিন শুআইব (রহঃ) বলেছেন ঃ আমাকে হযরত হাস্‌সান (রাঃ) বলেছেনঃ শয়তানের সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ হয়। সে আমাকে বলে, আগে আগে তো আমি লোকজনকে (শয়তানী) তা'লীম দিতাম, কিন্তু এখন আমি নিজেই মানুষের থেকে (শয়তানী) তা'লীম হাসিল করি (অর্থাৎ বহু মানুষ এমন আছে, যারা শয়তানী কাজে শয়তানের চাইতেও এগিয়ে গেছে।।[৭৪]

কে শয়তানের সঙ্গী

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِذَا رَكِبَ الْعَبْدُ الدَّابَّةَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى رَدِفَهُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ تَغَنَّ فَاِذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ الْغِنَاءَ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ فِىْ اُمْنِيَتِهِ حَتّٰى يَنْزِلَ

কোনও মানুষ আল্লাহর নাম না-নিয়ে (বিসমিল্লাহ না বলে) সওয়ারী পশুর পিঠে চাপলে শয়তান তার সঙ্গী হয় এবং তাকে বলে, কিছু (গান) গাও। সে ভালো গাইতে না পারলে শয়তান তাকে বলে, কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা করো। সুতরাং সে নানান আশা-আকাঙ্ক্ষার জালেই আটকে থাকে, যতক্ষণ না সওয়ারী থেকে নামে।[৭৫]

শয়তান পাক না নাপাক

ইবনু ইমাদ হামবলী (রহঃ) লিখেছেনঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই বাণী সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করছে যে, ইবলীস 'নাযাসুল আইন' (অর্থাৎ এমন নাপাক, যা খাওয়া-পরা-ছোঁওয়া নাজায়েয)[৭৬]

ইমাম বাগবী (রহঃ) শারহুস্ সুন্নাহ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ মুশ্‌রিকদের মতো ইবলীসও 'তাহিরুল আইন' ('আপাত-পবিত্র'?)। তাঁর এই মতের সমর্থনে তিনি উল্লেখ করেছেন- জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়তে থাকা অবস্থায় শয়তানকে ধরেছিলেন অথচ নামায ভাঙেননি। সুতরাং ইব্‌লীস নাপাক হলে নবীজী ওকে নামাযের মধ্যে পাকড়াও করতেন না। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে ইব্‌লীস কার্যকলাপের বিচারে মারাত্মক রকমের অপবিত্র এবং ওর স্বভাব চরিত্রও চরম পর্যায়ের কলুষিত।[৭৭]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) ইবনে জারীর।

(২) আবূ আশ্-শায়খ, কিতাবুল আযামাহ্। মাকায়িদুশ্ শায়তান, হাদীস নং ৪। দুররুল মানসুর, ৩ ঃ ৪৭।

(১) কিতাবুল ফুনূন, ইবনু আকীল।

(২) সূরা বাকারা, আয়াত ৩৪।

(৩) সূরা বাকারা, আয়াত ৫০।

(৪) সূরা বাকারা, আয়াত ৩০।

(৫) সূরা বাকারা, আয়াত ৩০।

(৬) সূরা বাকারা, আয়াত ৩০।

(৭) ইবনু জারীর, তবারী।

(৮) ইবনু জারীর, তবারী। ইবনুল মুনযির।

(৯) ইবনু জারীর। ইবনুল মুনযির। কিতাবুল আযামাহ, আবূ আশ-শায়খ। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী।

(১০) ইবনু জারীর তবারী।

(১১) ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(১২) মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া (৭২), পৃষ্ঠা ৯১) আদ্-দুররুল মানসুর, ১ ঃ ৫৫।

(১৩) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া (৭২), পৃষ্ঠা ৯১। ইবনু আবী হাতিম। আল্ আযদাদ্ ইবনুল আম্বারী। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী। দুররুল মানসুর, ১ ঃ ৫।

(১৪) অনুবাদক।
(১৫) ইবনু জারীর।
(১৬) ইবনুল মুনযির। কিতাবুল আযামাহ্, আবু আশ-শায়খ।
(১৭) সূরা কাহাফ, আয়াত ৫০।
(১৮) আব্দুর রায্যাক। ইবনু জারীর।
(১৯) ইবনু আবী হাতীম, আবূ আশ্-শায়খ।
(২০) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইবনু আবিদ দুনইয়া (৩৩), পৃষ্ঠা ৫৩। ইবনু আবী হাতিম। আবুশ শায়খ। হুলইয়াহ, আবূ নাঈম ৯ ঃ ৬৩। আদ দুররুল মানসুর, ৪ ঃ ২২৭।
(২১) ইবনু জারীর। আবুশ শায়খ।
(২২) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া। ইবনু আবী হাতিম। আবুশ শায়খ। মাসায়িবুল ইন্সান, ইবনু মুফলিহ্, মুকদ্দিসী।
(২৩) ইবনু জারীর।ইবনু আবী হাতিম।
(২৪) ইবনু জারীর।
(২৫) ইবনুল মুনযির। ইবনু আবী হাতিম।
(২৬) সূরা বানী ইস্রাঈল, আয়াত ৬১।
(২৭) তবাকাতে ইবনু সাআদ। ইবনু জারীর। ইবনু আবী হাতিম।
(২৮) তাফসীর, আবদুর রায্যাক। তাফসীর, ইবনু জারীর তবারী।
(২৯) তাফসীর, আবদুর রায্যাক। তাফসীর, ইবনু জারীর তবারী।
(৩০) তাফসীর, ইবনু জারীর।
(৩১) ইবনু আবী শায়বাহ।
(৩২) তিরমিযী শরীফ, ২ঃ ২২৩।
(৩৩) ইবনু আবী হাতিম।
(৩৪) কিতাবুল আযামাহ্, আবুশ্ শায়খ। হুলইয়াহ, আবূ নাঈম।
(৩৫) ইবনু জুরাইস, ফাযায়িলুল কোরআন।
(৩৬) মুসলিম, কিতাবুল মুনাফিকীন, হাদীস ৬৬-৬৭। মুসনাদে আহমাদ, ৩ ঃ ২১৪, ৩৩২, ৩৫৪, ৩৮৪। হুলইয়াতুল আউলিয়া, ৭ ঃ ৯২।
(৩৭) মুসনাদে আহমাদ, ৩ ঃ ৬৬, ৯৭, ৩৮৮। মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, বাব ৮৮। তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, বাব ৬৩, হাসান-সহীহ্ হাদীস।
(৩৮) কিতাবুল কলাইদ, আবু বকর মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন শায়বাহ।
(৩৯) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া।
(৪০) মাকায়িদুশ শায়তান, ইবনু আবিদ দুন্ইয়া (৭৭) জামিই সগীর (২৩৮১)। ফাইযুল কদীর, ২ঃ ৪৯৮। মাসাবিউল আখলাক, খরায়িতী (৪৫, ১৩৩)। তবারানী, কাবীর, হাদীস নং ৩৬৮৫৫। মাজ্মাউয্ যাওয়াইদ, ৫ঃ৯৬। হুলইয়াহ, আবূ নাঈম, ৬ঃ ৩০৯। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী।
(৪১) মাজমাউয্ যাওয়াইদ।, ২ ঃ ২৬২; ৫ ঃ ৯৬। আত্হাফুস্ সাদাহ্, ৫ ঃ ১৮৫; ৭ ঃ ৫১৬। তাখরীজুল ইরাকী লিইহ্য়াউল উলূম, ১ঃ ৩৫৯; ৩ঃ ১৩৩। কান্যুল উম্মাল,

১২৩৩, ১২৩৪। তারীখে ইসবাহান, আবূ নাঈম, ২ ঃ ২০৪। মীযানুল ইইতিদাল, ২৭৪১। ইবনু আদী। বায়হাকী।
(৪২) মাকায়িদুশ শায়তান, ইবনু আবিদ দুন্ইয়া (৩১)।
(৪৩) মুসান্নিফ ইবনু আবী শায়বাহ্, কিতাবুল আওয়াইল, ইবনু আবী আরূবাহ্।
(৪৪) তবারানী, কাবীর, ৬ ঃ ৩০৯। মাজ্মাউয্ যাওয়াইদ, ৪ ঃ ৯৯। কান্যুল উম্মাল, ৯৩৩৪। তারীখে বাগদাদ, ১২ ঃ ৪২৬।
(৪৫) মূলগ্রন্থে এখানে কোনও 'হাওয়ালা' দেওয়া হয়নি।
(৪৬) মাকায়িদুশ্ শায়তান (৩৪), ইব্নু আবিদ দুন্ইয়া।
(৪৭) মাকায়িদুশ্ শায়তান (৩৫), ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। তালবীসুল ইব্লীস। ইহ্ইয়াউল উলূম, ৩ ঃ ৩৭। আদ্-দুররুল মান্সুর, ৪ ঃ ২২৭।
(৪৮) বুখারী, কিতাবুল আহ্কাম, বাব ২১; কিতাবু বাদ্উল খল্ক, বাব ১১; কিতাবুল ইইতিকাফ, বাব ১১-১২। মুসলিম। আবু দাউদ, কিতাবুস্ সওম, বাব ৭৮। ইব্নু মাজাহ্, কিতাবুল আদাব, বাব ৬৫। দারিমী, কিতাবুর রিকাক, বাব ৬৬। মুস্নাদে আহ্মাদ, ৩ ঃ ১৫৬, ২৮৫, ৩০৯, ৬ ঃ ৩৩৭।
(৪৯) ফাইযুল ক্বাদীর, শার্হু জামিই সগীর, ১ ঃ১১।
(৫০) মুসলিম, কিতাবুল লিবাস, হাদীস ৪১। আবূ দাউদ, কিতাবুল লিবাস, বাব ৪২। নাসায়ী, কিতাবুন্ নিকাহ্, বাব ৮২। মুস্নাদে আহ্মাদ, ৩ ঃ ২৯৩, ৩২৪। মিশ্কাত (৪৩১০)। আত্হাফুস্ সাদাহ্, ৫ ঃ ২৯২।
(৫১) মুউজামে আউসাত, তবারানী। আত্ ত্বিব্ব, আবূ নাঈম। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ৮ ঃ ১১২। আত্হাফুস্ সাদাহ, ৫ ঃ ১৪৩। আত্ ত্বিব্বুন নববী, যাহাবী (১৫)। কানযুল উম্মাল, ২১৪৭৭। আল্ আহকামুন নাবাবিয়্যাহ্ ফী যিলালাতি, ত্বিব্বিয়্যাহ, ১ ঃ ১১৪। ফাত্হুল বারী, ১১ ঃ ৭০। কুরতুবী, ১৩ ঃ ২৩। কাশফুল খফা, ২ ঃ ১৫৪। ক্বইসিরানী, ৫৮৩। দুরার, ১২২।
(৫২) তবারানী, সগীর।
(৫৩) মুআত্তায়ে মালিক। মুস্নাদে আহ্মাদ। ইবনু মাজাহ। শারহুস্ সুন্নাহ। বাদায়িউল মানান। সাআতী। সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ। মিশ্কাত। তালখীসুল জিয়ার। মুস্নাদে শাফিঈ। আল্ ইস্তিয্কার। আত্ তাম্হী., ইবনু আব্দুল বার্র। আল্ ফাকীহ্ অল-মুহাফাককিহ, খতীব বাগ্দাদী।
(৫৪) আবূ দাউদ। সুনানু নাসায়ী। বুখারী। মুসলিম।
(৫৫) কুরতুবী, ১ ঃ ৬৩। তাহ্যীবে তারীকে দামিশ্ক, ইবনু আসাকির, ৩ ঃ ১২৪।
(৫৬) মুস্নাদে আহ্মাদ, ৩ ঃ ৪১৪। আল্ বিদায়াহ্ অন্ নিহায়াহ্, ১ ঃ ৬২।
(৫৭) মুসান্নিফে ইবনু আবী শায়বাহ্। কিতাবুল আদাব, আবূ বকর আল-খিলাল।
(৫৮) মুসান্নিফে ইবনু আবী শায়বাহ্। কিতাবুল আদাব, আবূ বকর আল্ খিলাল।
(৫৯) কিতাবুল আদাব, আবু বকর আল-খিলাল।
(৬০) মুসান্নিকে ইবনু আবী শায়বাহ। কিতাবুল আদাব, আবু বকর আল্-খিলাল।
(৬১) বুখারী, কিতাবুল আযান, বাব ৪; কিতাবুল আমাল ফিস্ সলাত, বাব ১৮। মুসলিম,

কিতাবুস সলাত, হাদীস নং ১৯; কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস ৮৩-৮৪। আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সালাত, বাব ৩১। নাসায়ী, কিতাবুল আযান, বাব ৩০। দারিমী, কিতাবুস, সলাত, বাব ১১, ১৭৪। মুআত্তায়ে মালিক, কিতাবুন নিদা, হাদীস ৬। মুস্নাদে আহ্মাদ, ২ ঃ ৩১৩, ৪৬০, ৫০৩, ৫২২। বায়হাকী, ১ ঃ ৩২১। তাজরীদ, ২৮৩। তারগীব অ তারহীব, ১ ঃ ১৭৭। মাজ্মাউয্ যাওয়াইদ, ১ ঃ ৩২৪। কান্যুল উম্মাল, ৩০৮৮৩, ২০৯৪৭, ২০৯৪৯।

(৬২) ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৩৬১৭। মুশকিলুল আসার, ২ ঃ ১৪১। তাজরীদ, ২৬৭। বুখারী, ৭১৯৯। মুসলিম, কিতাবুল লিবাস, বাব ১১, হাদীস ৬৮। আবূ দাউদ, ৪১৩৬। তিরমিযী, ১৭৭৪। ইবনু আবী শায়বাহ্, ৮ ঃ ২২৮। মিশ্কাত, ৪৪১১। ফাত্হুল বারী, ১০ ঃ ৩০৯। কান্যুল উম্মাল, ৪১৬০২।

(৬৩) বুখারী, কিতাবু, বাদ্উল খলক বাব ১৫। মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্র, হাদীস ৮২। তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাআত, বাব ৫৬। মুসনাদে আহ্মাদ, ২ঃ ৩০৬, ৩২১, ৩৬৪। আবূ দাউদ, ৫১০২। শারহুস্ সুন্নাহ, ৫ ঃ ১২৬। মিশ্কাত, ২৪১৯। আল্ হাবায়িক ফী আখ্বারিল মালায়িক, ১৪৯। তাফসীর ইবনু কাসীর, ৬ ঃ ৩৪২। আল্ আদাবুল মুফ্রাদ্ ১২৩৬।

(৬৪) আবূ আহ্মাদ আল্ হাকিম, ফিল কিনা। কামিল, ইবনু আদী, ১১৭২। ইবনু কানিই। ইবনুস সুকুন। ইবনু মান্দাহ। আবূ নাঈম, ফিল-মাত্মরিফাত্। বায়হাকী, ফী শুআবুল ঈমান। আল্-জামিই আস্-সগীর। মাজ্মাউয্ যাওয়াইদ, ৫ ঃ ১৩০। জাম্উল জাওয়ামিই, ৫৬১৯। কান্যুল উম্মাল, ৪১১৬১। ফাত্হুল বারী, ১০ ঃ ৩০৬। মুস্নাদুল ফির্দাউস, দায়লামী, হাদীস ৩৬৮৮; ২ ঃ ৩৭৯। মারাসীল, আবূ দাউদ। আল-জামিই আল্ কাবীর, ১ ঃ ৮৪।

(৬৫) মুউজামে আউসাত, ত্ববারানী। আল্-জামিই আল্-কাবীর, ১ ঃ ১১৭। মাজ্ মাউয্ যাওয়াইদ, ৫ ঃ ১৩৫। কান্যুল উম্মাল, ৪১০৯৯, ৪১১২৬।

(৬৬) বায়হাকী।

(৬৭) বায়হাকী।

(৬৮) বায়হাকী।

(৬৯) মুসন্নিফে আব্দুর রয্যাক, মুসন্নিফে ইবনু আবী শায়বাহ।

(৭০) ইবনু আবী শাইবাহ্।

(৭১) ইবনু আবী শায়বাহ্।

(৭২) আবূ নাঈম। জামিই কাবীর, ১ ঃ ৮৯৩। দাইলামী, ৭৩৬৮, ৫ ঃ ৩২। যাহ্রুল ফির্দাউস, ৪ ঃ ১৮২। কান্যুল উম্মাল, ৪১০৮৪।

(৭৩) দায়লামী, হাদীস নং ৪৩৬। ইবনু নাজ্জার। আত্হাফুস্ সাদাতুল মুত্তাক্বীন, ৫ ঃ ২৭২। কান্যুল উম্মাল, ৪০৮৬৬। জামিই সগীর, ৩০৭৪। জাম্উল জাওয়ামিই, ১০১৫২। ফাইযুল ক্বদীর, ৩ ঃ ১৮১।

(৭৪) তারীখ, ইবনু আসাকির।

(৭৫) দায়লামী। কান্যুল উম্মাল, হাদীস ২৪৯৯৫। আল্ জাম্উল কাবীর, ১ ঃ ৬১।

(৭৬) সিরাজ, আলজাওযাতুল জান্ন।

(৭৭) শার্হুস্ সুন্নাহ। ইমাম বাগবী।

নবী-রসূলদের সাথে শয়তানের ঔদ্ধত্য

জান্নাতে হযরত আদমের কাছে শয়তান পৌঁছেছে কীভাবে

হযরত ইবনু মাস্উদ (রাঃ) এবং কতিপয় সাহাবী (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম (আঃ)-কে বলেছিলেন اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো (২ ঃ ৩৫) তখন ইব্লীস তাঁদের উভয়ের কাছে যেতে মনস্থ করে। কিন্তু জান্নাতের প্রহরীরা তাকে আটকে দেয়। শয়তান তখন সাপের কাছে আসে। সেই সময় উটের মতো সাপেরও চারটি পা থাকত। এবং সেই সাপ অন্যান্য পশুদের চাইতে দেখতে খুব সুন্দুর হত। শয়তান সেই সাপের সাথে এ-বিষয়ে কথা বলে যে, সে যেন নিজের মুখের মধ্যে তাকে বসিয়ে নেয়, যাতে সে আদমের কাছে পৌঁছতে পারে। সুতরাং সাপটা তার মুখের মধ্যে শয়তানকে পুরে নিল। তারপর প্রহরীদের সামনে দিয়ে দিব্যি জান্নাতে ঢুকে পড়ল। প্রহরীরা বুঝতেই পারল না। কেননা, আল্লাহ যে কাজ করার মনস্থ করে রেখেছেন, তা তো হবেই। তাই শয়তান সাপের মুখ দিয়ে কথা বলল। কিন্তু ওভাবে কথা বলে শয়তান, তার বিচারে, কোনও ফায়দা পেল না। তাই এরপর সে হযরত আদমের কাছে গেল এবং বলল- হে আদম! আমি কি আপনাকে চিরস্থায়ী গাছ ও অবিনশ্বর দেশের সন্ধান দেব না?(১)

হযরত হাওয়াকে শয়তান অস্অসা দিয়েছে কেমন করে?

হযরত সাঈদ বিন আহমাদ বিন হাযরমী (রহঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়াকে জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ দেবার পর একদিন হযরত আদম (আঃ) (একা) জান্নাতে ভ্রমণ করতে বের হয়েছিলেন। ইবলীস তাঁর ওই অনুপস্থিতিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে এবং সে হযরত হাওয়ার কাছে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে গিয়ে ইবলীস এমন সুন্দর সুললিত তানে বাঁশি বাজাতে শুরু করে যে, অমন মনকাড়া সুর কেউ কখনও শোনেনি। সেই বাঁশির সুরে শেষপর্যন্ত হযরত হাওয়ার রন্ধ্রে শিহরণ ঘটে যায়। তারপর শয়তান বাঁশি সরিয়ে বিপরীত দিক থেকে অত্যন্ত করুণ কান্নার সুরে বাজাতে শুরু করে। অমন বিষাদের সুরও কেউ তখনও শোনেনি।

হযরত হাওয়া তখন শয়তানের উদ্দেশে বলেন, তুমি এ কী জিনিস এনেছ?

শয়তান বলে, জান্নাতে আপনাদের অবস্থান আর আল্লাহর দরবারে আপনাদের সম্মান দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি (তাই প্রথমে খুশির সুরে বাঁশি বাজিয়েছি)। তারপর এখান থেকে আপনাদের বের করে দেবার কথা মনে পড়ায় দুঃখিত হয়েছি (সেজন্য কান্নার সুরে বাঁশি বাজিয়েছি)। আচ্ছা, আপনাদের প্রতিপালক তো আপনাদের বলেছেন যে, আপনারা এই গাছের ফল খেলে মারা পড়বেন এবং এই জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবেন। হে হাওয়া, আমাকে দেখুন, আমি এই গাছের ফল খাচ্ছি। খাওয়ার পর যদি আমি মারা পড়ি কিংবা আমার আকার আকৃতি বদলে যায়, তাহলে আপনারা খাবেন না। আমি আপনাদের আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনাদের রব, আপনাদেরকে এই গাছের ফল খেতে মানা করেছেন কেবল এইজন্য, যাতে আপনারা চিরকাল জান্নাতে থাকতে না পারেন। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু।(২)

হযরত আদমের হাত ও ইবলীসের হাত

হযরত সাররি বিন ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) বলেছেনঃ যখন হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছিলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল গম। আর... এর উপর ইবলীস রেখেছিল তার (অমঙ্গলের) হাত। সুতরাং তার হাত যে জিনিসে পড়েছে, তার ফায়দা উবে গেছে।(৩)

হযরত হাওয়ার সামনে শয়তান

(হাদীস) হযরত সামুরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَمَّا وَلَدَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيْسُ وَكَانَ لَا يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ سَمِّيْهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَإِنَّهُ يَعِيْشُ فَسَمَّتْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَإِنَّهُ يَعِيْشُ فَسَمَّتْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ

হযরত হাওয়া একবার বাচ্চা প্রসব করার পর ইবলীস তাঁর চারদিকে ঘোরে। কারণ, তাঁর কোনও বাচ্চা বেঁচে থাকত না। শয়তান বলে, 'আপনি এর নাম রাখুন 'আবদুল হারিস'। তাহলে এ মরবে না।' সুতরাং হযরত হাওয়া সেই বাচ্চার নাম রাখেন আবদুল হারিস। এবং বাচ্চাটি বেঁচে থাকে। তিনি ওই কাজটি করেছিলেন শয়তানের প্ররোচনায় ও তার কথায়।(৪)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ পরে হযরত আদম (আঃ) ওই খবর জানতে পেরে হযরত হাওয়াকে বলেন, যে এই কাজ করেছে, সে ছিল তোমার শত্রু শয়তান। সুতরাং বাচ্চাটির সেই নামও তিনি বদলে দেন।(৫) –অনুবাদক

হাবীল-হত্যায় হযরত আদমের সাথে শয়তানের বিতর্ক

হযরত আদম (আঃ)-এর এক ছেলে (কাবীল) নিজের ভাই (হাবীল)-কে হত্যা করলে হযরত আদম (আঃ) বলেনঃ

تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا ـ فَوَجْهُ الْأَرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِيْحٌ

تَغَيَّرَ كُلُّ ذِيْ طَعْمٍ وَلَوْنٍ ـ وَقَلَّ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الصَّبِيْحِ

قَتَلَ قَابِيْلُ هَابِيْلًا أَخَاهُ ـ فَوَاجَزَنِيْ مَضَى الْوَجْهِ الْمَلِيْحِ

ঃ বঙ্গায়নঃ

পেরেশান হয়ে পড়েছে সকল জনপদ ও তার বাসিন্দারা,
ধূলির ধরনী হয়েছে মলিন বদলে গিয়েছে তার চেহারা।
সুস্বাদু আর সুদৃশ্য সব বস্তুগুলো বদলে গেছে,
দীপ্তিভরা চেহারাগুলোর সজীবতা হারিয়ে গেছে।
কাবীল তাহার ভাই হাবীলকে নিজের হাতে খুন করল।
পেরেশান আমায় করল সে আর চাঁদের বদন বিদায় নিল।

শয়তান তখন উত্তরে বলেঃ

تَنَحَّ عَنِ الْبِلَادِ وَسَاكِنِيْهَا ـ فَبِيْ فِي الْخُلْدِ ضَاقَ بِكَ الْفَسِيْحُ

وَكُنْتَ بِهَا وَزَوْجُكَ فِيْ رُخَاءٍ ـ وَقَلْبُكَ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا مُرِيْحُ

فَمَا انْفَكَّتْ مَكَايَدَتِيْ وَمَكْرِيْ ـ إِلَى أَنْ فَاتَكَ التَّمْرُ الذَّبِيْحُ

ঃ বঙ্গায়ন ঃ

জনপদ ও তার বাসিন্দাদের থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন,
মোর কারণে বিশাল স্বর্গ সঙ্কুচিত তোমার জন্য।
তুমি ও তোমার স্ত্রী ছিলে মজার সাথে জান্নাতে,
এবং তোমার মনটা ছিল মুক্ত ধরার কষ্ট হতে।
আমিও তাই চালিয়ে যাচ্ছি আমার ছলাকলা যত,
শেষ অবধি তোমার থেকে টাটকা খেজুরও লুণ্ঠিত।(৬)

হযরত নূহের (আঃ) কাছে শয়তান

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ) নৌকায় চড়ার পর তাকে এক অচেনা বুড়োকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে?

– আমি শয়তান

– কেন এসছিস এখানে?

– আপনার অনুরাগীদের মন-মগজ খারাপ করতে। ওদের দেহগুলো আপনার কাছে থাকলেও মনগুলো আছে আমার সাথে।

– ওরে আল্লাহর দুশ্‌মন! বের হয়ে যা এখান থেকে।

– (আমাকে এখন নৌকা থেকে নামাবেন না।) শুনুন, পাঁচটা বিষয় এমন আছে, যেগুলোর দ্বারা আমি মানুষকে গুম্‌রাহ করি। সেগুলোর মধ্যে তিনটে আমি বলে দিচ্ছি আর দুটো গোপন রাখছি। সেই সময় হযরত নূহকে এ মর্মে অহী করা হয় যে, তুমি শয়তানকে বল, মানুষকে গুমরাহ করার যে দুটো জিনিস ও গোপন রাখতে চাইছে, ওই দুটো জিনিসের কথা বলতে। শয়তান বলে, সেই দুটো জিনিসের মধ্যে একটা হল 'হিংসা'– এরই কারণে আমি অভিশপ্ত এবং বিতাড়িত শয়তান হয়েছি। আর দ্বিতীয় জিনিসটা হল 'লোভ'– (আল্লাহ, হযরত আদমের জন্য জান্নাত হালাল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আদম জান্নাতে চিরকাল থাকায় লোভ করেছিলেন। তাই) এরই কারণে আমি নিজের উদ্দেশ্য সফল করেছি।

হযরত নূহের কাছে শয়তানের তওবার ভাঁওতা

হযরত আবুল আলিয়াহ (রহঃ) বলেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকা ছাড়ার সময়, নৌকার পিছন দিকে শয়তানকে উপস্থিত থাকতে দেখে, হযরত নূহ্ বলেন, তুই ধ্বংস হ! তোরই কারণে ডাঙার মানুষেরা ডুবে মরেছে! তুই ওদের সর্বনাশ করেছিস।

ইবলীস বলে, আমি কী করতে পারি?

হযরত নূহ্ বলেন, তুই তওবা কর।

ইবলীস বলে, তাহলে আপনি আল্লাহর কাছে জেনে দেখুন যে, আমার তওবা কবুল হবার সম্ভাবনা আছে কি না।

তো হযরত নূহ তখন আল্লাহর কাছে ও বিষয়ে দু'আ করেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ও যদি আদমের কবরে সাজদা করে, তাহলে ওর তওবা কবুল হতে পারে। হযরত নূহ শয়তানকে বলেন, তোর তাওবার পদ্ধতি ঠিক হয়ে গেছে। শয়তান বলে, কীভাবে? হযরত নূহ বলেন, আদমের কবরে তোকে সাজদা করতে হবে।

শয়তান বলে, জ্যান্ত আদমকে আমি সাজ্‌দা করিনি, এখন মরা আদমকে কীভাবে সাজ্‌দা করতে পারি![৭]

নূহের নৌকায় শয়তান ঢুকেছে কীভাবে

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ হযরত নূহের নৌকায় সবার আগে উঠেছিল পিঁপড়ে এবং সবার শেষে উঠেছিল গাধা। ইবলীস উঠেছিল গাধার লেজ ধরে ঝুলতে থাকা অবস্থায়।[৮]

নৌকায় ওঠার সময় শয়তানের ঔদ্ধত্য

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ) তাঁর নৌকায় সবার আগে পিঁপড়েকে তুলেছিলেন এবং সবার শেষে তুলেছিলেন গাধাকে। গাধা তার দেহের সামনের অংশ নৌকায় তোলার পর ইবলীস তার লেজ জড়িয়ে ধরে, যার কারণে গাধা তার পা ভিতরে নিয়ে যেতে পারেনি। হযরত নূহ তখন (গাধার উদ্দেশে) বলেন, তুই ধ্বংস হ! আয়, ভিতরে চলে আয়। গাধাটা তখন পা তোলে। কিন্তু শক্তিতে কুলোয় না। অবশেষে হযরত নূহ বলেন, তোর সাথে শয়তান থাকলেও পুরোপুরি ভিতরে চলে আয়। হযরত নূহ একথা বলতেই শয়তান গাধার রাস্তা ছেড়ে দেয়। ফলে গাধা ভিতরে ঢুকে যায়। তার সাথেই শয়তানও ঢুকে পড়ে। হযরত নূহ তখন শয়তানকে বলেন, ওরে খোদার দুশমন, কে ঢোকাল তোকে? শয়তান বলল, আপনিই তো (গাধাকে) বললেন, তোর সাথে শয়তান থাকলেও পুরোপুরি ভিতরে চলে আয়। হযরত নূহ বলেন, যা, ভাগ, এখান থেকে। শয়তান বলে, 'আমাকে নৌকায় তুলে নেওয়া আপনার জরুরি। (কেননা আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ আমাকেই এই বন্যার আযাব থেকে এই নৌকারই মাধ্যমে বাঁচাবেন।) সুতরাং শয়তান এরপর সেই নৌকার ছাদে গিয়ে ওঠে।[৯]

গাধার লেজে ইব্‌লীস

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা যখন গাধাকে নৌকায় ওঠানোর ইচ্ছা করেন, সেই সময় হযরত নূহ (আঃ) (নৌকায় তোলার জন্য) গাধার কান ধরে টানেন এবং শয়তানও তখন গাধাটার লেজ ধরে টানতে থাকে। অর্থাৎ একদিকে হযরত নূহ গাধাটাকে তাঁর দিকে টানছিলেন, আর অন্যদিকে অভিশপ্ত ইবলসীসও টানছিল তার নিজের দিকে। একসময় হযরত নূহ (আঃ) (গাধার উদ্দেশ্যে) বললেন, 'ওরে শয়তান, উঠে আয়।' অমনি গাধাটা নৌকার ভিতরে ঢুকে যায় এবং তার সাথে শয়তানও ভিতরে ঢুকে পড়ে। তারপর নৌকা যখন চলছিল সেই সময় ইবলীস গাধার লেজ থেকে গান গাইতে শুরু করে। হযরত নূহ বলেন, 'তুই ধ্বংস হ! কে তোকে নৌকায় ওঠার অনুমতি দিল?'. শয়তান বলল, 'আপনিই তো দিয়েছেন।' হযরত নূহ বললেন, 'আমি আবার কখন তোকে অনুমতি দিলাম?' শয়তান বলল, 'আপনি তো গাধাকে বলেছেন, 'ওরে শয়তান উঠে আয়।'-আপনার ওই অনুমতি পেয়েই তো আমি উঠেছি।[১০]

ইব্‌লীস বসেছে নৌকার বাঁশে

বর্ণনায় হযরত আত্বা **(রহঃ) ও হযরত যাহহাক (রহঃ)** ঃ নূহের জাহাজে বসার জন্য ইবলীস এলে হযরত নূহ তাকে হাটিয়ে দেন। শয়তান বলে, হে নূহ! আমাকে তো (কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার) সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উপর আপনার কোনও ক্ষমতা চলবে না (অর্থাৎ আপনি আমাকে আটকাতে পারবেন না)। হযরত নূহ ভাবলেন, ও তো ঠিক কথাই বলেছে। তাই ওকে জাহাজের মাস্তলে বসার অনুমতি দেন।(১১)

নূহের নৌকা, শয়তান ও আঙুর

হযরত মুসলিম বিন ইয়াসার (রহঃ) বলেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিল যে, তিনি যেন নিজের সাথে (জাহাজে) এক জোড়া করে প্রতিটি সৃষ্টিবস্তু তুলে নেন। সেগুলির সাথে একজন ফিরিশ্‌তাও থাকবেন। সুতরাং তিনি জোড়ায়-জোড়ায় প্রত্যেক সৃষ্টিকে জাহাজে তোলেন, বাদ পড়ে গিয়েছিল কেবল আঙুর। ইবলীস সেই সময় আঙুর নিয়ে এসে বলল, এগুলোর সবই আমার। হযরত নূহ ফিরিশ্‌তার দিকে তাকালেন। সুতরাং আপনি এর সঙ্গে সুন্দরভাবে ভাগাভাগি করে নিন। হযরত নূহ বললেন, খুব ভালো! তাহলে আঙুরের তিনভাগের দু'ভাগ আমার আর একভাগ ওর। ফিরিশ্‌তাটি বললেন, 'আপিন এর চাইতেও সুন্দরভাবে ভাগ করুন।' তখন হযরত নূহ বলেন, 'অর্ধেক আমার, অর্ধেক ওর।' ইবলীস বলে, 'না, সবই আমার। হযরত নূহ তখন ফিরিশ্‌তার দিকে তাকান। ফিরিশ্‌তা বলেন, এ আপনার অংশীদার। হযরত নূহ বলেন, খুব ভালো। তিনভাগের এক ভাগ আমার এবং তিনভাগের দুভাগ ওর। ফিরিশ্‌তা বলেন, খুবই সুন্দর ভাগ করেছেন আপনি। আপনি পরোপকারী। আপনি এ জিনিস খাবেন আঙুর রূপে। আর ও খাবে তিনদিন ধরে কিশমিস বানিয়ে ও নির্যাস বের করে।(১২)

ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরীন (রহঃ)-এর সূত্রেও এরকম বর্ণনা আছে। তবে শেষে এ রকম আছে আপনি এ (আঙুর) কে জ্বাল দেবেন, যার দ্বারা তিনভাগের দুভাগ মন্দজিনিস বেরিয়ে যাবে, সেটা হবে শয়তানের, আর বাকি তিনভাগের একভাগ হবে আপনার (অর্থাৎ মানুষের) পান করার জন্য।(১৩)

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ শয়তান আঙুরের গোছা নিয়ে হযরত নূহের সাথে ঝগড়া করে এবং বলে, এটা আমার। হযরত নূহ বলেন, না এটা আমার। অবশেষে এভাবে মীমাংসা হয় যে এক তৃতীয়াংশ হযরত নূহের এবং দুই তৃতীয়াংশ শয়তানের।(১৪)

হযরত মূসার (আঃ) সাথে শয়তানের সাক্ষাৎ

হযরত ইবনু উমর (রাঃ) বলেছেন ঃ হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথেও শয়তান সাক্ষাৎ করেছিল। এবং সে বলেছিল হে মূসা! আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর রসূল হিসাবে মনোনীত করেছেন। এবং আপনার সঙ্গে তিনি কথাও বলেছেন। তা, আমি তো আল্লাহর এক সৃষ্টি। আমি একটা গুনাহ করে ফেলেছি। এখন তাওবা করতে চাইছি। আপনি আল্লাহর দরবারে আমার জন্য সুপারিশ করুন, যাতে তিনি আমার তাওবা কবুল করেন।

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর উদ্দেশে দুআ করেন। আল্লাহ বলেন, ওহে মুসা! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি।

সুতরাং হযরত মুসা (আঃ) ইবলীসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং তাকে বলেন, আমাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তুই যদি হযরত আদমের কবরে সাজ্‌দা করিস, তবে তোর তাওবা কবুল করা হবে।

শয়তান তখন অহংকারে উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে, আমি যাকে বেঁচে থাকাকালে সাজ্‌দা করিনি, মারা যাবার পর তাকে কীভাবে সাজদা করতে পারি!

এরপর ইবলীস বলে, হে মুসা! আপনি যেহেতু আমার জন্য সুপারিশ করেছেন, সেহেতু আমার উপর আপনার হক এসে গেছে। তাই বলছি, আপনি তিনটি ক্ষেত্রে আমার কথা স্মরণ করবেন। (অর্থাৎ আমার বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকবেন।) ধ্বংসের সেই ক্ষেত্র বা পরিস্থিতি তিনটি হল এইঃ

(১) যখন রাগ হবে, মনে করবেন, ওটা আমার প্রভাবে হয়েছে, যা আপনার অন্তরে পড়েছে। আমার চোখ সেই সময় আপনার চোখে বসানো থাকে। এবং আমি সেই সময় আপনার রক্তের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকি।

(২) যখন দু'দল সৈন্য পরস্পর যুদ্ধ করতে থাকে, সেই সময় আমিই মুজাহিদের কাছে আসি। এবং তাকে তার বিবি-বাচ্চার কথা মনে পড়িয়ে দিতে থাকি, যতক্ষণ না সে পিছনে ফিরে পালায়।

(৩) না-মাহ্‌রম (যার সঙ্গে বিয়ে অবৈধ নয় এমন) মহিলার সঙ্গে বসা থেকেও বাঁচবেন। কেননা সেই সময় আমি পরস্পরের দূত হিসাবে কাজ করি।(১৫)

হযরত মূসার (আঃ) সাথে শয়তানের বাক্যালাপ

হযরত মূসা (আঃ) একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। সেই সময় অভিশপ্ত ইবলীস তাঁর কাছে আসে। তার মাথায় তখন ছিল একটা রঙচঙের টুপি। হযরত মূসার কাছাকাছি এসে শয়তান টুপিটা খুলে বলে, আস্‌ সালামু আলাইকা ইয়া মূসা!

হযরত মূসা জানতে চান, তুমি কে হে?

– আমি ইব্‌লীস।

আল্লাহ্ তোর সর্বনাশ করুন। কেন এসেছিস এখানে?

– আপনার হাতে মুসলমান হবার জন্যে। কারণ আপনার মান-মর্যাদা অনেক বেশি আল্লাহর দরবারে।

তোর মাথায় একটু আগে কী যেন দেখছিলাম?

– ওটা দিয়ে আমি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

মানুষ কী কাজ করলে তুই ওকে কাবু করে ফেলিস।

– যখন মানুষ আত্মপ্রশংসায় ডুবে যায় এবং নিজের কাজকে খুব বড় করে দেখে।– আপনাকে আমি তিনটি বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।

(১) যে মহিলা আপনার জন্য বৈধ নয়, তার সঙ্গে নির্জনে থাকবেন না। কারণ যখন কোনও মানুষ না-মাহ্‌রম্ মহিলার সঙ্গে নির্জনে থাকে, সেই সময় আমিও সেখানে উপস্থিত থাকি এবং তাদেরকে পাপকাজে জড়িয়ে দিয়ে তবেই ছাড়ি।

(২) আল্লাহর সঙ্গে আপনি কোনও অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করবেন। কেননা যে মানুষ আল্লাহর কাছে কোনও অঙ্গীকার করে, আমি তার পিছনে লেগে যাই এবং শেষ পর্যন্ত তাকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়েই ছাড়ি।

(৩) আর আপনি যখন দান-খায়রাতের জন্য টাকা পয়সা বের করবেন, তা অবশ্যই খরচ করবেন। কেননা, যে ব্যক্তি দান-খায়রাতের জন্য টাকা-পয়সা বের করে, আমি তার পিছনে লেগে যাই, যাতে সে ওই টাকা-পয়সাগুলো হকদারদের না দেয়।

এরপর শয়তান তিনবার ধ্বংস ধ্বংস ধ্বংস বলে চিৎকার করে চলে যায়। আর হযরত মূসাও জেনে যায় শয়তানের বিষয়ে মানুষকে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।[১৬]

হযরত মূসার (আঃ) কাছে শয়তানের আশা

জনৈক শায়খের সূত্রে হযরত ফুযাইল বিন আইয়াযের বর্ণনাঃ হযরত মূসা (আঃ) এর কাছে ইবলীস সেই সময় এসেছিল, যখন তিনি আল্লাহর কাছে দুআ প্রার্থনা করছিলেন। ফিরিশ্‌তারা ইবলীসকে বলেন, তুই ধ্বংস হয়ে যা! হযরত মূসার কাছে কী চাইতে এসছিস! তাও আবার এমন সময়ে, যখন তিনি আল্লাহর কাছে মুনাজাত করছেন। শয়তান বলে, আমি তার কাছে সেই আশাই নিয়ে এসেছি, যে আশা নিয়ে গিয়েছিলাম আদমের কাছে, যখন তিনি ছিলেন জান্নাতে।[১৭]

হযরত ইব্‌রাহীমের মুকাবিলায় শয়তান

হযরত কাঅ্‌ব (রাঃ) বলেছেন ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) স্বপ্নে দেখেন যে তিনি নিজের ছেলে হযরত ইস্‌হাক (আঃ)-কে যবাহ্ করছেন। (নবী রসূলদের স্বপ্নও একধরণের অহী। অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীমকে স্বপ্ন অহীর মাধ্যমে ছেলেকে যবাহ্ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।) শয়তান সেকথা জানতে পেরে মনে মনে বলে,

এই এক মস্ত সুযোগ। এই সময় যদি ওদের ফিত্‌নায় ফেলতে না পারি, তবে আর কক্ষণো পারব না।

হযরত ইব্‌রাহীম ছেলেকে নিয়ে যবাহ্ করার জন্য বের হয়ে যাবার পর শয়তান হযরত সারা'র কাছে গিয়ে বলল, ইব্‌রাহীম সাহেব আপনার ছেলেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, জানেন?

হযরত সারা কোনও এক দরকারে।

শয়তানঃ না না। কোনও দরকারে নয়। বরং উনি নিয়ে যাচ্ছেন ওকে যবাহ্ করার জন্য।

হযরত সারা নিজের ছেলেকে উনি যবাহ্ করবেন কেন?

শয়তান ঃ ওঁর ধারণা, আল্লাহ ওঁকে ওই কাজ করার হুকুম দিয়েছেন।

হযরত সারা উনি আল্লাহর হুকুম পালন করলে তো ভালই করবেন।

শয়তান তখন হযরত সারার কাছ থেকে (ব্যর্থ হয়ে) হযরত ইসহাকের কাছে গিয়ে বলে, তোমার আব্বা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

হযরত ইস্‌হাক কোনও এক কাজে।

শয়তান ঃ না, কোনও কাজে নয়। উনি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন যবাহ্ করার জন্য।

হযরত ইস্‌হাক ঃ উনি আমাকে যবাহ্ করবেন কেন?

শয়তান ঃ ওঁর ধারণা, আল্লাহ ওঁকে ওই কাজ করার হুকুম দিয়েছেন।

হযরত ইস্‌হাক আল্লাহ যদি ওঁকে ওই হুকুম দিয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহর কসম! উনি অবশ্যই তা পালন করবেন।

হযরত ইস্‌হাকের কাছেও ব্যর্থ হবার পর শয়তান এবার গেল হযরত ইব্‌রাহীমের কাছে। বলল, ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন, জনাব?

হযরত ইব্‌রাহীম ঃ এক দরকারে।

শয়তান ঃ কোনও দরকারে নয়, বরং আপনি তো একে যবাহ্ করতে নিয়ে যাচ্ছেন।

হযরত ইব্‌রাহীম ঃ কেন আমি ছেলেকে যবাহ্ করব?

শয়তান ঃ আপনার ধারণা হয়েছে যে, আল্লাহ আপনাকে ও কাজ করার হুকুম দিয়েছেন।

হযরত ইব্‌রাহীম ঃ আল্লাহর হুকুম তো আমি অবশ্যই পালন করব।

সুতরাং শয়তান হযরত ইব্‌রাহীমের কাছেও ব্যর্থ হল। এবং ওঁদেরকে তার অনুসারী করার বিষয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।[১৮]

হযরত ইব্‌রাহীমের কুরবানীতে শয়তানের বাধা দেওয়া

হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে নিজের ছেলে যবাহ্ করার নির্দেশ দিতে তিনি প্রস্তুতি নিলেন।

শয়তান মনে মনে ভাবল, এই একটা মোক্ষম সুযোগ। এই সময়ে আমি ইব্‌রাহীমের পরিজনদের মধ্যে আল্লাহর অবাধ্যতা সৃষ্টি করতে পারি।

সুতরাং শয়তান হযরত ইব্‌রাহীমের বন্ধু সেজে তাঁর কাছে গেল। বলল, ওহে ইব্‌রাহীম! কোথায় চলেছ?

হযরত ইব্‌রাহীম বললেন, একটা কাজে যাচ্ছি।

শয়তান বলল, আল্লাহর কসম! তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ, তার জন্য নিজের ছেলেকে যবাহ্ করতে নিয়ে যাচ্ছ। আরে ভাই, স্বপ্ন কখনও সত্য হয়, কখনও মিথ্যাও হয়। তা ইস্‌হাককে যবাহ্ করা ছাড়া স্বপ্নে তুমি আর কিছু দেখ নি?

কিন্তু হযরত ইব্‌রাহীমকে টলাতে না পেরে শয়তান হযরত ইসহাকের কাছে গেল। বলল, ওহে ইসহাক! কোথায় চলেছ?

– আব্বার সাথে একটা কাজে।

– তোমার আব্বা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন যবাহ্ করতে।

– আমাকে যবাহ্ করলে ফায়দা কী হবে? তুমি কি কাউকে দেখেছ, নিজের ছেলেকে যবাহ্ করতে?

– উনি তোমাকে যবাহ্ করবেন আল্লাহর (হুকুম পালনের জন্য)।

– উনি যদি আল্লাহর জন্য যবাহ্ করেন, তো আমি সহ্য করব। আর আল্লাহ তো এর হকদার যে, আমি তাঁর জন্য কুরবান হয়ে যাব।

শয়তান যখন ইসহাককেও ভোলাতে পারল না, তো হযরত সারার কাছে গেল। গিয়ে বলল, ইসহাক কোথায় যাচ্ছে?

– ওর আব্বার সাথে একটা কাজে।

– উনি তো ওকে যবাহ্ করবেন।

– তুমি কি কাউকে দেখেছ, নিজের ছেলেকে যবাহ্ করতে?

– উনি ওকে যবাহ্ করবেন আল্লাহর জন্য।

– তাহলে তো কোনও অসুবিধা নেই। কেননা ওঁরা উভয়ে আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহ এমন এক সত্তা, যাঁর জন্য সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া যায়।

শয়তান দেখল, হযরত সারার কাছেও তার কোনও ছলচাতুরী খাটল না। তাই সে তখন (মিনা প্রান্তরে) জামারাতুল আকাবার কাছে এল এবং রাগের চোটে এত ফুলল যে, পুরো প্রান্তরে নিজের শরীর বিছিয়ে দিল। সেই সময় হযরত ইবরাহীমের সাথে একজন ফিরিশ্‌তা (হযরত জিব্‌রাঈল) ও ছিলেন। ফিরিশ্‌তা বললেন, হে ইব্‌রাহীম! আপনি (ওই অভিশপ্ত শয়তানকে) সাতবার কাঁকর ছুঁড়ে মারুন এবং প্রত্যেকবার কাঁকর ছোঁড়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলুন।

সুতরাং ওই পন্থায় শয়তান রাস্তা থেকে সরে গেল। এরপর হযরত ইব্‌রাহীম দ্বিতীয় জামরায় পৌঁছলেন। সেখানেও শয়তান রাগে শরীর ফুলিয়ে পুরো মাঠ ঢেকে রেখেছিল।

ফিরিশ্‌তা তখনও বললেন, হে ইব্‌রাহীম, ফের সাতবার কাঁকর মারুন। সুতরাং তিনি ফের সাতটা কাঁকর ছুঁড়লেন। এবং প্রত্যেক কাঁকর ছোঁড়ার সময় তাকবীর বললেন। যার ফলে শয়তান হটে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল।

এরপর হযরত ইব্‌রাহীম তৃতীয় জামরায় গেলেন। সেখানেও শয়তান শরীর ফুলিয়ে সব রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল। ফিরিশ্‌তা তখনও কাঁকর মারতে বললেন। সুতরাং হযরত ইব্‌রাহীম ফের সাতটা কাঁকর মারলেন। এবং প্রতিটি কাঁকর ছোঁড়ার সময় 'আল্লাহ আকবার' বললেন। এর ফলে অভিশপ্ত শয়তান রাস্তা থেকে সরে গেল। এবং হযরত ইব্‌রাহীম কুরবানীর জায়গা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন।(১৯)

হযরত ইব্‌রাহীম কাঁকর মেরেছেন শয়তানকে

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর প্রতি যখন কুরবানীর নির্দেশ দেওয়া হয় (এবং তিনি ওই নির্দেশ পালনার্থে বের হয়ে পড়েন), সেই সময় মিনা প্রান্তরে শয়তান হযরত ইব্‌রাহীমের পথ আটকায় এবং তাঁর সঙ্গে মুকাবিলা করে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম জয়ী হন। এরপর হযরত জিবরাঈল তাঁকে 'জাম্‌রাতুল আকাবা'য় নিয়ে যান। সেখানেও শয়তান বাধা দিতে চায়। তখন হযরত ইব্‌রাহীম তাকে সাতবার কাঁকর মারেন। (ফলে শয়তান রাস্তা ছেড়ে সরে যায়।) তারপর হযরত ইব্‌রাহীম এগিয়ে যান। ফের মধ্য জামরায় গিয়েও শয়তান বাধা দিতে চায়। তখনও হযরত ইব্‌রাহীম তাকে সাতবার কাঁকর মারেন। শেষ পর্যন্ত সে পালিয়ে যায়।(২০)

কুর্‌বান হয়েছেন হযরত ইস্‌মাঈল না ইস্‌হাক (আঃ)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ উপরোক্ত বর্ণনাগুলি থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) কুরবানী দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন হযরত ইসহাককে। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব, হযরত আব্বাস, হযরত ইবনু মাসউদ, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত আবু হুরায়রা প্রমুখ সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর থেকেও এরকমই বর্ণনা রয়েছে। এ বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে হযরত আলী (রাঃ)-র বর্ণনায়। কেউ কেউ বলছেন হযরত 'ইসহাককে কুরবানী করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং কেউ কেউ বলছেন হযরত ইস্‌মাঈলকে। তাবিঈদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন হযরত ইসহাককে কুরবানী দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে আছেন হযরত কাঅ্‌ব, সাঈদ বিন জুবাইর, মুজাহিদ, কাসিম বিন বার্রহ, মাসরূক্ব, কাতাদাহ, ইকরিমাহ্, অহাব বিন মুনাব্বিহ, উবাইদ বিন উমাইর, আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ, আবুল হুযাইল, ইবনু শিহাব যুহরী (রাহমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। ইমাম আহমাদ বিন হাম্‌বল (রহঃ)-ও এই মতের অনুসারী। আল্লামা সুহাইলী (রহঃ) বলেছেন, হযরত ইসহাক (আঃ)-এর 'যাবীহ' হওয়ার বিষয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই।

আলিমদের আরেকটি দলের মতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কুরবানীর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে। এই মতের অনুসারীদের মধ্যে আছেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিহব, (রহঃ) ইমাম শা'অবী (রহঃ) মুহাম্মদ বিন কাঅব (রহঃ) হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) উমর ইবনুল আলা (রহঃ) প্রমুখ।[২১]

কাঁকরের আঘাতে যমীনে পুঁতে গেছে ইব্‌লীস

(হাদীস) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ جِبْرِيْلَ ذَهَبَ بِاِبْرَاهِيْمَ اِلٰى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ ثُمَّ اَتٰى بِهِ الْجَمْرَةَ الْوُسْطٰى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ ثُمَّ اَتٰى بِهِ الْجَمْرَةَ الْوُسْطٰى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ ـ

হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) হযরত ইবরাহীমকে নিয়ে জামরাতুল আকাবায় পৌঁছলে শয়তান তাঁকে বাধা দেয়। তখন তিনি তাকে সাতবার কাঁকর ছুঁড়ে জামরায় গিয়ে পৌঁছেন। সেখানেও শয়তান বাধা দেয়। হযরত ইবরাহীম ফের তাকে সাতবার কাঁকর ছুঁড়ে মারেন। এবং ফের সে যমীনে পুঁতে যায়। এরপর জিবরাঈল তাঁকে নিয়ে আরেকটি 'জামরায় আসেন। সেখানেও শয়তান তাঁদের বাধা দেয় এবং ফের তিনি সাতবার কাঁকর ছুঁড়ে মারেন। সুতরাং ফের শয়তান মাটির মধ্যে পুঁতে যায়।[২২]

হযরত যুল কিফলের মুকাবিলায় শয়তান

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারিস (রহঃ) বলেছেন ঃ এক নবী তাঁর সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেছিলেন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কখনও রাগ করবে না বলে কথা দেবে এবং (এই গুণের বদৌলতে) আমার মতো মর্যদায় পৌঁছবে, আর আমার ইন্তিকালের পর আমার কওমের মধ্যে আমার দায়িত্ব পালন করবে?

এক যুবক বলেন, আমি কথা দিচ্ছি।

সেই নবী ফের একবার সেই প্রস্তাব দিলেন।

যুবকটিও একই কথা বললেন।

সুতরাং সেই নবীর ইন্তিকালের পর যুবকটি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। সেই সময় শয়তানও তাঁকে রাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। তখন তিনি একটি লোককে শয়তানকে ধরতে বললেন। লোকটি ফিরে এসে বলল যে, সে তাকে দেখতে পায়নি। শয়তান ফের এসে তাঁকে রাগাতে লাগল। তিনি আরেকজন লোককে বললেন শয়তানকে ধরতে। সেও বলল যে, সে কাউকে দেখতে পায়নি। ফের যখন শয়তান তাঁকে রাগাতে এল, অমনি তিনি নিজেই (রাগ না করে) শয়তানের হাত ধরে ফেললেন। শয়তান তখন (রাগানোর কাজে ব্যর্থ হয়ে) হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার ভিত্তিতে তাঁর নাম হয় 'যুল কিফল'। কেননা তিনি কখনও রাগ প্রকাশ করেন নি।[২৩]

হযরত আইয়ুবের ধৈর্য ও শয়তানের নির্যাতন

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ঃ শয়তান আল্লাহর দরবারে আবেদন করেছিল, হে প্রভু! আমাকে (হযরত) আইয়ুব (আঃ)-এর উপর প্রভাব বিস্তার করার অনুমতি দিন।

আল্লাহ বলেন, ওঁর সম্পদ-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির উপর প্রভাব বিস্তার করার অনুমতি তোকে দেওয়া হল কিন্তু ওঁর দেহের উপর নয়।

সুতরাং শয়তান তার বাহিনীকে জড়ো করে বলল, আমাকে (হযরত) আইয়ুব (আঃ)-এর উপর কর্তৃত্ব করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা তোমাদের কৃতিত্ব দেখাও।

তখন শয়তান বাহিনী আগুনের রূপ ধরে সামনে এল। তারপর পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত পানি হয়ে বয়ে গেল।

শয়তান তখন তার একটা বাহিনীকে পাঠাল হযরত আইয়ুবের ক্ষেতের দিকে। একটা বাহিনীকে পাঠাল তাঁর উটগুলোর কাছে। একটা বাহিনী পাঠাল তাঁর গরুর পালের উপর। একটা বাহিনী পাঠাল ছাগপালে। তারপর তাদের উদ্দেশে শয়তান বলল, কেবলমাত্র ধৈর্য সবর ছাড়া (হযরত) আইয়ুব তোমাদের হাত থেকে হিফাযতে থাকতেই পারবে না।

সুতরাং শয়তানের দলবল এরপর হযরত আইয়ুবকে বিপদের পর বিপদে ফেলতে লাগল। ক্ষেতের তত্ত্বাবধায়ক এসে বলল, আপনি দেখেননি, আল্লাহ আপনার ফসলের উপর আগুন নামিয়ে দিয়েছেন, যা আপনার ক্ষেতের ফল ফসলগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

এরপর হযরত আইয়ুবের কাছে উটচালক এসে বলল, আপনি কি দেখেছেন, আল্লাহ আপনার উট পালের উপর মসীবত নামিয়েছেন, যার কারণে উটগুলো সব

তারপর গরু ছাগলের দেখভালকারীরাও হযরত আইয়ুবের কাছে এসে বলল, আপনি দেখবেন চলুন, আল্লাহ আপনার গরু-ছাগলের উপর দুশমন পাঠিয়েছেন, তারা ওগুলোকে সাবাড় করে দিয়েছে।

অর্থাৎ হযরত আইয়ুবের তখন সম্পদ-সম্পত্তি শেষ হয়ে গেল। রইলেন কেবল তিনি আর তাঁর সন্তান-সন্ততি।

শয়তান একদিন হযরত আইয়ুবের সব ছেলেকে একটা বড় বাড়িতে জড়ো করল। তারপর তারা সবাই যখন একসাথে খানা-পিনায় ব্যস্ত হল, সেই সময় শয়তান এমন জোরে বাতাস (ঝড়) চালাল যে, বাড়িটার থামগুলো উপড়ে গেল এবং গোটা বাড়িটাকে হযরত আইয়ুবের ছেলেদের উপর ফেলল।

এরপর শয়তান একটা ছেলের রূপ ধরে, কানে বালা পরে, হযরত আইয়ুবের কাছে গিয়ে বলল, আপনি কি আপনার পালনকর্তার ব্যবহার দেখেছেন? আপনার ছেলেরা সবাই যখন বাড়িতে একত্রিত হয়ে খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত ছিল, সেই সময় উনি এমন জোরে ঝড় চালিয়েছেন যে, বাড়ির খুঁটিগুলো পর্যন্ত উপড়িয়ে দিয়েছেন এবং গোটা বাড়িটা আপনার ছেলেদের উপর হুড়মুড় করে ভেঙে ফেলিয়েছেন। আপনি যদি ওদেরকে খাবার জিনিসপত্র আর রক্তে মাখামাখি অবস্থায় দেখতেন, তাহলে না-জানি আপনার কী অবস্থা হত।

হযরত আইয়ুব জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তখন কোথায় ছেলে? শয়তান বলে, আমি তো ওদের সাথেই ছিলাম।

হযরত আইয়ুব বলে, তা তুমি কীভাবে বেঁচে গেলে? শয়তান বলল, এই এমনিই।

হযরত আইয়ুব বলেন, তাহলে তুই শয়তান। এরপর হযরত আইয়ুব বলেন, আমি এখন সেই অবস্থায় আছি, যখন আমার মা আমাকে প্রসব করেছিলেন।

একথা বলে তিনি উঠে পড়েন। মাথা ন্যাড়া করান। তারপর নামাযের মুসল্লায় দাঁড়িয়ে যান।

সেই সময় শয়তান (নিজের ব্যর্থতা আর হযরত আইয়ুবের ধৈর্য সবর দেখে) এমনভাবে কেঁদেছিল যে, তার সেই কান্না আকাশ পৃথিবীর সবাই শুনেছিল।

এরপর শয়তান আসমানে গিয়ে (সেই সময় শয়তানের পক্ষে আসমানে যাবার অনুমোদন ছিল) আল্লাহকে বলে, হে প্রভু! (হযরত) আইয়ুব তো আমার হাত থেকে নিরাপদে বেরিয়ে গেল। এবার আপনি আমাকে খোদ ওর শরীরের উপর হামলা করার অনুমতি দিন। কেননা আপনার অনুমতি ছাড়া আমি ওর উপর চড়াও হতে পারব না।

আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে, যা, আমি তোকে ওর শরীরের উপর হামলা করার অনুমতি দিলাম।

শয়তান তখন ফের হযরত আইয়ুবের কাছে এল এবং তাঁর পায়ের তলায় এমনভাবে ফুঁক দিল যে তাঁর আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। তারপর তাঁর সারা গায়ে ফোঁড়া হল, একসময় তাঁকে ছাইয়ের গাদায় রাখা হল। শেষ পর্যন্ত তাঁর পেটের নাড়ি-ভুঁড়িও বের হয়ে পড়ল।

সেই কঠিন সময়ে একজন স্ত্রীই তাঁর সেবা-যত্ন করতেন। একদিন তাঁর সেই স্ত্রী তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম! আপনার সেবা যত্ন করার ও অনাহারে থাকার কারণে আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। আমার যাবতীয় দামি জিনিসপত্র অন্নের বিনিময়ে বেচে দিয়ে আপনাকে খাইয়েছি। আপনি দুআ করুন না, যেন আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করেন। কিন্তু ধৈর্য সবরের মূর্তপ্রতীক হযরত আইয়ুব বলেন, আমরা সত্তর বছর যাবত আল্লাহর নিআমাতে (আরাম-আয়েশে) ছিলাম। এখন ধৈর্য সবর করো, যাতে দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সত্তর বছর কাটাতে পারি।

সুতরাং সেই অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের পরীক্ষার মধ্যেও তিনি সত্তর বছর কাটিয়ে দেন।[২৪]

হযরত আইয়ুবের যন্ত্রণায় শয়তানের আনন্দ

হযরত তালহা বিন মুসররফ, (রহঃ) বলেছেন ঃ অভিশপ্ত ইবলীস বলেছে- (হযরত) আইয়ুবকে দেখে আমি একটুও খুশি হতাম না, কেবল যখন সে যন্ত্রণায় কাতরাতো তখনই আমার ভালো লাগত। ভাবতাম, আমি ওকে ভালই কষ্ট দিতে পেরেছি।[২৫]

হযরত আইয়ুবের স্ত্রীকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা

হযরত অহাব বিন মুনাব্বিহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ ইবলীস একবার হযরত আইয়ুবের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, আপনাদের উপর এমন বিপদ বিপর্যয় কেমন করে এল?

হযরত আইয়ুবের স্ত্রী বলেন, আল্লাহর কুদরতে।

শয়তান বলে, আপনি আমার পিছনে পিছনে আসুন (বিপদ থেকে উদ্ধারের একটা উপায় বের করছি)।

সুতরাং হযরত আইয়ুবের স্ত্রী (ভালোমানুষরূপী) শয়তানের পিছনে পিছনে যান। শয়তান তাঁকে একটা মাঠে নিয়ে গিয়ে (তাঁদের হারানো) সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তি জড়ো করে দেখায়। তারপর বলে, আপনি আমাকে কেবল একবারই সাজদা করুন, আমি এসব কিছুই আপনাদের ফিরিয়ে দেব।

হযরত আইয়ুবের স্ত্রী বলেন, আমার স্বামীর অনুমতি নেবার পর আমি সাজদা করব। সুতরাং তিনি হযরত আইয়ুবের কাছে এসে সবকথা বলেন। শুনে হযরত আইয়ুব তাঁর স্ত্রীকে বলেন, এখনও তুমি বুঝতে পারনি যে, ও ছিল শয়তান!-- যদি আমি সুস্থ হয়ে উঠি, তাহলে এর বদলে (শয়তানের ফাঁদে পা দেওয়ার কারণে) ১০০ বেত মারব তোমাকে।[২৬]

ওই বিষয়ে আরেকটি ঘটনা

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ অভিশপ্ত ইবলীস একবার (ডাক্তার সেজে) পথের ধারে বসে, সিন্দুক খুলে, মানুষের চিকিৎসা করছিল। হযরত আইয়ুবের স্ত্রী সেই সময় তার কাছে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! এখানে একজন মানুষ এই এই অসুখে ভুগছেন। আপনি কি তাঁর চিকিৎসা করবেন?

শয়তান বলে, অবশ্যই করব, তবে শর্ত হল, আমার চিকিৎসায় রুগি সেরে উঠলে, আপনাকে শুধু বলতে হবে, আপনিই ওকে সারিয়ে দিয়েছেন, ব্যস, আর কোনও ফীস আমি নেব না।

তো হযরত আইয়ুবের কাছে তাঁর স্ত্রী এসে ওকথা উল্লেখ করলেন। শুনে হযরত আইয়ুব বললেন, আফসোস তোমার জন্য! ও তো শয়তান। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আরোগ্যদান করলে (শয়তানের চালে পা দেওয়ার জন্য) তোমাকে ১০০ বেত মারব।(২৭)

হযরত আইয়ুবকে বিপদে ফেলা শয়তানের নাম

হযরত নাউফ বুকালী (রহঃ) বলেছেন ঃ যে শয়তান হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে কষ্ট দিয়েছিল, তার নাম ছিল 'সিয়ূত্ব'।(২৮)

হযরত ইয়াহ্ইয়ার সামনে শয়তান

হযরত ওয়াহাইব ইবনুল আরদ (রহঃ) বলেছেনঃ আমাদের কাছে এই বর্ণনা পৌছেছে যে, অভিশপ্ত ইবলীস একবার হযরত ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (আলাইহিমাস সালাম)-এর সামনে এসে বলে, আপনাকে আমি কিছু উপদেশ দিতে চাই। হযরত ইয়াহইয়া বলেন, মিথ্যুক কোথাকার! তুই কি আমাকে উপদেশ দিবি। তুই বরং মানুষদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বল।

তখন শয়তান বলে, আমাদের কাছে মানুষ তিন প্রকারঃ

(১) এক প্রকার মানুষ এমন আছে যারা আমাদের কাছে খুব কঠিন। আমরা তাদেরকে পাপের কাজে জড়িয়ে দিয়ে খুশি হই। কিন্তু তারা একসময় আমাদের জাল থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাওবা ইসতিগ্ফার করে নেয়। এভাবে তারা আমাদের সমস্ত মেহ্নত বেকার করে দেয়। ফের আমরা ওদের পেছনে লাগি এবং ফের ওদেরকে পাপের কাজে জড়িয়ে ফেলি। আবার ফের ওরা পাপকাজ ছেড়ে তাওবা করে। আসলে, আমরা ওদের ব্যাপারে যেমন কখনও নিরাশ হই না, তেমনি ওদের দিয়ে আমরা নিজেদের উদ্দেশ্যও পূরণ করতে পারি না। ওদের গুমরাহ্ করার কাজে আমাদের বেশ চিন্তা ভাবনা করতে হয়।

(২) আর একশ্রেণীর মানুষ এমন আছে, যাদের নিয়ে আমরা তেমনভাবে খেলা করি, যেমনভাবে আপনাদের বাচ্চারা হাতে বল নিয়ে খেল্য করে। আমরা যেভাবেই খুশি, ওদের শিকার করি। ওদের জন্য আমরা যথেষ্ট।

(৩) আর এক শ্রেণীর মানুষ এমন আছেন, যাঁরা যাবতীয় পাপ থেকে পুরোপুরি পবিত্র। তাঁদেরকে আমরা কাবু করতে পারি না একটুও।

একথা শুনে হযরত ইয়াহইয়া বলেন, আচ্ছা, আমার উপরেও তুই কি কখনও শয়তানী চাল চালতে পেরেছিস?

শয়তান বলে, হ্যাঁ, মাত্র একবার। আপনি তখন খানা খাচ্ছিলেন। আর আমি আপনার ক্ষিধে বাড়াতে থাকছিলাম। তাই খেতে খেতে আপনি অনেক বেশি খেয়ে ফেলেন। ফলে আপনার ঘুমের আবেগও বেশি হয়। সেজন্য অন্যান্য রাতে যেমন উঠে নামায পড়েন, সে-রাতে অমনভাবে উঠতে পারেননি।

হযরত ইয়াহইয়া বলেন, আমি এবার নিজের জন্য জরুরী করে নিলাম যে, আগামীতে আর কখনও পেটভরে আহার করব না।

শয়তান বলে, এরপর আমিও কখনও মানুষকে উপদেশ দেব না।(২৯)

হযরত সুলাইমানের সাথে শয়তানের মুলাকাত

সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির সূত্রে হযরত শুজাঅ্ বিন নাসর (রহঃ)-এর বর্ণনা ঃ একবার হযরত সুলাইমান (আঃ) এক দুর্ধর্ষ জ্বিন (ইফরীত্ব)-কে বলেন, তুই ধ্বংস হ! বল, ইবলীস কোথায় থাকে?

সে বলে, হে আল্লাহর নবী! ওর বিষয়ে আপনি কোনও নির্দেশ পেয়েছেন কি? হযরত সুলাইমান বলেন, নির্দেশ পাইনি। তুই বল না সে কোথায় থাকে! তখন ইফরীত বলে, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমার সঙ্গে চলুন। (আমি আপনাকে ওর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।)

সুতরাং ইফরীত্ব সামনে দৌড়ে দৌড়ে যেতে লাগল। আর হযরত সুলাইমান (আঃ) তার সাথে সাথে যেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একটা সমুদ্রে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে দেখলেন, শয়তান বসে আছে, পানির উপরে। হযরত সুলাইমানকে দেখে শয়তান ভয়ের চোটে কাঁপতে লাগল। তারপর উঠে দাড়িয়ে হযরতের সাথে মুলাকাত করল এবং বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি আমার সম্বন্ধে কোনও নতুন নির্দেশ পেয়েছেন।

হযরত সুলাইমান বললেন, না! আমি তোর কাছে কেবল একথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি যে, তোর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ কী, যে কাজ আল্লাহর কাছেও সবচেয়ে অপ্রিয়?

ইবলীস বলে– আল্লাহর কসম! আপনি স্বয়ং যদি আমার কাছে না আসতেন, তবে আমি কক্ষণো একথা ফাঁস করতাম না। শুনুন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে খারাপ কাজ হল পুরুষের সাথে পুরুষের এবং নারীর সাথে নারীর কুকর্ম (সমকামিতা) করা।(৩০)

হযরত যাকারিয়াকে শয়তান হত্যা করিয়েছে কীভাবে

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ঃ যে রাতে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মিরাজ (প্রচলিত বানান 'মেরোজ') করানো হয়, সেই রাতে তিনি আস্মানে হযরত যাকারিয়া (আঃ)-কে দেখেন। তিনি ওঁকে সালাম করেন এবং বলেন, হে আবু ইয়াহ্ইয়া! আপনাকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সে ঘটনা শোনাবেন? এবং বানী ইস্রাঈলরা আপনাকে কেনই বা হত্যা করেছিল?

তিনি (হযরত যাকারিয়া) বলেন, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! ইয়াহইয়া ছিল তার যুগের সবচেয়ে সজ্জন মানুষ এবং সে খুব সুন্দর ও সুদর্শন ছিল। সে ছিল এমন, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন وَكَانَ سَيِّدًا وَّحَصُوْرًا সে ছিল দ্বীনের অনুসারী ও (অত্যন্ত সংযমী)। কিন্তু বনী ইস্রাঈলের (তৎকালীন) বাদশাহ'র স্ত্রী ইয়াহইয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। সে ছিল ব্যাভিচারিণী। সে ইয়াহ্ইয়ার কাছে প্রস্তাবও পাঠিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ ইয়াহইয়াকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। সে ওর প্রস্তাবে সাড়া দেয় নি এবং ওর কাছে যেতে অস্বীকার করেছে। ও তখন ইয়াহ্ইয়াকে হত্যা করার পাক্কা সিদ্ধান্ত নেয়।

ওরা সে যুগে বছরে একবার ঈদ উৎসব উদ্‌যাপন করত। এবং ওদের বাদশাহ'র এই গুণ ছিল যে, সে কথা দিলে কথা রাখত। অর্থাৎ অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত না। এবং মিথ্যা কথাও বলত না।

একবার সেই বাদশাহ ঈদ-উৎসবে অংশ নেবার জন্য বের হয়, এমন সময় তার সেই স্ত্রী তাকে বিদায় জানাতে এল। তা দেখে বাদশাহ অবাক হল। কারণ বেগম কখনও অমন করত না। তো বিদায় জানাবার পর বাদশাহ তার বেগমকে বলে, আমার কাছে কী চাইবে, চাও। আজ যা চাইবে, তাই-ই দেব।

বেগম তখন বলে– আমি ওই যাকারিয়ার ছেলে ইয়াহইয়ার খুন চাই।

বাদশাহ বলে– আরও কিছু চাও।

বেগম বলে– আমি শুধু ইয়াহ্ইয়ার খুন চাই।

বাদশাহ বলে– ঠিক আছে, ইয়াহইয়ার খুন তোমাকে উপহার দিলাম।

এরপর বাদশাহ কিছু সৈন্য পাঠাল ইয়াহ্ইয়ার কাছে। ইয়াহইয়া তখন তার মিহ্রাবে নামায পড়ছিল। আমিও তার সাথে একদিকে নামায পড়ছিলাম। ওরা সেই সময় ইয়াহ্ইয়াকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা বড় পাত্রে কতল করে। তারপর তার রক্ত ও মাথা কেটে নিয়ে বেগমের সামনে পেশ করে।

জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রশ্ন করেন, সেই সময় আপনার ধৈর্য সবরের অবস্থা কীরূপ ছিল?

হযরত যাকারিয়া (আঃ) বলেন– আমি আমার নামায ভাঙিনি। ইয়াহইয়ার পবিত্র মাথা বেগমের সামনে পেশ করতে সে খুব খুশি হয়। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই আল্লাহ তাআলা সেই বাদশাহকে পরিবার পরিজন ও চাকর বাকর সমেত মাটির মধ্যে ধ্বসিয়ে দেন।

সকাল হতে বণী ইসলাঈলরা বলাবলি করে, ওই যাকারিয়ার কারণে যাকারিয়ার খোদা রেগে গিয়ে শাস্তি দিয়েছেন। অতএব, এসো, আমরা বাদশাহর খাতিরে যাকারিয়াকে খুন করি।

সুতরাং ওরা আমাকে খুন করার জন্য বের হল। (ওদের আগে) আমার কাছে এসে একজন সতর্ক করে দিল। আমি ওদের থেকে পলায়ন করলাম। শয়তান ইবলীস ছিল ওদের সামনে। সে ওদের কাছে আমার খবর দিচ্ছিল। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, ওদের থেকে নিজেকে লুকোতে পারব না, তখন এক (বড়) গাছকে আওয়াজ দিলাম। গাছ বলল- 'আমার মধ্যে চলে আসুন।' সুতরাং গাছটি ফেটে গেল। আমি তার ভিতরে ঢুকে গেলাম। ইবলীসও তখন সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল এবং আমার চাদরের একটা কিনারা ধরে ফেলেছিল। সেই সময়ে গাছটা (আমাকে তার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে) সমান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার চাদরের একটা কোনা গাছের বাইরে রয়ে গেল। বানী ইসরাঈলরা সেখানে পৌঁছতে শয়তান তাদের বলল-তোমরা দেখতে পাওনি, যাকারিয়্যা এই গাছের মধ্যেই ঢুকে গেছে। এই দ্যাখো তার চাদরের কোণ। জাদুর জোরেই ও গাছের ভিতরে ঢুকে লুকিয়েছে।

ওরা বলল, গাছটাকে আমরা আগুনে পুড়িয়ে দেব।

ইবলীস বলল, না, বরং তোমরা ওকে করাত দিয়ে দু'টুকরো করে দাও। সুতরাং আমাকে গাছ সমেত করাত দিয়ে দু'টুকরো করে দেওয়া হয়।(৩১)

হযরত ঈসাকে হত্যা করার শয়তানী চক্রান্ত

হযরত তাউস (রহঃ) বলেছেন ঃ শয়তান একবার হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলে, হে মারইয়াম তনয়। আপনি যদি সাচ্চা (নবী) হন, তবে ওই উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ুন (এবং বেঁচে থেকে দেখান)। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, তুই ধ্বংস হয়ে যা! আল্লাহ কি মানুষকে বলেন নি, তুমি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে আমার পরীক্ষা করো না; কারণ আমি যা চাই, তাই-ই করি।(৩২)

হযরত ঈসার কাছে শয়তানের প্রশ্ন

হযরত আবূ উসমান (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত ঈসা (আঃ) একবার এক পাহাড়ের উপরে নামায পড়ছিলেন। সেই সময় ইবলীস তাঁর কাছে এসে বলে, আপনি তো বলে থাকেন, সবকিছুই আল্লাহর কুদরতে ও আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পন্ন

হয়, তা আপনি এই পাহাড় থেকে নিচে পড়ুন এবং বলুন তো দেখি, হে আল্লাহ! আপনার কুদরতের নমুনা দেখান!

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন-ওরে অভিশপ্ত! আল্লাহ তাআলা বান্দাদের পরীক্ষা করতে পারেন, কিন্তু বান্দার এই অধিকার নেই যে, সে আল্লাহর পরীক্ষা নেবে।(৩৩)

শয়তানকে দেখে হযরত ঈসার উক্তি

হযরত সাঈদ বিন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত ঈসা (আঃ) একবার শয়তানকে দেখে এ মর্মে বলেন– এই পৃথিবী হল শয়তানের সাম্রাজ্য। মানুষ জান্নাত থেকে নেমে এখানেই এসেছে এবং এর বিষয়েই (আখেরাতে) জিজ্ঞাসিত হবে। আমি তাই এই পৃথিবীর কোনও বস্তুর অংশীদার হব না। এখানকার কোনও পাথরও মাথার নিচে (বালিশ হিসেবে) ব্যবহার করব না এবং এখানে থেকে কখনও হাসবও না, যতক্ষণ না আমাকে এখান থেকে ডেকে নেওয়া হবে।(৩৪)

হযরত ঈসার বালিশ দেখে শয়তানের আপত্তি

ইবলীস একদিন হযরত ঈসার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় হযরত ঈসা একটা পাথরকে বালিশ বানিয়ে রেখেছিলেন। এবং তখন তিনি ঘুম থেকে উঠে পড়েছিলেন। শয়তান তাঁকে বলে– আপনি তো বলেছিলেন যে, দুনিয়ার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবেন না, তবুও কেন এই দুনিয়ার পাথরকে (বালিশ বানিয়ে) রেখেছেন?

হযরত ঈসা (আঃ) তখন উঠে বসেন এবং পাথরটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, (ওরে শয়তান) দুনিয়ার সাথে এই তোর পাথরটাও ত্যাগ করলাম।(৩৫)

হযরত ঈসার কাছে পাহাড়কে রুটি বানাবার আবেদন

হযরত অহাব (রহঃ) বলেছেন ঃ একবার হযরত ঈসা (আঃ)-কে শয়তান বলে, আপনি নাকি মৃতকে জীবিত করেন বলে দাবি করেন, যদি তাই হয়, তবে এই পাহাড়টাকে রুটি বানিয়ে দেবার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন তো দেখি।

হযরত ঈসা বলেন– সমস্ত জীব কি রুটি খেয়ে বেঁচে থাকে?

শয়তান বলে– আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি যদি সাচ্চা রসূল হন, তো এই পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ুন, ফিরিশ্‌তারা আপনাকে ধরে নেবেন (মাটিতে পড়তে দেবেন না)।

হযরত ঈসা বলেন– আল্লাহ আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমি যেন নিজের নফসের পরীক্ষা না নিই। কেননা আমার জানা নেই যে অমন করলে আমি নিরাপদ থাকব কি না।(৩৬)

এক নবীর সাথে শয়তানের বাক বিনিময়

হযরত ইয়াযীদ বিন কুসাইত (রহঃ) বলেছেন ঃ নবীদের মসজিদ হত শহর বা জনপদের বাইরে। কোনও নবী যখন আল্লাহর কাছে কোনও বিশেষ বিষয়ে জানতে চাইতেন, তো মসজিদে চলে যেতেন এবং নামায আদায় করার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থনা করতেন। একবার এক নবী ওই উদ্দেশ্যে মসজিদে ছিলেন। এমন সময় ইবলীস তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয় এবং তাঁর ও কিব্‌লার মাঝখানে বসে যায়। তখন সেই নবী তিনবার আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বলেন।

শয়তান তখন বলে, আপনি আমাকে বলুন যে, আপনি আমার হাত থেকে কোন পদ্ধতিতে নিরাপদ হয়ে যান।

সেই নবী বলেন, বরং তুই বল যে, তুই কীভাবে মানুষকে ফাঁদে ফেলিস?

এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে লাগল। একসময় সেই নবী বললেন, আল্লাহ বলেছেনঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

আমার বান্দাদের উপর তোর কোনও ক্ষমতা চলবে না কেবলমাত্র তাদেরই উপর চলবে, বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে।(৩৭)

ইবলীস তখন বলে, ওকথা তো আমি আপনার জন্মের আগে থেকেই শুনে রেখেছি।

নবী বলেন, আল্লাহ তাআলা একথাও বলেছেনঃ

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

যদি তোমার (মনে) কোনও অস্‌অসা হয় শয়তানের তরফ থেকে, তবে বিতাড়িত শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে।(৩৮)

তাই, আল্লাহর কসম করে বলছি, তোর উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্রই আমি তোর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

শয়তান বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন। এইজন্যই আপনি আমার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যান।

তখন সেই নবী বলেন, এবার তুই বল যে, কীভাবে তুই মানুষকে কাবু করিস?

শয়তান বলে, আমি মানুষকে কাবু করি তার রাগ ও উত্তেজনার সময়।(৩৯)

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) ইবনু জারীর। ইবনু আবী হাতিম।

(২) ইবনু মুনযির।

(৩) ইবনু আবী হাতিম। আবুশ্ শায়খ (কিতাবুল আযামাহ্)।

(৪) মুস্নাদে আহমাদ। তিরমিযী। ইবনু জারীর। ইবনু আবী হাতিম। ইবনু মারদাবিয়াহ্ হাকিম। আল্ বিদায়াহ্ অন্ নিহায়াহ্ ১ঃ ৯৬। দুররুল মানসুর, ৩ঃ ১৫১। তাফসীর, ইবনু কাসীর, ৫ঃ ১২৯।

(৫) অনুবাদক।

(৬) তারীখে বাগ্দাদ। তারীখে দামিশ্ক, ইবনু আসাকির।

(৭) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। দুররুল মানসুর, ৩ঃ ৩৩। মাসায়িবুল ইন্সান।

(৮) গ্রন্থকার কর্তৃক সূত্রবিহীন।

(৯) ইবনু জারীর। ইবনু আবী হাতিম।

(১০) তাফসীর আবু আশ্ শায়খ।

(১১) তারীখ, ইবনু আসাকির।

(১২) ইবনু আবী হাতিম।

(১৩) তাফসীর, ইবনু মুনযির।

(১৪) সুনানু নাসায়ী।

(১৫) ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া, মাকায়িদুশ্ শায়তান (৪৪) তালবীসুল ইবলীস। ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩ ঃ ৩১। দুররুল মানসুর, ১ ঃ ৫১। মাসায়িবুল ইন্সান।

(১৬) মাকায়িদুশ্ শাইতান (৭৪), ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। তালবীসুল ইবলীস। ইহ্ইয়াউল উলুম, গাযালী, ৩ঃ ৩১-৯৭।

(১৭) মাকিয়াদুশ্ শায়তান (৪৮), ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। তালবীসুল ইবলীস।

(১৮) আবদুর রায্যাক। ইবনু জারীর। হাকিম। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী।

(১৯) ইবনু আবী হাতিম।

(২০) ইবনু আবী হাতিম। ইবনু মারদাবিয়াহ্। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী।

(২১) আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান, আল্লামা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ শিবলী হানফী।

(২২) মুস্নাদে আহমাদ, ১ঃ ৩০৬। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ৩ঃ ২৫৯। কান্যুল উম্মাল, হাদীস নং ১২১৫৪।

(২৩) যাম্মুল গদ্বব, ইবনু আবিদ্ দুনইয়া। ইবনু জারীর। ইবনু মুন্যির। ইবনু আবী হাতিম।

(২৪) কিতাবুয্ যুহদ, ইমাম আহমাদ। তাফসীর, ইবনু আবী হাতিম। আকামুল মারজান।

(২৫) যাওয়াইদুয্ যুহদ, আবদুল্লাহ বিন আহমাদ। মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। দুররুল মান্সুর, ৪ঃ ৩৩০।

(২৬) মাকায়িদুশ্ শায়তান। (৫০), ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(২৭) কিতাবুয্ যুহদ, ইমাম আহমাদ। আব্দ ইবনু হামিদ। ইবনু আবী হাতিম।

(২৮) ইবনু আবী হাতিম।

(২৯) মাকায়িদুশ্ শায়তান (৫২), ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(৩০) তাহ্রীমুল ফাওয়াহিশ্, তরতুসী।

(৩১) আল মুবতাদা, ইসহাক ইবনু বাশার। ইবনু আসাকির।

(৩২) মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান (৫৬) ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। মাসায়িবুল ইন্সান।

(৩৩) মাকায়িদুশ্ শায়তান (৫৬), ইবনু আবিদ্ দুনইয়া। হুলইয়াহ্, আবু নুআইম, ৪ ঃ ১২। মাসায়িবুল ইন্সান।

(৩৪) মাকায়িদুশ্ শায়তান (৫৭), ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া। যাম্মুদ্ দুন্ইয়া, ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(৩৫) তারীখে দামিশক, ইবনু আসাকির।

(৩৬) কিতাবুয্ যুহদ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল।

(৩৭) সূরা আল হিজর, আয়াত-৪২।

(৩৮) আল্-কোরআন।

(৩৯) ইবনু জারীর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে শয়তানের চক্রান্ত

বিশ্বনবীর উদ্দেশে শয়তানের হামলা

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবুদ্ দারদা (রাঃ) ঃ একবার জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়ার জন্য দাঁড়ান, সেইসময় আমি তাঁকে বলতে শুনি أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ আমি তোর (অনিষ্ট) থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইছি। এরপর তিনি তিনবার বলেন– তোর উপর আমি আল্লাহর অভিশাপ দিচ্ছি। এরপর তিনি এমনভাবে হাত বাড়ান, যেন কোনও জিনিস ধরতে চাইছেন। তারপর তিনি নামায শেষ করলে, আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার থেকে (নামাযরত অবস্থায়) এমন কথা শুনেছি, যা আপনি আগে কখনও বলেন নি। তাছাড়া আপনি হাতও বাড়িয়েছিলেন! (এর কারণ কী?)
নবীজী বলেন, আল্লাহর দুশ্মন ইবলীস আগুনের শিখা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল এবং তা আমার মুখে দিতে চেয়েছিল। তাই আমি বলেছি, আঊযু

বিল্লাহি মিনকা– তোর থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাইছি– তবুও সে পিছু হটেনি। তখন আমি (তিনবার) অভিশাপ দিই। তবুও সে সরেনি। সেই সময় তাকে আমি গ্রেফতার করতে মনস্থ করি। যদি আমার ভাই সুলাইমান (আঃ)-এর দুআ না থাকত, তবে ও সকালে বাঁধা অবস্থায় থাকত এবং মদীনার বাচ্চারা ওকে নিয়ে খেলত।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরকম বর্ণনা আছেঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন– শয়তান আমার সামনে এসে, আমার নামায খারাপ করে দেবার জন্য, বাধা সৃষ্টি করতে চাইলে, আল্লাহ তাআলা ওর উপর আমাকে প্রবল করে দেন। ফলে আমি ওকে আছড়ে ফেলি। আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, ওকে একটা খুঁটির সাথে বেঁধে দিই, যাতে তোমরা সকালে ওকে দেখতে পাও। কিন্তু ফের আমার মনে পড়ে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর এই দুআ।[২]

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ

সুতরাং আল্লাহ তাকে ব্যর্থ করেই ফিরিয়ে দেন।[৩]

হযরত সুলাইমান (আঃ) এই দুআ করেছিলেন– 'হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন, যার অধিকারী আর কেউ হতে পারবে না।' উপরের আয়াতের অর্থও তাই। যেহেতু হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সাম্রাজ্যে জ্বিন শয়তানরাও অনুগত ছিল, তাই মহানবী (সাঃ) শয়তানকে গ্রেফতার করেননি, যাতে ওই বৈশিষ্ট হযরত সুলাইমানেরই অধিকারে থাকে।[৪]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ একবার জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়ছিলেন। সেই সময় তাঁর কাছে শয়তান আসে। তিনি ওকে আছাড় মারেন এবং ওর জিভের শীতলতা নিজের হাতে অনুভব করেছি। যদি সুলাইমান (আঃ)-এর দুআ না থাকত, তবে ও সকলে বাঁধা অবস্থায় থাকত এবং লোকেরা ওকে দেখতে পেত।[৫]

নবীজীর সন্ধানে স্বয়ং শয়তান

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) ঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন (আনুষ্ঠানিকভাবে) নুবুওঅত পান, সেদিন সকালে দেখা গেল, মূর্তি প্রতিমাগুলো মুখ গুঁজে পড়ে আছে। শয়তানরা ইবলীসের কাছে গিয়ে ওই খবর জানাল। ইবলীস বলল– ' কোনও নবীর আর্বিভাব ঘটেছে। তার সন্ধান করো।' শয়তানরা বলল– 'আমরা খোঁজাখুজি করেছি কিন্তু পাইনি।' ইব্‌লীস বলল– ঠিক আছে, আমি নিজেই খোঁজ নিচ্ছি।' সুতরাং ইবলীস তখন ওখান থেকে একথা বলতে বলতে চলে গেল– 'আমি ওই নবীর সাথে জিব্‌রাঈলকেও (রক্ষী হিসেবে) দেখেছি।[৬]

নবীজীর গলা টিপে ধরার শয়তানি প্লান

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) ঃ একবার জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কাশরীফে সাজদারত অবস্থায় ছিলেন, সেই সময় ইব্‌লীস এসে পৌঁছয় এবং নবীজীর পবিত্র গলা টিপে ধরার কুমতলব আঁটে। তখন হযরত জিব্‌রাঈল ইবলীসের গায়ে এমন ফুঁক মারেন যে, ও দাঁড়িয়ে থাকা দূরের কথা, জর্ডানে গিয়ে পড়ে।[৭]

আগুন নিয়ে নবীজীর পিছনে ধাওয়া করেছে শয়তান

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ (রহঃ) ঃ 'মিরাজ'-এর রাতে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পিছনে পিছনে এক বিশালকায় শয়তানকে আগুনের মশাল নিয়ে যেতে দেখেন। যখনই তিনি পিছনে তাকিয়েছেন, তাকে দেখতে পেয়েছেন (সঙ্গী) হযরত জিব্‌রাঈল (নবীজীকে) বলেন– আমি কি আপনাকে এমন কলিমা শিখিয়ে দেব না, যা পড়লে ওর মশাল নিভে যাবে এবং ও ব্যর্থ হয়ে যাবে?

নবীজী বলেন– অবশ্যই বলে দিন। হযরত জিব্‌রাঈল বলেন, আপনি বলবেন–[৮]

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَاذَرَاَ فِي الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ -

নবীজীর বিরুদ্ধে শয়তানের প্রোপাগাণ্ডা

জনৈক সাহাবীর বর্ণনা ঃ আমরা যখন 'লাইলাতুল আকাবা'য় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) নিই, সেই সময় শয়তান আকাবার এক টিলার উপর থেকে এমন জোরে চিৎকার করে যে, অমন জোরালো আওয়াজ আমি কখনও শুনিনি। সে চিৎকার করে বলে– 'ওহে মক্কার বাসিন্দারা! তোমরা মুযাম্মাম (কাফিরদের দেওয়া নবীজীর বিকৃত নাম) ও তার বিধর্মী সাথীদের জব্দ করতে পারছ না! ওরা যে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একতাবদ্ধ হচ্ছে।'

তখন নবীজী বলেন– এটা 'আযাব্বুল আকাবা' (শয়তান)-এর আওয়াজ।–এরপর নবীজী শয়তানকে সম্বোধন করে বলেন–ওহে উযাইবাল আকাবাহ্! ওরে আল্লাহর দুশ্‌মন। আমার কথা মন দিয়ে শুনে রাখ, আমিও তোর সাথে অবশ্যই হেস্তনেস্ত করব।[৯]

নবীজীর খুনের চক্রান্তে শয়তান শামিল

বর্ণনা করেছেন হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ঃ কুরাইশদের সব গোত্রের সর্দাররা একবার তাদের পরামর্শসভায় জমা হয়। অভিশপ্ত ইবলীসও একজন বয়স্ক মুরুব্বির রূপ ধরে তাদের কাছে গিয়ে পৌছায়। কুরাইশের সর্দাররা তাকে দেখার পর জানতে চায়, আপনি কে'?

শয়তান বলে, আমি নজদ্ এলাকার এক বুজুর্গ। আপনারা যে উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন, তা আমি শুনেছি। তাই আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আপনারা আমার কাছ থেকে পাবেন বড়ই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও মতামত। কাফিররা বলে– ঠিক আছে, আপনি এই সভায় শরীক হয়ে যান। সুতরাং শয়তান সেই সভায় প্রবেশ করে এবং বলে, আপনারা ওই ব্যক্তি (নবীজী)-র বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। আল্লাহর কসম! সেই সময় কাছাকাছি এসে গেছে, যখন ও আপনাদের ওপর প্রবল হয়ে যাবে।

কুরাইশদের এক সর্দার বলে– ও (নবীজী)-কে প্রথমে মজবুতভাবে বন্দী করতে হবে। তারপর কষ্ট দিতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না মারা যায়। যেমন ওর আগের নবীরা মারা গিয়েছিল তেমনই এই যুহাইরার পরিণতিও ওদের মতো হবে। (নাউযুবিল্লাহ।)

আল্লাহর দুশমন নজদের শায়খরূপী শয়তান বলে– আল্লাহর কসম! এটা কোনও কাজের কথা নয়। কেননা ও (নবীজী)-র কথা কয়েদখানা থেকে বের হয়ে ওর সঙ্গী সাথী (সাহাবী)-দের কাছে পৌছাবে এবং ওরা সঙ্গে সঙ্গে এসে আপনাদের উপর হামলা করে ওকে আপনাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। ফলে আপনাদেরকে আপনাদের এলাকা থেকে বহিষ্কার করে দেবে কিনা সে বিষয়ে আমি কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারি না। সুতরাং আপনারা অন্য কোন পন্থা ভাবুন।

তখন অন্য এক সর্দার বলল– ও (মুহাম্মদ (সাঃ))-কে দেশ থেকে বের করে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা হোক। কারণ ও এদেশ থেকে চলে গিয়ে অন্য কোথাও যা খুশি করুক গে, তাতে আপনাদের কোনও ক্ষতি হবে না। আপনাদের থেকে ওর অনিষ্ট দূর হয়ে যাবে এবং আপনারা সুখে-স্বস্তিতে থাকতে পারবেন। আর ওর অনাচার অন্যদের সামনেই হবে।

শয়তান তখন ফের বলে– আল্লাহর কসম! আপনার এই প্রস্তাবও কোনও গুরুত্ব রাখে না। আপনারা কি ও (নবীজী)-র কথার মাধুর্য আর ভাষার কারুকার্য লক্ষ্য করেননি! আপনারা কি দেখেননি ওর কথাবার্তা শ্রোতাদের মন-মগজে কেমনভাবে সাড়া ফেলে! তাই আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনারা যদি অমন করেন, তবে ও অন্য অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার মানুষজনকে ডাক দিতে শুরু

করবে এবং তারা ওর ডাকে সাড়া দেবে। তারপর এক সময় তাদের নিয়ে ও আপনাদের উপর চড়াও হবে এবং আপনাদের দেশছাড়া করবে ও আপনাদের সর্দারদের কতল করবে।

তখন কুরাইশের সর্দাররা বলে হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এই শায়খ (শয়তান) ঠিকই বলেছে। অতএব আপনারা অন্য কোনও উপায়ের কথা চিন্তা ভাবনা করুন।

আবূ জাহ্ল বলে– আমিও একটা প্রস্তাব পেশ করছি, যা আমার মাথায় আসছে। আশা করি আপনারা আমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করবেন। এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব আর হতেই পারে না।

কাফির সর্দাররা বলল– কী সেই প্রস্তাব?

আবূ জাহ্ল বলল– প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে শক্তিশালী ও সাহসী যুবক নিয়ে একটা টিম গড়তে হবে এবং তাদের হাতে থাকবে একটা করে ধারালো তলোয়ার। তারা সবাই ও (নবীজী)-র উপর এককোপে খুন করার মতো তলোয়ার চালাবে। এভাবে ওকে হত্যা করা হলে, তার দায় সমস্ত গোত্রের উপর পড়বে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এভাবে হত্যা করলে (নবীজীর গোত্র) বনী হাশিম বদলা নেবার জন্য কুরাইশের সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। তা সত্ত্বেও যদি ওরা আমাদের সাথে যুদ্ধ বাধায়, তবে আমরা ওদেরকে কতল করে দেব এবং এভাবে ওদের হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যাব।

শয়তান বলে– আল্লাহর কসম! এই হল একটা প্রস্তাব। যা ওই যুবক বলেছে। আমারও এই মত। এছাড়া অন্য কিছু নয়।

ওই প্রস্তাবে সবাই একমত হবার পর সভা বরখাস্ত হয়।

এবং ঠিক সেই সময় জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে হযরত জিব্‌রাঈল গিয়ে নিবেদন করেন– আজ আপনি আপনার বিছানায় আরাম করবেন না। – তারপর তিনি কাফিরদের চক্রান্তের কথাও তাঁকে বলেন এবং আল্লাহ তাঁকে সেই সময় হিজরতের নির্দেশ দেন।(১০)

বদর-যুদ্ধ শয়তানের অংশ নেওয়া ও পালিয়ে যাওয়া

বর্ণনা করেছেন হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ঃ বদর যুদ্ধে শয়তান এসেছিল তার এক বাহিনী নিয়ে, ঝাণ্ডা উঁচিয়ে, মুদ্‌লিজ্ গোত্রীয় মানুষদের রূপ ধরে। সেদিন সে নিজে ছিল সারাক্বহ্ বিন মালিক বিন জাঅ্শামের ছদ্মবেশে। মক্কার কাফির বাহিনীর উদ্দেশে সে বলছিল–আজ মুসলমানদের কেউ-ই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। আজ আমি তোমাদের মদদ্গার (সাহায্যকারী)

সেই সময় হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) শয়তানের দিকে ফেরেন। শয়তান যখন তাঁকে দেখতে পায়, তখন তার হাত ছিল এক মুশরিকের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে

শয়তান নিজের হাত টেনে নিয়ে পিছন ফিরে পালাতে লাগে। তার শয়তানী সেনাবাহিনীও পালাতে শুরু করে।

তখন সেই মুশরিক বলে– ওহে সারাক্বহ্! তুমি তো আমাদের মদদ্গার (অথচ এখন পাল্লাচ্ছ কোথায়)?

শয়তান পালাতে পালাতে বলে– আমি যা কিছু দেখছি, সেসব তোমরা দেখতে সক্ষম হবে না, অবশ্যই আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ বড়ই কঠিন শাস্তিদানকারী।[১১]

বদর যুদ্ধে ইব্‌লীসের ব্যাকুলতা

হযরত রিফাআহ্ বিন রাফিই আনসারী (রাঃ) বলেছেনঃ বদর যুদ্ধে ফিরিশ্‌তাদেরকে মুশরিকদের হত্যা করতে দেখে ইব্‌লীস ভয়ের চোটে জান বাঁচানোর জন্যে পালাতে শুরু করে। হারিস বিন হিশাম (আবু জাহল) ইবলীসকে সারাক্বহ্ বিন মালিক ভেবে ধরতে যায়। ইব্‌লীস তখন আবূ জাহলের বুকে এমন এক ঘুসি মারে যে, সে পড়ে যায়। তারপর ইবলীস ওখান থেকে পালিয়ে নিজেকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলে এবং হাত তুলে এই দুআ চায়- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْـئَـلُكَ نَظْـرَتَـكَ اِيَّـاىَ হে আল্লাহ! (ক্বিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার) যে অবকাশ আমাকে দেওয়া হয়েছে, আমি তা ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে।[১২]

হযরত মা'মার (রহঃ) বলেছেনঃ (যুদ্ধশেষে) মক্কার কাফিররা সারাক্বহ্ বিন মালিকের কাছে গিয়ে তার উপর হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসার অভিযোগ চাপালে সে তা অস্বীকার করে বলে, অমন কোনও কথা তো আমি বলিনি।[১৩]

হুনাইনের যুদ্ধে নবীজীর নিহত হবার গুজব রটিয়েছে শয়তান

হযরত যাহ্হাক (রহঃ) বলেছেন ঃ হুনাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে জনৈক ঘোষক এই বলে ঘোষণা করেছিলঃ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীরা হেরে গেছে এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কতল করা হয়েছে। (নাউযু বিল্লাহ)।[১৪]

শয়তান ইব্‌লীস ওই ঘোষণা করেছিল।[১৫]

শয়তান নবীজীর রূপ ধরতে অক্ষম

(হাদীস) হযরত আবূ কতাদাহ্ (রাঃ) বলেছেন যে, জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَتَرَاَىٰ بِىْ

যে ব্যক্তি (স্বপ্নে) আমাকে দেখে, সে প্রকৃতই আমাকে দেখে, কারণ শয়তান আমার রূপ ধরে নিজেকে দেখাতে পারে না।[১৬]

নবীজীর দরবারে শয়তানের প্রশ্ন

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইবনু উমর (রাঃ)ঃ একবার আমরা জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় কদাকার চেহারার এক আগন্তুক এল। তার পোষাকও ছিল অত্যন্ত ময়লা এবং তার থেকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। সকলের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে বসল। তারপর প্রশ্ন করতে লাগল; আপনাকে কে সৃষ্টি করেছেন?

মহানবীঃ আল্লাহ।

আগন্তুকঃ আসমান সৃষ্টি করেছেন কে?

মহানবীঃ আল্লাহ।

আগন্তুকঃ পৃথিবীর স্রষ্টা কে?

মহানবীঃ আল্লাহ।

আল্লাহঃ আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন কে?

মহানবীঃ আল্লাহর সত্তা এ থেকে পবিত্র (অর্থাৎ আল্লাহকে কেউ সৃষ্টি করেনি)।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের কপাল ধরে মাথাটি একটু নিচু করেন।

সেই ফাঁকে আগন্তুক উঠে চলে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাথা তুলে বলেন– ওকে ধরে নিয়ে এসো।

আমরা তাকে খোঁজাখুজি করলাম। কিন্তু ও তখন হাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

এরপর নবীজী বলেন, ও ছিল ইব্‌লীস। ইসলামের বিষয়ে তোমাদের মনে সংশয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ও তোমাদের কাছে এসেছিল।[১৭]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং ৪০। নাসায়ী, কিতাবুস্ সাহু, বাব ১৯। দালায়িলুন নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৭ঃ ৯৮।

(২) আল-কোরআন, সূরাহ, ছোয়াদ, আয়াত ৩৫।

(৩) বুখারী, কিতাবুস্ সালাত, বাব ৭৫; কিতাবুল আমাল, বাব ১০; কিতাবুত্ তাফসীর, সূরাহ ৩৮। মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস ৩৯। মুস্‌নাদে আহমাদ, ২ ঃ ২৯৮। দালায়িলুন নুবুওঅত, বায়হাক্বী, ৭ ঃ ৯৭।

(৪) অনুবাদক।

(৫) নাসায়ী, কিতাবুস সাহু, বাব ১৯।

(৬) দালায়িলুন, নুবুওঅত, আবূ নুআইম ইস্‌বাহানী।

(৭) মাকাদিদুশ্ শায়তান (৬২), ইবনু আবিদ্ দুনইয়া। দালায়িলুন নুবুওঅত, আবূ নুআইম, ১ঃ ৬০। মুউজামে আউসাতু, তবারানী। আবুশ্ শায়খ।

(৮) মুআত্ত্বা, কিতাবুল জামিই, ২ ঃ ২৩৩। দালায়িলুন নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৭ ঃ ৯৫। কিতাবুল আসমা অস্ সিফাত, বায়হাকী। সুনানু নাসায়ী। মুস্‌নাদে আহমাদ, ৩ ঃ ৪১৯।

(৯) দালায়িলুন নুবুওয়ত, বায়হাকী, ২ঃ ৪৪৮। সীরাত, ইবনু হিশাম, ২ ঃ ৫৭। ইবনু ইস্হাক।

(১০) ইবনু ইস্হাক। ইবনু জারীর। ইবনু মুনযির। ইবনু আবী হাতিম। আবূ নুআইম। দালায়িলুন নুবুওঅত, বায়হাকী।

(১১) তাফসীর, ইবনু জারীর (সূরা আল্-আনফাল)। ইবনু মুনযির। ইবনু আবী হাতিম। ইবনু মারদাবিয়াহ্। দুররুল মানসুর, ৩ ঃ ১৬৯। দালায়িলুন নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৩ ঃ ৭৮-৭৯।

(১২) তবারানী। আবূ নুআইম।

(১৩) আবদুর রায্যাক।

(১৪) ইবনু জারীর তবারী।

(১৫) তবকাত, ইবনু সাআদ।

(১৬) বুখারী, কিতাবুল ইল্‌ম, বাব ৩৮, কিতাবুত তাঅ্বীরুল রুউইয়া, বাব ১০। মুসলিম, কিতাবুর রুউইয়া, হাদীস নং ১১। মুস্নাদে আহ্‌মাদ, ৩ ঃ ৫৫; ৫ঃ ৩০৬। মাজ্‌মাউয় যাওয়াঈদ ৭ঃ ১৮১। দালায়িলুন নুবুওয়ত, বাইহাকী, ৭ঃ ৪৫। তারীখে বাগদাদ, ৭ ঃ ১৭৮। মিশকাত শরীফ, ৪৬১।

(১৭) দালায়িলুন নুবুওয়ত, বায়হাকী, ৭ঃ ১২৫।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাহাবীদের মুকাবিলায় শয়তান

হযরত আবূ বক্‌রের রূপ ধরতে পারে না শয়তান

(হাদীস) হযরত হুযাইফাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন

مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِىْ

وَمَنْ رَاٰى اَبَابَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰهُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِهٖ

যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে আমাকেই দেখেছে, কেননা শয়তান আমার রূপ ধরতে পারে না। আর যে আবূ বক্‌রকে দেখেছে, সে প্রকৃতই ওঁকে দেখেছে, কারণ শয়তান ওঁরও রূপ ধরতে অক্ষম।(১)

হযরত উমরকে প্রচণ্ড ভয় করে শয়তান

(হাদীস) হযরত সাঅ্দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে বলেন–

اِيْهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

ওহে খত্তাব-নন্দন, (উমর (রাঃ))! যাঁর আয়ত্তে আমার জীবন, তাঁর কসম! –রাস্তায় চলার সময় কখনও তোমার সাথে শয়তানের ভেট হয় না, শয়তান (তোমাকে এত ভয় করে যে) তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে।(২)

(হাদীস) হযরত বুরাইদাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত,জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ

ওহে উমর! শয়তান তোমাকে ভয় পায়।(৩)

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রাঃ), জনাব রসূলুল্লাহকে বলেছেনঃ

اِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلٰى شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ قَدْ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ

জ্বিন ও মানুষের শয়তানদের আমি দেখেছি উমরের থেকে (ভয়ে) পালাতে।(৪)

(হাদীস) হযরত হাফ্‌স (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ مَا لَقِىَ الشَّيْطَانُ عُمَرَ مُنْذُ اَسْلَمَ اِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهٖ

উমরের ইসলাম ক্ববুলের পর থেকে
যখনই শয়তান ওঁর মুখোমুখি হয়েছে,
মুখ গুঁজে পড়ে গেছে।(৫)

হযরত আম্মার লড়াই করেছেন শয়তানের সাথে

(হাদীস) হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি জনাব রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাথে মানুষের বিরুদ্ধে যেমন লড়েছি, তেমনি জ্বিনের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছি।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, জ্বিনের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়েছেন?

তিনি বলেন, এক সফরে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। (যেতে যেতে) এক জায়গায় যাত্রাবিরতি দিলাম। এবং আমি পানি আনার জন্য আমার মশক ও ডোল তুললাম। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'তোমার সামনে পানির কাছে কেউ আসবে। সে তোমাকে পানি নিতে মানা করবে। তুমি ওর থেকে

সাবধান থাকবে। 'সুতরাং আমি কুয়োর বেড়ের কাছে পৌছতে এক কালো কুচকুচে লোককে দেখতে পেলাম। দেখতে ঘোড়ার মতো। সে আমাকে বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম! আজ তুমি এই কুয়ো থেকে এ ডোল পানিও নিতে পারবে না।' এভাবে তার ও আমার মাধ্যে সংঘর্ষ বাধল। আমি তাকে চিৎ করে ফেললাম এবং একটা পাথর তুলে নিয়ে তার নাক ও মুখ ভেঙে দিলাম। তারপর আমার মশক ভরে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'পানির জায়গায় তোমার কাছে কেউ কি এসেছিল?' আমি নিবেদন করলাম, 'জী হ্যাঁ।' এরপর আমি পুরো ঘটনা তাঁকে শুনালাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি জান, ও কে ছিল?' বললাম, 'জী না।' তিনি বললেন, 'ও ছিল শয়তান।'[৬]

*** হযরত আলী (রাঃ)-র বর্ণনাসূত্রে ওই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ** আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জমানায় জ্বিন ও মানুষের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। কেউ প্রশ্ন করে, উনি জ্বিনের সাথে যুদ্ধ করলেন কীভাবে? হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তিনি হযরত আম্মার (রাঃ)-কে বলেন, 'যাও আমার জন্য খাবার পানি নিয়ে এসো।' সুতরাং তিনি চলে গেলেন। সেই সময় শয়তান এক কালো-নিগ্রো মানুষের রূপ ধরে এসে তাঁর ও পানির মধ্যে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দু'জনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। হযরত আম্মার (রাঃ) তাকে চিৎ করে ফেলেন। শয়তান বলে, 'আমাকে ছেড়ে দাও, পানি নিতে আর বাধা দেব না।' তো হযরত আম্মার তাকে ছেড়ে দেন। কিন্তু শয়তান ফের পাঁয়তারা করে। ফলে হযরত আম্মার ফের তাকে চিৎ করে ফেলে দেন। শয়তান ফের কাকুতি-মিনতি করে। হযরত আম্মার আবার তাকে ছেড়ে দেন। কিন্তু আর তাঁর সাথে মুকাবিলার হিম্মৎ শয়তানের হয়নি।

ওদিকে জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, শয়তান কালো হাব্‌শীর রূপ ধরে আম্মার ও পানির মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আল্লাহ্ আম্মারকে বিজয়ী করে দিয়েছেন।

(হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ) এরপর আমরা আম্মারের কাছে গেলাম। এবং তাঁকে বললাম, হে আবুল ইয়াকজান! আপনি তো শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপনার সম্পর্কে এই এই কথা বলেছেন।'

হযরত আম্মার (রাঃ) বলেন, আমি যদি জানতাম যে, ও ছিল শয়তান, তবে আমি কতল করেই ছাড়তাম। আর ওর গা থেকে যদি প্রচণ্ড দুর্গন্ধ না বের হত, তবে অবশ্যই আমি ওর নাক কেটে দিতাম।[৭]

সাহাবীদের ক্ষেত্রে শয়তানের চাল চলে না

হযরত সাবিত বানানী (রহঃ) বলেছেন ঃ জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আনুষ্ঠানিকভাবে নবী করার পর শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে সাহাবীদের কাছে

পাঠায়। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলে, শয়তান প্রশ্ন করে, 'ব্যাপারটা কী, তোমরা ওদের গুমরাহ্ করলে না কেন?' শয়তানবাহিনী বলে, 'আমরা এমন ক্বওমের পাল্লায় কক্ষণো পড়িনি।' শয়তান বলে কিছু কাল অপেক্ষা করো, এমন এক সময় কাছাকাছি আসছে যখন ওরা দুনিয়া জয় করবে, সেই সময় তোমরা শয়তানী কাজে সফলতা অর্জন করতে পারবে।[৮]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) তারীখে বাগদাদ। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ৭ ঃ ১৭৩ ঃ ১৮১।

(২) বুখারী, ফাযায়েলে আসহাবুন্ নাবী, বাব ৬; কিতাবুল আব, বাব ২৮; বাদ্‌উল খল্‌ক, বাব ১১। মুসলিম ফাযায়িলুস্ সাহাবাহ্, হাদীস ২২। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ১ ঃ ১১৭, ১৮২, ১৮৭।

(৩) তিরমিযী, কিতাবুল মুনাকিব, বাব ১৭। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৫ ঃ ৩৫৩। বায়হাকী, ১ ঃ ৭৭। কান্‌যুল উম্মাল, ৩৫৮৩৯। ফাত্‌হুল বারী, ১১ ঃ ৫৮৮। নাসায়ী।

(৪) তিরমিযী, কিতাবুল মুনাকিব, বাব ১৭, হাদীস ৩৬৯১। কান্‌যুল উম্মাল, ৩২৭২১। নাসায়ী।

(৫) ইব্‌নু আসাকির। আত্‌হাফুস্ সাহাদ্, ৭ ঃ ২৮৬। কান্‌যুল উম্মাল, ৩২৭২৪।

(৬) তবাকত, ইব্‌নু সাত্‌দ, ৩ ঃ ১৭৯। মুস্‌নাদে ইস্‌হাক বিন রাজইয়াহ্। মাকায়িদুশ্ শায়তান (৬৪), ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া। মাসায়িবুল ইন্‌সান।

(৭) কিতাবুল আযামাহ্, আবুশ্ শাইখ। দালায়িলুন্ নবুউঅত, আবু নুআইম।

(৮) মাকায়িদুশ্ শায়তান (৩৯), ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া। তাল্‌বীসুল ইব্‌লীস। ইহ্‌য়াউল্ উলূম, ৩ ঃ ৩৩। যাম্মুদ দুন্‌ইয়া, ইব্‌নু আবিদ্ দুন্‌ইয়া (১৭০)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অলীদের পিছনে শয়তানের চাল

ইমাম আহ্‌মাদের মৃত্যুকালে শয়তানের চক্রান্ত

ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্‌বাল (রহঃ)-এর পুত্র হযরত সালিহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি আমার পিতাকে তাঁর অন্তিমকালে বারবার একথা বলতে শুনেছি– 'এখন নয় পরে, এখন নয় পরে।' – তখন আমি নিবেদন করি, 'আব্বাজী! এ আপনি কী বলছেন?' উনি বলেন, 'শয়তান আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এবং বলছে 'ওহে আহমদ আমার অমুক প্রশ্নের উত্তর দাও! অমুক মাস্‌আলা বাতলে দাও।' আর আমি বলছি– 'এখন নয় পরে, এখন নয় পরে।'[১]

জুনাইদ বাগ্দাদীর সাথে শয়তানের আলাপন

হযরত আবুল কাসিম জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন ঃ পনের বছর ধরে আমি নামাযের সময় আল্লাহ্র কাছে এই প্রার্থনা করেছি যে, তিনি যেন আমাকে ইব্লীসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন।

একদিন আমি গরমকালে দুপুরবেলায় দরজার দুই কপাটের মাঝখানে বসে তাস্বীহ্ পড়ছিলাম, সেই সময় একজন আসে। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কে?' সে বলে, 'আমি।' ফের জানতে চাই, 'কে?' সে বলে, 'আমি'। তৃতীয়বার প্রশ্ন করি, 'কে?' সে বলে, 'আমি।' তখন আমি বলি, 'তুই কি ইব্লীস?' সে বলে, 'হ্যাঁ।' তখন আমি উঠে দরজা খুলে দিই। ভিতরে ঢোকে একজন বুড়ো। তার মাথায় ছিল পশমের টুপি। পরনে পশমের জামা। হাতে ছিল এমন লাঠি, যার নিচের দিকে লাগানো ছিল ফলমূল।

ইব্লীস ঘরে ঢোকার পর আমি ফের সেই দরজার দুই কপাটের মাঝখানে গিয়ে বসি। সে বলে, 'আপনি আমার জায়গা থেকে উঠুন। কারণ, দুই-কপাটের মাঝখানে আমার বসার জায়গা।'

সুতরাং আমি ওখান থেকে উঠলাম। সে ওখানে বসল। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'তুই কীভাবে মানুষকে গুম্রাহ করিস?'

সে তার আস্তিন থেকে একটা রুটি বের করে বলল, 'এর দ্বারা।'

আমি জানতে চাইলাম, 'খারাপ কাজকে তুই মানুষের সামনে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে দেখাস কীভাবে?'

তো সে একটা আয়না বের করে বলল, 'আমি মানুষের সামনে খারাপ কাজকে এই আয়নার সাহায্যে ভাল করে দেখাই।

এরপর সে বলে, 'আপনি কী জানতে চান, খুব সংক্ষেপে বলুন।'

আমি বললাম, 'হযরত আদম্কে সাজ্দা করার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তুই ওঁকে সাজ্দা করিস্নি কেন?'

সে বলল, 'ওকে সাজদা করতে আমার আত্মমর্যাদায় বেধেছিল।'

এরপর সে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং আমি আর তাকে দেখতে পাইনি।[২]

ইবনু হান্যালার সঙ্গে শয়তানের সাক্ষাৎ

বর্ণনায় হযরত সফ্ওয়ান বিন সালীম (রহঃ) ঃ মদীনার বাসিন্দা হযরত আবদুল্লাহ্ (রহঃ) বিন হানযালাহ্ (রাঃ)-র. সঙ্গে মসজিদের বাইরে একবার শয়তানের সাক্ষাৎ হয়। শয়তান বলে, হে হান্যালাহ্'র পুত্র! আমাকে চেনেন?

আবদুল্লাহঃ হ্যাঁ চিনি।

শয়তানঃ বলুন তো, আমি কে?

আবদুল্লাহঃ তুই শয়তান।

শয়তানঃ আপনি আমাকে কীভাবে চিনলেন?

আবদুল্লাহঃ আমি মসজিদ থেকে বের হবার সময় আল্লাহ্র যিক্র করছিলাম। কিন্তু তোকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনোযোগ তোর দিকেই ঘুরে যায়। এ থেকেই বুঝেছি যে, তুই শয়তান।

শয়তানঃ হে হান্যালাহ্'র পুত্র! আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনাকে একটা কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। আমার এই কথাটা স্মরণ রাখবেন।

আবদুল্লাহঃ তোর কথা শোনার আর স্মরণ রাখর কোন প্রয়োজন আমার নেই।

শয়তানঃ আগে তো কথাটা শুনুন। সঠিক হলে মানবেন। আর বেঠিক হলে ঠুক্রে দেবেন। হে ইব্নে হান্যালাহ্! আপনার পছন্দের জিনিস মহিমান্বিত আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও কাছে চাইবেন না। এবং এ বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখবেন যে, ক্রোধের সময় আপনার অবস্থা কেমন হয়।[৩]

আলিম ও আবিদের সাথে শয়তানের শিক্ষণীয় ঘটনা

জনৈক বাস্রীর সূত্রে হযরত আলী বিন আসিন (রহঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এক আলিম ও এক আবিদ (ইবাদতকারী) আল্লাহ্র ওয়াস্তে একে অপরকে ভালোবাসতেন। শয়তানরা ইব্লীসের কাছে গিয়ে বলে, আমরা অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও এ দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারিনি।

অভিশপ্ত ইব্লীস বলে, ওদের জন্যে আমিই যথেষ্ট। এরপর ইব্লীস সেই আবিদের যাতায়াতের রাস্তায় গিয়ে পৌঁছল। আবিদ যখন কাছাকাছি এল, ইব্লীস তখন এক বয়স্ক মানুষের রূপ ধরে, কপালে সাজ্দার চিহ্ন নিয়ে, তার সঙ্গে দেখা করল। সেই সময় ইব্লীস, আবিদকে বলল, আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছে, তাই আমি চাইছি আপনার থেকে উত্তরটা জেনে নিতে।

আবিদ বলল, কী প্রশ্ন করতে চান করুন, আমার জানা থাকলে বলে দেব।

শয়তান বলল, একটা ডিমের মধ্যে আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, সাগর-নদীকে – ডিমকে বড় না করে এবং সৃষ্টিগুলোকে ছোট না করে– ঢুকিয়ে দেবার ক্ষমতা কি আল্লাহ্র আছে?

আবিদ অবাক হয়ে জানতে চাইল, ছোট ডিমকে না বাড়িয়ে তার মধ্যে বিশাল সৃষ্টিকে না ছোট করে কীভাবে ঢোকানো যেতে পারে?– আবিদ সাহেব ভারি ভাবনায় পড়ে গেল।

শয়তান বলল, আপনি এবার যেতে পারেন।

এরপর শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদের উদ্দেশে বলে, দেখলে তো, আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতার বিষয়ে সন্দেহে ফেলে দিয়ে আমি ওই আবিদকে ধ্বংস করে দিলাম।

এরপর শয়তান আলিম সাহেবের পথে গিয়ে বসল। আলিম সাহেব কাছাকাছি আসতে শয়তান তাঁকে সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, হযরত! আমার মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। তাই আমি চাই, তার উত্তরটা আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে।

আলিম সাহেব বললেন, কী প্রশ্ন করতে চাও, করো, জানা থাকলে উত্তর দেব।
শয়তান বলল, একটা ডিমের মধ্যে আসমান-যমীন, পাহাড়-পরবত, গাছ-পালা, সাগর-নদীকে – ডিমকে বড় না করে এবং ওই সৃষ্টিগুলোকে ছোট না করে – ঢুকিয়ে দেবার ক্ষমতা কি আল্লাহ্'র আছে?
আলিম বললেন, অবশ্যই আল্লাহ্র ও ক্ষমতা আছে।
শয়তান অস্বীকারের সুরে বলল, ডিমকে বড় না করে এবং সৃষ্টিগুলোকে ছোট না করেও?
আলিম বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই। এরপর আলিম সাহেব এই আয়াতটি উল্লেখ করেন– إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

তাঁর সৃষ্টিকলা তো এই যে, যখন তিনি কোনও কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন 'হও'– আর অমনি তা হয়ে যায়।[৪]
এরপর ইব্লীস তার সাঙ্গপাঙ্গদের সম্বোধন করে বলল, এই উত্তরটা শোনাবার উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের এখানে এনেছি (অর্থাৎ আবিদ যে কোন মুহূর্তে ঈমানহারা হতে পারে কিন্তু আলিম নয়।[৫]

শয়তানের মুকাবিলায় ফকীহ ও আবিদ

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইব্নু আব্বাস (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

ইসলামের যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী একজন ব্যক্তি শয়তানের কাছে এক হাজার (মূর্খ) ইবাদতকারীর চাইতেও শক্তিশালী।[৬]

অলীদের বিরুদ্ধে শয়তানের শেষ চাল

বর্ণনা করেছেন হযরত ইব্নু মাস্উদ (রাঃ) ঃ আল্লাহ্র যিক্র (স্মরণ, উল্লেখ, আলোচনা)-র মজলিসে অংশ নেওয়া মানুষকে ফিত্নায় লিপ্ত করার উদ্দেশ্যে শয়তান ওইসব মজলিসে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ও কাজে সফল হতে না পারলে শয়তান সেইসব আড্ডায় যায়, যেখানে লোক দুনিয়ার যিকর করে। তাদেরকে শয়তান একে অপরের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতে থাকে। এবং শেষপর্যন্ত তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ বাধিয়ে দেয়। সেই সময় আল্লাহ্র যিক্রকারীরা বিবাদকারীদের মধ্যে এসে তাদেরকে আটকান। এভাবে শয়তান আল্লাহ্র যিক্রকারী মানুষজনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় (অর্থাৎ, ওরা যিক্র ছেড়ে মানুষের মন্দ থামাতে লেগে যান)।[৭]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূত্রবিহীন।
(২) তারীখে ইব্নু নাজ্জার।
(৩) মাকায়িদুশ শায়তান (৬৫), ইব্নু আবিদ দুনইয়া। ইব্নু আসাকির। ইহ্ইয়াউল উলূম, ৩ ঃ ৩৪। আল-ইসাবাহ্, ৪ ঃ ৫৯। মাসায়িবুল ইন্সান, পৃষ্ঠা ১৩৩।
(৪) আল্-কোরআন, ৩৬ ঃ ৮২।
(৫) মাকায়িদুশ শায়তান (৩০) ইব্নু আবিদ্ দুনইয়া। মাসায়িবুল ইন্সান, ইব্নু মুফ্লিহুল মুকদ্দাসী।
(৬) তিরমিযী, কিতাবুল ইল্ম, বাব ১৯। ইব্নু মাজাহ্, মুকদ্দামাহ্, বাব ১৭। জামিই বায়ান আল্-ইল্ম অ ফাদলিহ্, ১ ঃ ২৬। দুররুল মান্সুর, ১ ঃ ৩৫০। মাজ্মাউয্ যাওয়াইদ, ১ ঃ ১২১। তারীখে বাগ্দাদ, ২ ঃ ৪০২। আল্ আস্রারুল মারফূআহ্, ৩৫১। তায্কিরতুল মাউযূআত। কাশ্ফুল খিফা, ২ ঃ ২০৬।
(৭) কিতকাবুয্ যুহ্দ, ইমাম আহ্মাদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অভিশপ্ত শয়তানের ভয়ংকর শয়তানী

শয়তানের কার্যবিবরণী

হযরত আবূ মূসা আশ্আরী (রাঃ) বলেছেন ঃ যখন সকাল হয়, সেই সময় শয়তান তার বাহিনীকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয় এবং তাদের উদ্দেশে বলে, যে (শয়তান) কোনও মুসলমানকে গুম্রাহ্ করে আসবে তার মাথায় আমি মুকুট পরাব। (তারপর শয়তানের দলবল দিনভর শয়তানী কার্যকলাপ করার পর সন্ধ্যায় ইব্লীসের কাছে গিয়ে এভাবে নিজেদের কার্যবিবরণী পেশ করে ঃ)
এক শয়তান বলে, অমুক মানুষের পিছনে আমি লেগেই ছিলাম। শেষ পর্যন্ত সে তার বউকে তালাক দিয়ে ফেলেছে।
ইব্লীস বলে, ও তো ফের বিয়ে করে নেবে। (তার মানে তুমি তেমন কিছু করোনি।)
অন্য এক শয়তান বলে, আমি লেগেছিলাম অমুক মানুষের পিছনে। শেষ পর্যন্ত সে বাপ-মায়ের অবাধ্যতা করেছে।
ইব্লীস বলে,পরে সে ওদের সাথে ভালো ব্যবহারও করতে পারে।
অন্য এক শয়তান বলে, আমি লেগেছিলাম অমুক মানুষের পিছনে। শেষ পর্যন্ত

ব্যভিচার করিয়েছি তাকে দিয়ে।

ইবলীস বলে, ভালোই করেছ।

আরেক শয়তান বলে, আমি লেগেছিলাম অমুক লোকের পিছনে। শেষ পর্যন্ত মদ খাইয়ে ছেড়েছি তাকে।

ইব্লীস বলে, তুমিও ভালোই করেছ।

অন্য এক শয়তান বলে, আমি লেগেছিলাম অমুকের পিছনে। এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ খুন করিয়েছি তাকে দিয়ে।

ইব্লীস বলে, হ্যাঁ, তুমিই হলে বড় শয়তান (শয়তানী কাজে সবাইকে টপ্কে গিয়েছ তুমি)।(১)

শয়তানের হাতিয়ার নারী

(হাদীস) হযরত ইব্নু মাস্উদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

নারী আবরণ-যোগ্য, যখন সে বাইরে,
বের হয় শয়তান তার পিছনে লেগে যায়।(২)

রমণী শয়তানের আধাবাহিনী

হযরত হাসান বিন স্বালিহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি শুনেছি, শয়তান নারীকে সম্বোধন করে বলেছিল – তুই আমার আধাবাহিনী। তুই আমার এমন তীর, যা লক্ষ্যভেদ করে, ব্যর্থ হয় না। তুই আমার রহস্যভূমি এবং আমার সমস্যা-সঙ্কটে তুই হচ্ছিস বার্তাবাহী।(৩)ঃ

শয়তানের জাল

হযরত সাঈদ বিন দীনার (রহঃ) বলেছেন ঃ দুনিয়ার মুহব্বত যাবতীয় অমঙ্গলের মূল এবং নারী শয়তানের জাল। শয়তানের পক্ষে নারীর চাইতে বেশি মজবুত জাল আর কিছু নেই।(৪)

হযরত মালিক ইব্নুল মুসায়্যিব (রহঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র পাঠানো কোনও নবীকে নারীর মাধ্যমে ধ্বংস করার ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়নি (কিন্তু আল্লাহ্র ফযলে মান্যবর নবী-রসূলগণ নারীঘটিত শয়তানী ফিত্না থেকে সুরক্ষিত ছিলেন।(৫)

শয়তানের আরেকটি জাল

হযরত সাবিত বানানী (রহঃ) বলেছেন ঃ একবার হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর সামনে ইব্লীস আত্মপ্রকাশ করে। ইব্লীসের পিঠে সব রকম জিনিসপত্রের বোঝা দেখে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) জিজ্ঞাসা করেন, ওরে ইব্লীস, তোর পিঠে যে বোঝাটা দেখিছি, এটা কীসের বোঝা?

ইবলীস বলেম এগুলো হল কামনা-বাসনা। এগুলো দ্বারা আমি মানুষ শিকার করি।

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) বলেন, আচ্ছা এগুলোর মধ্যে কোন জিনিসের বাসনা আমি করেছি কি?

ইব্লীস বলে, না।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ফের প্রশ্ন করেন, তুই কি কখনও আমার বিরুদ্ধে সফল হয়েছিল? ইবলীস বলে, যখন আপনি তৃপ্তির সাথে পেট ভরে আহার করেন, সেই সময় আমি আপনাকে নামায ও যিক্র থেকে আটকানোর জন্য অলস করে দিই।

হযরত ইয়াহ্ইয়া জানতে চান, এছাড়া আর কিছু?

ইব্লীস বলে, না আর কোনও সুযোগ পাইনি।

তখন হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) বলেন, আল্লাহ্র কৃসম! আগামীতে আর কখনও আমি পেটভরে আহার করব না।

ইব্লীস তখন বলে ওঠে, আমিও আর কখনও কোনও মুসলমানকে উপদেশ দিতে যাব না।(৬)

মানুষ কখন শয়তানের শিকার হয়

হযরত অহাব বিন মুনাব্বিহ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ এক ছিলেন সাধক পর্যটক। শয়তান তাঁকে বিপথগামী করার জন্য অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু কোনও বারেই সে সফল হয়নি। অবশেষে শয়তান সেই সাধকের কাছে গিয়ে বলে, আমি কি আপনাকে সেইসব বিষয়ে কথা বলব না, যেগুলোর দ্বারা আমি মানুষকে বিপথগামী করি?

সাধক বললেন, কেন বলবি না, অবশ্যই বল্, যাতে আমিও সেগুলো থেকে বাঁচতে পারি, যেগুলোর দ্বারা তুই মানুষকে বিপথগামী করিস।

শয়তান বলল– লোভ, ক্রোধ ও কৃপণতা। মানুষ যখন লোভী হয়, আমি তখন তার চোখে তার নিজের মাল সম্পদকে কম করে দেখাই এবং অপরের ধন-দৌলতকে বেশি করে দেখাই। আর মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, সেই সময় আমি তাকে নিয়ে এমনভাবে খেলি, যেভাবে বাচ্চারা বল নিয়ে খেলা করে। এমনকী সে দুআ করে মৃতকেও বাঁচিয়ে তোলার ক্ষমতা রাখলেও আমি তার কোনও পরোয়া করি না। এবং যখন মানুষ নেশাগ্রস্ত হয় সেই সময় আমি তাকে সকল রকমের কামনা-বাসনা-উত্তেজনার দিকে ঘুরিয়ে দিই, যেভাবে ছাগলের কান ধরে ঘুরিয়ে দেয়া হয়।(৭)

হযরত উবাইদুল্লাহ্ বিন মুওয়াহ্হিব (রহঃ) বলেছেন ঃ একবার জনৈক নবীর সামনে শয়তান আত্মপ্রকাশ করে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুই মানুষকে তোর খপ্পরে ফেলিস কোন্ পদ্ধতিতে?

শয়তান বলে, আমি মানুষকে কাবু করি তার ক্রোধ ও যৌন উত্তেজনার সময়।(৮)

শয়তানের পছন্দ-অপছন্দের মানুষ

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন খুবাইকৃ (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) একবার শয়তানকে তার আসল রূপে দেখেন। সেই সময় হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) বলেন– ওরে ইব্লীস, মানুষের মধ্যে তোর সবচেয়ে পছন্দের কে এবং অপছন্দেরই বা কে?

ইবলীস বলল– আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দের মানুষ সেই মুমিন, যে বখীল-কৃপণ এবং সবচেয়ে অপছন্দের মানুষ সেই ফাসিক-গুনাহ্গার, যে উদার-দানশীল।

হযরত ইয়াহ্ইয়া প্রশ্ন করেন, এর কারণ কী?

শয়তান বলে, কৃপণের কৃপণতাই আমার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু দানী ফাসিকের বিষয়ে আমার আশঙ্কা হয় যে, আল্লাহ্ ওর উদারতা দেখে যদি তা কবূল করে নেন।

এরপর শয়তান একথা বলতে বলতে চলে যায়। আপনি যদি ইয়াহ্ইয়া না হতেন, তবে আপনার কাছে এই রহস্য কখনই ফাঁস করতাম না।(৯)

শয়তান সর্বদা মানুষের সর্বনাশে

কথিত আছে ঃ শয়তান বলে থাকে– মানুষ কীভাবে আমার বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে! যখন সে আনন্দিত হয়, তখন আমি তার অন্তরে চেপে বসি এবং যখন সে ক্রুদ্ধ হয়, তখন আমি উড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে সওয়ার হয়ে যাই।(১০)

অতিরিক্ত স্রাবে শয়তানের চাল

(হাদীস) হযরত হাম্নাহ্ বিন্তে জাহাশ (রাঃ) বলেছেন ঃ আমার মাসিক স্রাব হত অতিরিক্ত। সেকথা আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে তিনি বলেন– اِنَّمَاهِىَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ

এটা হল শয়তানের চালগুলোর মধ্যে একটা চাল।(১১)

কবরেও শয়তানের পাঁয়তারা

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেছেন ঃ (কবরে) যখন মৃতকে প্রশ্ন করা হয় তোমার রব কে?– সেই সময় শয়তান তাকে নিজের আকৃতি দেখিয়ে, নিজের দিকে ইশারা করে বলে আমিই তোমার রব্ব্ (মৃতব্যক্তি কাফির প্রভৃতি হলে তাকেই রব বলে উল্লেখ করে, অন্যথায় তার ফিত্না হতে সুরক্ষিত থাকে)।(১২)

বাজার ও শয়তান

(হাদীস) হযরত সালমান ফারিসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَاتَكُنْ اَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوْقَ وَلَا اٰخِرُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَاِنَّهُ مَعْرِكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا نُصِبَ رَاْيَتُهُ وَفِىْ لَفْظٍ فَفِيْهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَخَ ـ

তুমি সর্বপ্রথম বাজারে গমনকারী ও সর্বশেষ বাজার থেকে বহির্গমনকারী হবে না। কেননা ওটা হচ্ছে শয়তানের পাঁয়তারার জায়গা। ওখানে পোঁতা আছে শয়তানের ঝাণ্ডা। অন্য এক বর্ণনায় আছে, ওখানে শয়তান ডিম পেড়েছে এবং ওখানেই সে বাচ্চা দিয়েছে।(১৩)

মানবশিশু ভূমিষ্ঠকালে শয়তানের শয়তানী

(হাদীস) হযতর আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন

مَامِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا

প্রত্যেক মানবশিশুর ভূমিষ্ঠলগ্নে শয়তান তাকে খোঁচা দেয়, যার কারণে সেই বাচ্চা সজোরে কেঁদে ওঠে, কেবল মরিয়ম ও তাঁর পুত্র (হযরত ঈসা) এ থেকে মুক্ত ছিলেন।(১৪)

হাদীসটি বর্ণনার পর হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন–

যদি ইচ্ছা হয়, তো আল্লাহ্র এই আয়াতটি পড়ে নাও–

وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَابِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

(হযরত মরিয়মের মা আল্লাহ্র উদ্দেশে বলেছিলেন ...) হে আল্লাহ! আমি মরিয়ম ও তার সন্তানকে অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয়ে সঁপে দিলাম।(১৫)

হযরত আবূ হুরাইরাহ্র অন্য এক বর্ণনায় এরকম আছে ঃ প্রত্যেক মানবশিশুর ভূমিষ্ঠকালে তার পাঁজরে শয়তান আঙুলের খোঁচা দেয়। পারেনি কেবল হযরত ঈসার বেলায়। তাঁকেও সে খোঁচা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু লেগেছিল পর্দায়।(১৬)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন ঃ বাচ্চা সেই সময় চিৎকার করে, যখন শয়তান নড়া-চড়া করে।(১৭)

হযরত কাযী আইয়ায (রাঃ) বলেছেন ঃ হযরত ঈসার ওই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সমস্ত নবী-রসূলও অন্তর্গত (অর্থাৎ সমস্ত নবী-রসূলও জন্মলগ্নে শয়তানের অনিষ্ট থেকে মুক্ত ছিলেন।[১৮]

শয়তানের একটা জঘন্য কাজ

হযরত ইব্‌রাহীম নাখ্‌ঈ (রহঃ) বলেছেন ঃ কথিত আছে, শয়তান (নামাযের সময়) মানুষের যৌনাঙ্গের ছিদ্র দিয়ে চলাচল করে এবং মলদ্বারে ডিম পাড়ে। এর কারণে মানুষের মনে এই খেয়াল আসা অবশ্যম্ভাবী যে, হয়তো তার উযূ ভেঙে গেছে। তাই তোমাদের মধ্যে কোন মুসলমানই যতক্ষণ পর্যন্ত বায়ু নিঃসরণের শব্দ না শুনবে, কিংবা দুর্গন্ধ না পাবে, অথবা ভিজে না দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন নামায না ভাঙে।[১৯]

শয়তানের গেরো

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى اِنْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلَّا اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ -

শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের মাথার বালিশে শোবার সময় তিনটি গেরো দেয় এবং প্রত্যেক গেরোর সময় বলে, দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তুমি ঘুমিয়ে থাক। তারপর যদি সেই ব্যক্তি (মাঝ রাতে বা ভোরে) ঘুম থেকে উঠে আল্লাহ্‌র নাম নেয়, তবে তার একটা গেরো খুলে যায়। ফের যদি সে উযূ করে, তাহলে তার দ্বিতীয় গেরো খুলে যায়। তারপর যদি সে নামাযও পড়ে নেয়, তবে তার সবক'টা গেরোই খুলে যায় এবং তার সকাল হয় ঝরঝরে মেজাজে-কর্মোদ্যমের সাথে। অন্যথায়, তার সকাল হয় বিষণ্ণ মনে-অলসতার সাথে।[২০]

শয়তানের পেশাব মানুষের কানে ঃ

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত ইব্‌নু মাস্‌ঊদ (রাঃ) ঃ নবী করীম (সাঃ) -এর সামনে একবার একজনের সম্পর্কে বলা হল যে, সে সকাল পর্যন্ত শুয়েই থাকে, নামাযের জন্যেও ওঠে না। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنِهٖ

অমন মানুষের কানে শয়তান পেশাব করে।

স্বপ্নেও শয়তানের হানা

(হাদীস) হযরত আবূ কতাদাহ্ (রহঃ) বলেছেন, আমি শুনেছি; জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا رَأٰى اَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ عَنْ يَسَارِهٖ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

ভালো স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং কুস্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখবে, তো জেগে উঠে বাঁ দিকে তিনবার থুথু ফেলবে এবং তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইবে। (অমনটা করলে) ওই স্বপ্নের দ্বারা তার কোনও ক্ষতি হবে না।[২২]

স্বপ্ন মূলত তিন প্রকার

(হাদীস) হযরত আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ : مِنْهَا تَهَاوِيْلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ اِبْنَ اٰدَمَ وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِىْ يَقْظَتِهٖ فَيَرَاهُ مَنَامَهٗ وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

স্বপ্ন তিন প্রকার ঃ সেগুলোর মধ্যে এক প্রকার হয় শয়তানের তরফ থেকে, মানুষকে কষ্ট দেবার জন্য। আরেক প্রকার তাই, যার কথা মানুষ জেগে থাকার সময় ভাবনা-চিন্তা করে, ঘুমের মধ্যে তাই স্বপ্নে দেখে। এবং আরেক প্রকার স্বপ্ন হয় (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যা উৎকর্ষতার বিচারে) নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।[২৩]

যালিম বিচারক শয়তানের আওতায়

(হাদীস হযরত আব্‌দুল্লাহ্ বিন আবী আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ مَعَ الْقَاضِىْ مَا لَمْ يَجُرْ فَاِذَا جَارَ تَخَلّٰى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ

বিচারক জোর-যুলুম না করা পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহ্ (-র সাহায্য থাকে; কিন্তু যখন সে জলুম-অত্যাচার করে, তার থেকে ওই সুবিধা চলে যায় এবং শয়তান তাকে কাবু করে নেয়।

মানুষের সাজ্দায় শয়তানের আক্ষেপ

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِذَا قَرَأَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِىْ يَقُوْلُ يَاوَيْلَةُ اُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَعَصَيْتُ فَلِىَ النَّارُ ـ

কোন মানুষ যখন সাজ্দার আয়াত পড়ার পর সাজ্দা করে, শয়তান তখন তার থেকে দূরে সরে যায় এবং কেঁদে কেঁদে বলে, হায় আফ্সোস! মানুষকে সাজ্দার নির্দেশ দেওয়া হলে, সে সাজ্দা করেছে, ফলে তার জান্নাত পাওনা হয়ে গেছে, কিন্তু আমাকে সাজ্দার নির্দেশ দেওয়া হলে, আমি অবাধ্যতা করেছি, ফলে আমার ভাগ্যে জাহান্নাম জুটেছে।(২৫)

*** প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ হযরত উবাইদুল্লাহ্ বিন মুকসিম্ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এরকম আছে যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ**

তুমি যখন শয়তানকে অভিশাপ দাও, শয়তান বলে, 'অভিশপ্তকে অভিশাপ দিলে!' যখন ওর থেকে আশ্রয় দাও, ও বলে আমার কমর ভেঙে দিলে!' আর যখন তুমি সাজদা করে, সেই সময় শয়তান বলে হায় আক্ষেপ! মানুষকে সাজ্দার হুকুম, দেওয়া হতে সে পালন করেছে এবং শয়তান সেই হুকুম পেয়ে অবাধ্যতা করেছে। সুতরাং মানুসের জন্য জানাত ঠিক হয়েছে আর শয়তানের জন্য হয়েছে জাহান্নাম।(২৬)

নামাযে শয়তানের হস্তক্ষেপ

হযরত ইবনু মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেন ঃ শয়তান নামাযের সময় তোমাদের আশেপাশে নামায ভেঙে দেবার জন্য ঘোরাঘুরি করে। কিন্তু নামায ভাঙানোর ব্যাপারে সে যখন নিরাশ হয়ে যায়, তখন সে নামাযীর মলদ্বারে ফুঁক দেয়, যাতে

নামাযী মনে করে যে তার অযূ ভেঙে গেছে। সুতরাং (বায়ু নিঃসরণের) শব্দ বা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ যেন নামায না ভাঙে।(২৭)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইব্‌নু মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেন ঃ শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্তপ্রবাহের মতো দৌড়াদৌড়ি করে। এমনকী সে তোমাদের নামাযের অবস্থাতেও আসে এবং নামাযীর মলদ্বারে ফুঁক দেয় ও যৌনাঙ্গ সিক্ত করে দেয়। তারপর (নামাযীকে) বলে, 'তোমার নামায ভেঙে গেছে।' সুতরাং তোমরা শুনে রাখো– তোমাদের মধ্যে কেউ যেন (নামাযরত অবস্থায় বায়ু নিঃসরণের) দুর্গন্ধ না পাওয়া কিংবা শব্দ না শোনা এবং (প্রস্রাবের ক্ষেত্রে) ভিজে অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত নামায না ভাঙে।(২৮)

নামাযে তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে

হযরত ইব্‌নু মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেন ঃ যুদ্ধের সময় তন্দ্রা আল্লাহর তরফ থেকে (সাহায্য ও করুণা (হিসেবে) এবং নামাযে তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে নামায নষ্ট করানোর জন্যে।(২৯)

নামাযে হাই-হাঁচি শয়তানের কারসাজি

হযরত ইব্‌নু মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় হাই ও হাঁচি আসে শয়তানের তরফ থেকে।(৩০)

শয়তান-ঘটিত আরও কিছু কাজ

হযরত দীনার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاؤُبُ فِى الصَّلٰوةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَىْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ ـ

নামাযে হাঁচি, তন্দ্রা ও হাই এবং মাসিক স্রাব, বমি ও নাসা (নাক দিয়ে রক্ত পড়া) শয়তনের থেকে হয়।(৩১)

শয়তানের বিশেষ শিশি

হযরত আব্‌দুর রহ্‌মান বিন ইয়াযীদ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমাকে একথা জানানো হয়েছে যে, শয়তানের একটা বিশেষ শিশিও আছে, যেটা দিয়ে শয়তান নামাযীকে নামাযের সময় শোঁকায়, যাতে তার হাই ওঠে (এবং নামায থেকে মনোযোগ সরে যায়)।(৩২)

মুসান্নিফে আব্‌দুর রায্‌যাকে আছে এরকম বর্ণনা ঃ শয়তানের একটা বিশেষ শিশি আছে, যাতে কিছু ছিঁটানো জিনিস থাকে। মানুষ যখন নামাযে দাঁড়ায়, শয়তান সে শিশিটা নামাযীদের শোঁকায়। ফলে নামাযীরা হাই তুলতে থাকে। তাই নামাযের সময় কারও হাই উঠলে, নাক-মুখ চেপে তা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।(৩৩)

তাড়াহুড়োর মূলে শয়তান

হযরত সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلْاِنَاةُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

(মানুষের পক্ষে কোন কাজ) ধীরে সুস্থে করা অন্যন্ত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং তাড়াহুড়া করা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে।[৩৪]

মসজিদওয়ালাদের বিরুদ্ধে শয়তানের চক্রান্ত

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ فِى الْمَسْجِدِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَاَنَسَ بِهٖ كَمَا يَاْنَسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهٖ فَاِذَا سَكَنَ لَهٗ رَتَقَهٗ اَوْاَلْجَمَهٗ

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মসজিদে থাকে, সেই সময় শয়তান তার কাছে যায় এবং এমনভাবে বশীভূত করে, যেভাবে মানুষ তার সওয়ারী পশুকে বশ করে। তারপর শয়তান যখন তার ব্যপারে নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন তার গলায় ফাঁস পরায় অথবা মুখে লাগাম লাগিয়ে দেয়।[৩৫]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা তা প্রত্যক্ষও করতে পারো– গলায় ফাঁস ওয়ালারা মাথা নিচু করে ঝুঁকে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্র যিক্র করে না, আর লাগামওলাদের মুখ খোলা থাকে, কিন্তু সে-মুখে আল্লাহ্র যিক্র থাকে না।

নামাযের কাতারে শয়তানের অনুপ্রবেশ

(হাদীস) বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

رَاصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا مِنْهَا وَحَاذُوْا بَيْنَ الْاَعْنَاقِ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهُ الْحَذَفُ ـ

তোমরা (নামাযের) কাতারে দাঁড়াবে পাশাপাশি গায়ে-গাঁ-ঘেঁষে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। যাঁর কব্জায় মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন, সেই সত্তা (আল্লাহ্)-র কসম! আমি দেখি, শয়তান নেকড়ে বাঘের বাচ্চার মতো কাতারের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢোকে।[৩৬]

শয়তান কর্তৃক কারূনকে গুম্রাহ করার ঘটনা

ইব্নে আবুল হাওয়ারী বলেছেন ঃ আমি আবূ সুলাইমান (রহঃ) প্রমুখের থেকে শুনেছি, অভিশপ্ত ইব্লীস কারূনকে গুম্রাহ করার জন্য যখন তার কাছে গিয়েছিল, তার আগে কারূন চল্লিশ বছর যাবৎ পাহাড়ে ইবাদত করেছিল এবং বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইবাদতের বিচারে সবাইকে টপকে গিয়েছিল। তাকে গুম্রাহ্ করার জন্য ইব্লীস বহু শয়তান পাঠিয়েছিল। কিন্তু কেউই তাকে গুম্রাহ্ করতে পারেনি। শেষকালে খোদ ইব্লীস যায় কারূনকে গুম্রাহ্ করার জন্য।

ইব্লীস গিয়ে কারূনের সাথেই একই পাহাড়ে ইবাদত করতে লাগল। কারূন রোযা করত, ইফতারও করত। কিন্তু ইব্লীস ইফ্তার না করে একটানা রোযা রেখে দেখাত এবং কারূনের সামনে ইব্লীসের কাছে নগণ্য হয়ে গেল। অবশেষে কারূন গিয়ে (ছদ্মবেশী সাধক) ইব্লীসের আস্তানায় হাজির হল।

ইব্লীস বলল, ওহে কারূন! তুমি এই ইবাদতেই আত্মতুষ্ট হয়ে বসে গেছ! তুমি বনী ইস্রাঈদের জানাযাতেও অংশ নাও না এবং তাদের সাথে জামাআতেও শরীক হও না। আশ্চর্য"!

এভাবে শয়তান তাকে প্রভাবিত করল এবং পাহাড় থেকে নামিয়ে এনে গীর্জাঘরে ঢুকিয়ে দিল। বনী ইস্রাঈলরা ওদের (কারূন ও শয়তানের) খাবার দাবার আনতে লাগল।

একদিন শয়তান বলল, ওহে কারূন! আমরা কি এতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। আমরা তো বনী ইস্রাঈলদের কাছে বোঝা হয়ে গেলাম।

কারূন বলল, তাহলে কী করা যায়?

শয়তান বলল, আমরা সপ্তাহে একদিন মেহ্নত (করে উপার্জন) করব এবং বাকি ৬ দিন ইবাদতে কাটাব।

কারূন বলল, ঠিক আছে তাই হবে।

(কিছুদিন পরে) শয়তান ফের বলল, আমরা তো এতেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছি! অথচ আমরা দান খয়রাত করছি না কেন! এবং দান খয়রাতের জন্য কেনই বা বেশি উপার্জন করছি না!

কারূন বলল, তা আপনি কী বলেন, আমরা কী করব?

শয়তান বলল, আমরা একদিন ব্যবসা করব এবং একদিন উপবাস করব।

কারূন যখন ওইরকম শুরু করল, শয়তান তাকে ছেড়ে চলে গেল। তারপর কারূনের সামনে দুনিয়ার ধন-দৌলত জড় হতে লাগল। (শেষ পর্যন্ত কারূন হযরত মুসা (আঃ)-এর মুকাবিলায় নেমে পড়ে এবং যাকাত দিতে অস্বীকার

করে। তাই আল্লাহ্ তাআলা ওকে ওর যাবতীয় ধন-দৌলত সমেত মাটির মধ্যে ধ্বসিয়ে দেন।)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শয়তান থেকে এবং তার অনিষ্ট থেকে হিফাযত করুন।(৩৭)

শয়তান শিখিয়েছে খুন করার পদ্ধতি

হযরত ইবনু জুরাইজ (রহঃ) বলেছেন ঃ আদম (আঃ)-এর পুত্র তার ভাইকে খুন করার ইচ্ছা তো করেছিল, কিন্তু জানত না যে তাকে কীভাবে খুন করবে। সেই সময় শয়তান তার সামনে একটি পাখির রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর সে একটা পাখি ধরে তার মাথাটা দুটো পাথরের মাঝখানে রেখে ফাটিয়ে দেয়। এভাবে শয়তান তাকে খুন করার পদ্ধতি শেখায়।(৩৮)

হাই তোলা ও শয়তান

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ـ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ : هَاءَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ـ

আল্লাহ্ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন হাঁচে এবং তারপর 'আল-হামদু লিল্লাহ্' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্'রই জন্য) বলে, তখন প্রত্যেক মুসলমানের উপর জরুরী হয়ে যায়, যে তা শুনবে, তাকে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' (আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন) বলা। আর হাই উঠে শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যখন কারও হাই উঠবে, সে যেন সাধ্যমতো তা আটকায়। কেননা তোমাদের মধ্যে কেউ (হাই তোলার সময় মুখ খুলে) 'হা' বললে, শয়তান খুশি হয়ে হাসে।(৩৯)

হাইওয়ালার পেটে শয়তান হাসে

(হাদীস) হযরত আবূ হুরইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلْعُطَاسُ مِنَ اللّٰهِ وَالتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلٰى فِيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : آهْ ، آهْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ ، وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ

হাঁচি আসে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এবং হাই ওঠে শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কারও যখন হাই উঠবে, সে যেন নিজের হাত মুখের উপর রেখে তা আটকায়। কেননা (হাই ওঠার সময়) কেউ 'আহ্-আহ' বললে, শয়তান তার পেটের ভিতর থেকে হাসে। আল্লাহ্ হাচি পছন্দ করেন এবং হাই অপছন্দ করেন।(৪০)

হাই ওঠার সময় শয়তান মানুষের পেটে ঢুকে পড়ে

(হাদীস) হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلٰى فِيْهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاؤُبِ ـ

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন হাই তুলবে, সেই সময় যেন সে নিজের হাত মুখের উপর রাখে। কেননা শয়তান হাইয়ের সাথে ভিতরে ঢুকে পড়ে।(৪১)

জোরালো হাঁচি ও হাই শয়তানের প্রভাবে

(হাদীস) হযরত উম্মে সালমাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلْعَطْسَةُ الشَّدِيْدَةُ وَالتَّثَاؤُبُ الشَّدِيْدُ مِنَ الشَّيْطَانِ

জোরালো হাঁচি ও দীর্ঘ হাই শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।(৪২)

জোরালো হাঁচি ও ঢেকুর শয়তান পছন্দ করে

(হাদীস) হযরত উবাদাহ্ বিন সামিত (রাঃ) হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) ও হযরত ওয়াসিলাহ্ বিন আস্‌ক্বঅ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِذَا تَجَشّٰى أَحَدُكُمْ أَوْ عَطَسَ فَلَا يَرْفَعَنَّ بِهِمَا الصَّوْتَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ أَنْ يَرْفَعَ بِهِمَا الصَّوْتَ

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঢেকুর তুলবে অথবা হাঁচবে, তো ওই দুই ক্ষেত্রে যেন জোরালো শব্দ না করে। কেননা শয়তান ঢেকুর ও হাঁচির জোরালো শব্দ পছন্দ করে।[৪৩]

প্রত্যেক ঘুঙুরের পিছনে শয়তান থাকে

হযরত আলী বিন আবী লাইলা (রহঃ) বলেছেন ঃ প্রত্যেক ঘণ্টা-ঘুঙুরের পিছনে শয়তান থাকে।[৪৪]

মুমিনের সাথে শয়তানের ভীরুতা ও নির্ভীকতা

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ ذَاعِرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ وَأَوْقَعَهُ فِي الْعِظَامِ وَطَمِعَ فِيهِ

যতক্ষণ পর্যন্ত মুমিন মানুষ যথাযথভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, শয়তান তার থেকে দমে থাকে; কিন্তু যখন সে ওই নামায নষ্ট করে, শয়তান তার প্রতি নির্ভীক হয়ে যায় এবং তাকে বড় বড় পাপে জড়িয়ে দেয় ও তাকে গুমরাহ করার লোভ করতে থাকে।[৪৫]

শয়তানের ঘাঁটি

(হাদীস) হযরত নুমান বিন বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ مَصَالِيَ وَفُخُوخًا ، وَإِنَّ مِنْ مَصَالِيهِ وَفُخُوخِهِ الْبَطَرَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ وَالْفَخْرَ بِعَطَاءِ اللّٰهِ وَالْكِبْرَ عَلَى عِبَادِ اللّٰهِ وَاتِّبَاعَ الْهَوَى فِي غَيْرِ ذَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

শয়তানের কিছু গোপন ঘাঁটি ও আক্রমণের জায়গা আছে। সেগুলোর মধ্যে (থেকে শয়তানী আক্রমণের) কয়েকটি (লক্ষণ) হল ঃ আল্লাহ্‌র কোনও নিঅ্‌মাত (নেয়ামত) পেয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা, আল্লাহ্‌র কোনও বিশেষ দান পেয়ে গর্ব করা, আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথে অহংকার করা এবং অনন্ত মহান-মর্যাদাবান আল্লাহ্‌'র বিধানের বিপরীতে খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা।[৪৬]

শয়তানের কব্জায় মানুষ কখন যায়

(হাদীস) হযরত কাতাদাহ্ বিন আইয়াশ্ আল্-জারশী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَنْ يَزَالَ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرَ ، فَإِذَا شَرِبَهُ خَرَقَ اللّٰهُ عَنْهُ سِتْرَهُ ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ وَلِيَّهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَرِجْلَهُ ، يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ شَرٍّ ، وَيَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ ـ

কোন মানুষ মদপান না করা পর্যন্ত আপন দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে উন্নতি করতে থাকে, কিন্তু যখন সে মদপান করে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে আপন হিফাযতের দায়িত্ব সরিয়ে নেন ও শয়তান তার বন্ধু হয়ে যায়। শুধু তাই নয় শয়তান তখন তার চোখ, কান ও পা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে সবরকমের মন্দকাজের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় ও যাবতীয় সৎকাজ থেকে তাকে বঞ্চিত করে দেয়।[৪৭]

প্রতারণার এক আজব কাহিনী

হযরত ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আমাদের এক বন্ধু রাতের বেলায় নিজের বাড়িতে নফল নামায পড়তেন। যখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলতেন, সেই সময় সাদা পোশাক পরে এক আগন্তুক তার কাছে এসে নামায শুরু করে দিত।

সেই আগন্তুকের রুকূ-সাজ্‌দা আমাদের বন্ধুটির রুকূ-সাজ্‌দার চাইতে ভালো হত। আগন্তুক বন্ধুটিকে (তার সুন্দর নামায দেখিয়ে) অবাক করে দেয়। বন্ধুটি সে কথা তার অন্য এক বন্ধুকে বলেন। সেই দ্বিতীয় বন্ধু কথাটা আমার কাছে উল্লেখ করে জানতে চান অমনটা কেমন করে হয়?

আমি বলি, আপনি সেই নামাযীকে বলুন (নামাযে) সূরাহ্ বাকারাহ্ পড়ে দেখতে। তা সত্ত্বেও যদি সেই আগন্তুক দাঁড়িয়ে থাকে তবে সে বুঝতে হবে এটা ফিরিশতা এবং এটা তার জন্য ভাল। (আর সূরা বাকারা শুনে) পালিয়ে গেলে বুঝতে হবে সে শয়তান।

দ্বিতীয় বন্ধু কথাটা সেই প্রথম বন্ধুকে বললেন। যথাসময়ে তিনি নামায শুরু করলেন। আগন্তুকও এসে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল তার সাথে। তারপর তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করলেন। অমনি সেই শয়তান পিঠটান দিল।[৪৮]

রাস্তা ভুলিয়ে দেওয়া শয়তান

(হাদীস) হযরত ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ لِإِبْلِيسَ مَرَدَةً مِنَ الشَّيَاطِينِ يَقُولُ لَهُمْ : عَلَيْكُمْ بِالْحُجَّاجِ وَالْمُجَاهِدِينَ فَأَضِلُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ـ

ইব্লীসের শয়তান-বাহিনীতে কিছু মারাদাহ্ (নামের অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির শয়তান) আছে। ইব্লীস তাদের বলে, তোমরা হাজী ও মুজাহিদদের কাছে যাও এবং তাদের রাস্তা ভুলিয়ে দাও।[৪৯]

শয়তানের এক বন্ধুর চারটি বিস্ময়কর ঘটনা

(এক)

মুহাম্মদ বিন ইস্মাত (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি বাগ্দাদে জনৈক শায়খের মুখে আব্দুল্লাহ্ বিন হিলাল (কুফার এক জাদুকর)-এর এই ঘটনা শুনেছি ঃ একদিন সে কুফার এক গলি দিয়ে যায়। সেখানে কোন এক মানুষের মধু পড়ে গড়িয়ে গিয়েছিল। ছেলেরা জড়ো হয়ে তা চাটছিল। এবং বলছিল, 'আল্লাহ ইব্লীসকে ঘৃণিত করুন! আল্লাহ্ ইব্লীসকে ঘৃণিত করুন।'

আব্দুল্লাহ্ বিন হিলাল ছেলেদের বলে, তোমরা ওরকম বলো না এবং বলো, 'আল্লাহ আমাদের তরফ থেকে ইব্লীসকে পুরস্কৃত করুন, সে মধু ফেলিয়েছে এবং আমাদের তা চাটার ভাগ্য হয়েছে।'

কথিত আছে, সেই সময় ইব্লীস আব্দুল্লাহ বিন হিলালের কাছে এসে তাকে বলে– 'তুমি আমার উপকার করেছ। কেননা তুমি বাচ্চাদেরকে আমাকে গালি দিতে মানা করেছ। আমি তোমাকে এর প্রতিদান দিতে চাই।'

এরপর ইব্লীস তার একটা আংটি নিয়ে আবদুল্লাহ বিন হিলালকে বলে, 'তোমার যে প্রয়োজনই পড়ুক, এর দ্বারা তা পূরণ করে নিও।'

সুতরাং আব্দুল্লাহ বিন হিলালের কোনও কিছুর দরকার পড়লে সেই শয়তানী আংটির মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ হয়ে যেত।[৫০]

(দুই)

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (জালিম প্রশাসক)-এর এক বাঁদী ছিল, যাকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। একদিন এক শ্রমিক হাজ্জাজের অন্দরমহলে কাজ করে। শ্রমিকটার চোখ পড়ে যায় সেই বাঁদীর দিকে। ফলে সে পড়ে যায় তার প্রেমে।

এরপর শ্রমিকটা যায় আবদুল্লাহ্ বিন হিলালের কাছে। লোকটা আবদুল্লাহ্ বিন হিলালেরও সেবাযত্ন করত। ওর কাছে গিয়ে সে তার মনের কথা খুলে বলল।

ইবনু হেলাল বলল, আজই আমি সেই বাঁদীকে তোমার কাছে এনে দেব।

সুতরাং রাতের অন্ধকারে ইবনু হিলাল সেই বাঁদিকে নিয়ে লোকটার কাছে পৌঁছেদিল। বাঁদীর কাছে রাতভর থাকল। এরপর থেকে ইবনু হিলাল রোজ রাতের বেলায় সেই বাঁদীকে লোকটার কাছে এনে দিত।

ক্রমশ ভয়ে-ভাবনায় আর রাত জাগার কারণে বাঁদীর রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একদিন সে হাজ্জাজের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলল, যখন মানুষ-জন ঘুমিয়ে পড়ে (অর্থাৎ গভীর রাতে), আমার কাছে একজন লোক আসে এবং আমাকে

নিয়ে এক যুবকের ঘরে যায়। রাতভর আমি তার ঘরে থাকি। কিন্তু সকাল হলে নিজেকে নিজের মহলেই দেখি।

কথিত আছে, হাজ্জাজ একটা জাফরানী রঙের সুগন্ধি থালা আনিয়ে সেটা বাঁদীর হাতে দিয়ে বললেন, তুমি সেই লোকটার ঘরে পৌঁছে গেলে এই থালাটা তার দরজায় লাগিয়ে দিও।

বাঁধী ওরকমই করল।

এদিকে হাজ্জাজ কিছু পাহারাদারও পাঠিয়ে দিলেন। তারা এক সময় সেই যুবককে ধরে আনল। হাজ্জাজ তাকে বললেন, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি, সত্যি কথা বল, ব্যাপারটা কী?

সে তখন সমস্ত ঘটনা শোনাল।

হাজ্জাজ, আবদুল্লাহ বিন হিলালকে তলব করে বললেন, ওরে আবদুল্লাহ! সারা দুনিয়া ছেড়ে কেবল আমার সাথে এই পাঁয়তারা করার দরকার পড়েছিল তোর?

এরপর হাজ্জাজ (আবদুল্লাহ্ বিন হিলালকে কতল করার জন্য) তলোয়ার ও চামড়ার ফরাশ আনার হুকুম দিলেন।

কথিত আছে, আবদুল্লাহ সেই সময় সুতোর একটা গুলি বের করে এবং সুতোর একটা কিনারা হাজ্জাজের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, আমাকে কতল করার আগেই আমি আপনাদের একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছি। এরপর সে নিজেকে সেই সুতোয় জড়িয়ে সুতোর গুলিটা উপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। অম্নি সে উপরে উঠতে থাকে। উঠতে উঠতে সে মহলের সবচেয়ে উপরের তলার সমান উঁচুতে পৌঁছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'ওহে হাজ্জাজ! তুমি আমার কিচ্ছু করতে পারবে না!' এরপর সে ফেরার হয় যায়।[৫১]

(তিন)

হাজ্জাজ একবার ঘটনাচক্রে আব্দুল্লাহ বিন হিলালকে গ্রেফতার করে জেলখানায় বন্ধি করে দেয়। জেলের ভিতর দিয়ে আবদুল্লাহ্ মাটিতে একটা নৌকার ছবি আঁকে। তারপর অন্যান্য কয়েদীদের বলে, যারা বসরায় যেতে চাও তারা আমার সাথে এই নৌকায় সওয়ার হয়ে যাও। কিছু লোক কথাটা তামাশা ভেবে উড়িয়ে দেয়। আবার কিছু লোক সত্যি সত্যি সেই নৌকায় উঠে পড়ে। তারপর কেউ তাদেরকে সেই জেলে আর দেখতে পায়নি।[৫২]

(চার)

আহ্মাদ বিন আব্দুল মালিক (রহঃ) বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ বিন হিলাল ছিল শয়তানের বন্ধু। শয়তানের খাতিরে সে আসরের নামায পড়ত না। ওই সময়ে তার কাজ সম্পূর্ণ হত। একবার একটা লোক তার কাছে এসে বলে, আমার এক

ধনী প্রতিবেশী আছেন। তিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি উপকার করেন। তাঁর একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। মেয়েটিকে আমি ভালোবাসি। আমি চাইছি, তুমি আমার জন্য ইবলিশের কাছে সুপারিশ লিখে দাও। যাতে সে কোনও শয়তানকে আমার জন্য ওই মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠায়।

কথিত আছে, আব্দুল্লাহ্ বিন হিলাল ইব্লীসকে এরকম চিঠি লেখে 'যদি তুমি তোমার ও আমার চাইতেও বেশি নিকৃষ্ট কাউকে দেখতে চাও, তবে এই পত্রবাহককে দেখে নাও এবং এর কাজটা করে দাও।'

এরপর আবদুল্লাহ বিন হিলাল সেই লোকটাকে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলে, তুমি এই জায়গায় দেখ। তারপর তার চারদিকে একটা বৃত্ত এঁকে দিয়ে বলে, যখন তুমি কাউকে দেখতে পাবে, তাকে এই চিঠিটা দেবে।

সুতরাং লোকটা ওরকম করল। এক সয় তার সামনে দিয়ে শয়তানদের একটা দল গেল। অবশেষে তার সামনে বসে থাকা এক পাকা বুড়ো এল। আসনটা চারটে শয়তান উঁচু করে ধরে রেখেছিল। লোকটা শয়তান (বুড়ো)-কে দেখতে পেয়ে দূর থেকে চিঠিটা দেখাল। শয়তান তার কর্মীদের দিয়ে চিঠিটা নিয়ে নিল। তারপর সেটা পড়ল। পড়ার পর তাতে চুমু দিয়ে মাথার উপর রাখল। ফের সেটা পড়ল। তারপর চিৎকার করে উঠল। বুড়ো শয়তানের চিৎকার শুনে আগে চলে যাওয়া শয়তানরাও তার কাছে ফিরে এল এবং পিছনের শয়তানরাও এসে জড়ো হল। সবাই জানতে চাইল, ব্যাপার কী?

শয়তান বলল, এটা আমার এক বন্ধুর চিঠি। সে এতে লিখেছে : 'যদি তুমি তোমার ও আমার চাইতেও বেশি নিকৃষ্ট কাউকে দেখতে চাও, তবে এই পত্রবাহককে দেখে নাও এবং এর কাজটা করে দাও।'– সুতরাং তোমার আমার কাছে একটা বোবা, কালা ও অন্ধ শয়তানকে নিয়ে এসো এবং তাকে সেই (ধনী) ব্যক্তির বাড়িতে পাঠাও, যাতে সে তার মেয়েকে বিয়ের পয়গাম দিয়ে আসে।[৫৩]

প্রমাণসূত্র :

(১) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্নু দুন্ইয়া। তাল্বীসুল ইব্লীস, সূত্র ইব্নু আবিদ দুন্ইয়া ও ইব্নু হিব্বান। মুস্তাদ্রাকে হাকিম, ৪ : ৩৫০। মাজ্মাউয যাওয়াদ, ১ : ১১৪। মুসলিম (২৮১৩)। আহ্মাদ, ৩ : ৩৩৬। আবূ নুআইম, ৭ : ৯২, হিল্ইয়াহ্।

(২) তিরমিযী, কিতাবুর্ রিযাত্ত, বাব ১৮, হাদীস ১১৭৩। সহীহ্ ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ১৬৮৬। কান্যুল উম্মাল, হাদীস ৪৫০৪৫। নাস্বুর রাইয়াহ্, ১ : ২৯৮। দুররুল মানসূর, ৫ : ১৯৬। সহীহ্ ইব্নু হিব্বান, ৩৩৯।

(৩) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্নু আবিদ্ দুন্ইয়া/ তাল্বীসুল ইব্লীস। ইহ্ইয়াউল উলূম, ৩ : ৯৭।

(৪) যামমুদ দুনইয়া, ইব্নু আবিদ দুনইয়া। শুআবুল ঈমান, বায়হকী। তারীখে মিসর, ইব্নু ইয়ূনুস। মুসনাদ আল ফিরদাউস। তারীখে ইব্নু আসাকির। হুল্ইয়াতুল আউলিয়া, ৬ : ৩৮৮। জামিই সগীর, হাদীস ৩৬৬২। ইহ্ইয়াউল উলূম ৩ : ১৯৭, ৪০১। আত্-তায্কিরাহ্, যারকাশী, বাব আয্-যুহ্দ। আদ্-দুররুল মুন্তাশিরাহ্, হাদীস ১৮৫। ফাইযুল জাওযী কদীর, মুনাবী, ৩ : ৩৬৮। আল-আস্রারুল মার্ফুআহ্, ১৬৩।

(৫) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্নু আবিদ দুন্ইয়া। তাল্বীসুল ইব্লীস, ইবনুল জাওযী। ইহ্ইয়াউল উলূম, ৩ : ৯৭।

(৬) কিতাবুয্ যুহ্দ, ইমাম আহ্মাদ। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী।

(৭) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্নু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(৮) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্নু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(৯) মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, ইব্ন আবিদ্ দুন্ইয়া। ইহ্ ইয়াউল উলূম, ৩ : ৩৮।

(১০) মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, ইব্নু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(১১) মুস্নাদে আহ্মাদ, ৬ : ৪৩৯, ৪৬৪। আবূ দাউদ, কিতাবুত্ ত্বাহারত্, বাব ১০৯, হাদীস ১২৮। তিরমিযী, কিতাবুত্ ত্বহারাত্, বাব ৯৫। সুনানু দারিমী, কিতাবুল উযু, বাব ৯৪। মুআত্তা মালিক, কিতাবুল হাজ্জ, হাদীস ১২৪।

(১২) নাওয়াদিরুল উসূল, হাকীম তিরমিযী।

(১৩) তবারানী।

(১৪) বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ৪৪। মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস ১৪৬। মিশকাত ৬৯। কান্যুল উম্মাল, ৩২৩২৫। তাফ্সীর ইব্নু জারীর, ৩ : ১৬২।

(১৫) সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৩৬।

(১৬) বুখারী, কিতাবু বাদ্য়িল খল্ক, বাব ১১। মুস্নাদে আহ্মাদ, ২ : ৫২৩।

(১৭) সহীহ্, মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস ১৪৮।

(১৮) শারহু মুস্লিম, নাওবী।

(১৯) মুসান্নিফে আবদুর রায্যাক। মুসান্নিফে ইব্নু আবী শায়বাহ্। কিতাবুল অস্অসাহ, ইবনু আবী দাউদ।

(২০) বুখারী, কিতাবুত্ তাহাজ্জুদ, বাব ১২। মুস্লিম হাদীস ২০৭, মিনাল মুসাফিরীন, আবূ দাউদ, ফিত্-তাত্বউউ, বাব ১৮। ইব্নু মাজাহ্, ইকামাত্, বাব ১৭৪। মুআত্তা মালিক, হাদীস ৯৫, মিনাস্ সাফার, মুস্নাদে আহ্মাদ, ২ : ২৪৩। বায়হাকী, ২ : ৫০১; ৩ : ১৫। ইব্নু খুযাইমাহ্, হাদীস ১১৩১। মুসনাদে হামীদী, হাদীস ৯৬০।

(২১) বুখারী, ৪ : ১৪৮। মুসলিম, সলাতুল মুসাফিরীন, বাব ২৮। নাসায়ী, ৩ : ২০৪। মুস্নাদে আহ্মাদ, ১ : ৪২৭। বায়হাকী, ৩ : ১৫। ইব্নু আবী শায়বাহ্, ২ : ২৭১। কানযুল উম্মাল, ৪১৩৮২। আল্-বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্, ১ : ৬৩। হিল্ইয়াহ্, আবূ নুআইম, ৯ : ৩২০। ইব্নু মাজাহ্, বাব ৭৪, ফিল-ইমামাত।

(২২) বুখারী, তাঅবীরুর্ রুউউয়া, বাব- ৩,৪,১০,১৪। মুসলিম, ফির-রুউইয়া, হাদীস ২০১। আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ৮৮। তিরমিযী, কিতাবুর, বাব ৫। ইব্নু মাজাহ্,

কিতবুর্ রুউইয়া, বাব ৫। দারিমী, কিতাবুর্ রুউইয়া, বাব ৫।

(২৩) ইব্নু মাজাহ্, কিতাবুর্ রুউইয়া, বাব ৩। তবারানী, কাবীর, ১৮ ঃ ৬৪। তামহীদ ইব্নু আব্দুল বার্র। ফাত্হুল বারী / কান্যুল উম্মাল।

(২৪) সুনানু তির্মিযী, কিতাবুল আহ্কাম, বাব ৪। সুনানু ইব্নু মাজাহ্, কিতাবুল আহ্কাম, বাব্ ২। মুস্নাদে আহ্মাদ, ৫ ঃ ২৬। জাম্উল জাওয়ামিই, হাদীস ৯৬৭৪। ফাত্হুল বারী, ১৩ ঃ ১২০।

(২৫) মুস্নাদে আহ্মাদ, ২ ঃ ৪৪৩। ইব্নু মাজাহ্, কিতাবুল ইকামাত, বাব ৭০, ১০৫২। মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস ১৩৩। বায়হাকী, ২ ঃ ৩১২। সহীহ্ ইব্নু খুযাই্মাহ্, ৫৪৯। শার্হুস্ সুন্নাহ্, ৩ ঃ ১৭৪। মিশ্কাত্, ৮৯৫। নাস্বুর রাইয়াহ্, ২ ঃ ১৭৮। হিল্ইয়াহ্, ৫ ঃ ৬০। তার্গীব, ২ ঃ ২৫৬। তাখ্রীজে ইহ্ইয়াউল উলূম ইরাকী, ১ ঃ ১৪৯। যুহ্দে ইব্নে মুবারক, ৩৫৩। ইবনে কাসীর, ৫ ঃ ৩৩৯। দুররুল মানসুর, ৩ ঃ ১৫৮। তারীখে বাগ্দাদ, ৭ ঃ ৩২৪। আত্হাফুস্ সাদাতুল মুত্তাকীন, ৩ ঃ ১৯। কান্যুল উম্মাল, ৩১০৮। আল্-বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্, ১ ঃ ৯১।

(২৬) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্নু অবিদ্ দুন্ইয়া। কান্যুল উম্মাল, হাদীস ২১২৭।

(২৭) মুসান্নিফে আব্দুর্ রায্যাক। ইব্নু আবিদ্ দুন্ইয়া।

(২৮) মুসান্নিফে আব্দুর রায্যাক।

(২৯) তবারানী।

(৩০) তবারানী। ইব্নু আবী শায়বাহ্।

(৩১) তিরমিযী, কিতাবুল আদাব, বাব ৮৭৭, হাদীস ৪৭৪৮। মিশ্কাত ৯৯৯। হাবিউল লিলফাতাওয়া, ১ ঃ ৫৩৫। কান্যুল উম্মাল, ১৯৯৫২। মুস্তাদ্রাকে হাকিম, ৪ ঃ ২৬৪। মুস্নাদে হামীদী ১১৬১। ইব্নু খুযাই্মাহ্, ৯২১। আত্হাফুস্ সাদাতুল মুত্তাকীন, ৬ ঃ ২৮৭। কান্যুল উম্মাল, ২৫৫২৯। আমালুল ইয়াউমি অল্-লাইলাহ্ ইব্নুস্ সুন্নী, ২৬০। কাশ্ফুল খিফা, ২ ঃ ৯৭।

(৩২) ইব্নু আবী শায়বাহ্।

(৩৩) আব্দুর্ রায্যাক।

(৩৪) তির্মিযী, কিতাবুল বির্র, বাব ৬৬।

(৩৫) মুস্নাদে আহ্মাদ, ২ ঃ ২৩০। মাজ্মাউয্ যাওয়াঈদ, ১ ২৪২। জাম্উল্ জাওয়ামিই্, ৬১১৫। কান্যুল উম্মাল ১৭৭২। তাফ্সীর ইব্নু কাসীর, ৮ ঃ ৫৫৯।

(৩৬) মুস্নাদে আহ্মাদ, ৩ ঃ ২৬০। নাসায়ী, ২ ঃ ৯২। কান্যুল উম্মাল, হাদীস ২০৫৮০।

(৩৭) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্নু আবিদ দুন্ইয়া।

(৩৮) ইব্নু জুরাইজ।

(৩৯) বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব ২৫, ১২৮। আবূ দাউদ, ৫০২৮। তির্মিযী, কিতাবুল আদাব, বাব ৭। মুস্নাদে আহ্মাদ, ২ ঃ ২৬৫, ৪২৮, ৫১৭। বায়হাকী, ২ ঃ ২৮৯। মুস্তাদ্রাক্, ৪ ঃ ২৬৩, ২৬৪। জাম্উল জাওয়ামিই, হাদীস ৫২০৩, ৫২০৪। কান্যুল উম্মাল, ২৫৫১১, ২৫৫২৬, ২৫৫৪০। ইব্নু খুযাইমাহ্, ৯২২। মিশ্কাত, ৩৭৩২ আল্-আয্কার, নাওবিয়াহ্। শারহুস্ সুন্নাহ্।

(৪০) তিরমিযী, কিতাবুল আদাব, বাব ৭। মুস্তাদ্রাক, ৪ ঃ ২৬৪। মুস্নাদে হামিদী, ১১৬১। ইব্নু খুযাইমাহ্, ৯২১। আত্হাফুস্ সাদাহ্, ৬ ঃ ২৮৭। কানযুল উম্মাল, ২৫৫২৯। আমালুস্ ইয়াউমি অল্-লাইলাহ্, ইব্নুস সুন্নী ২৬০। কাশ্ফুল খিফা, ২ ঃ ৯৭।

(৪১) বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব ১২৮। মুসলিম, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস ৫৭, ৫৮, ৫৯। মুসনাদে আহ্মাদ ২৪২২; ৩ ঃ ৩৭; ৯৩, ৯৬। আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ৮৯। তিরিমিযী, কিতাবুল আদাব, বাব ৭। ইব্নু মাজাহ্, কিতাবুল ইকামাত্, বাব ৪২। দারিমী, কিতাবুস্ সলাত, বাব ১০৬। মুসন্নিফে আব্দুর্ রায্যাক, ৩৩২৫। শার্হুস্ সুন্নাহ্, ১২ ঃ ৩১৫। কান্যুল উম্মাল, ২৫৫৩৫, ২৫৫৩৭, আল্-আদাবুল মুফ্রাদ্, ৯৪৯। ফাত্হুল বারী, ১০ ঃ ৬১২। কামিল, ইব্নু আদী ৪ ঃ ১৪৬১।

(৪২) আমালুল ইয়াউমি আল্-আদাবুল মুফ্রাদ্, ৯৪৯। ফাত্হুল বারী, ১০ ঃ ৬১২। কামিল, ইব্নু আদী ৪ ঃ ১৪৬১।

(৪২) আমালুল ইয়াউমি অল্-লাইলাহ্, ইব্নুস্ সুন্নী, হাদীস নং ২৬৪।

(৪৩) আবূ দাউদ। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী। আত্হাফুস্ সাদাতুল মুত্তাকীন, ৬ ঃ ২৮৭। কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৫৫৩২।

(৪৪) ইব্নু আবী শায়বাহ্।

(৪৫) আবূ নুআইম। আল্-জামিউল কাবীর, ১ ঃ ৯২৯। কান্যুল উম্মাল, হাদীস নং ১৯০৬১, খণ্ড ৭।

(৪৬) মাকারিমুল্ আখ্লাক, ইব্নু লাল। ইব্নু আসাকির। আল্ জামিউল কাবীর, ১ ঃ ২৬৪। তারীখে কাবীর, বুখারী, ৮ঃ ৩২১। দুররুল মান্সূর, ৪ ঃ ১১৬। কান্যুল উম্মাল, ১২৩৯। আল-বিদায়াহ্ অন্-নিহায়াহ্, ৮ ঃ ২৪৫। দাইলামী, ২০৮, হাদীস নং ৭৯৩। জাম্উল জাওয়ামিই, ৭০১৭। বায়হাকী।

(৪৭) তবারানী, কাবীর, ১৯ ঃ ১৫। আল্-জামিই আস্সগীর, ৭৩৮৯। ফাইযুল ক্বদীর, ৫ ঃ ৩০২।

(৪৮) হিকায়াতুস সুফিয়্যাহ্, আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন বাকূবাহ্, শীরাযী।

(৪৯) জামিউল কাবীর, ১ ঃ ২৫৪। মাজ্মাউয্ যাওয়াঈদ, ৩ ঃ ২১৫। আত্হাফুস্ সাদাতিল মুত্তাকীন, ৭ ঃ ২৮৮। ত্বাবারানী কাবীর, ১১ ঃ ১৬২। কান্যুল উম্মাল, ১১৭৯৪, ১১৮৫৪।

(৫০) কিতাবুল আজায়িব, মুহাম্মদ বিন মুন্যির। লিসানুল মীযান, ইব্নু হাজার আস্কালানী, ৩ ঃ ৩৭২।

(৫১) কিতাবুল আজায়িব, আবূ আব্দুর রহ্মান মুহাম্মদ ইব্নুল মুন্যির হারাবী। লিসানুল মীযান, ৩ ঃ ৩৭৩।

(৫২) কিতাবুল আজায়িব। লিসানুল মীযান, ৩ ঃ ২৭৩।

(৫৩) কিতাবুল আজায়িব। লিসানুল মীযান, ৩ ঃ ২৭৩, ২৭৪।

হযরত জিব্‌রাঈলের থাপ্পর খেয়েছে শয়তান

হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়া (রহঃ) বলেছেন ঃ একবার ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে ইব্‌লীস তাঁকে বলে, আপনার ব্যক্তিত্ব এত উন্নত যে আপনি প্রভুত্বের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। আপনি শৈশবে, কোলে, থাকা-অবস্থায়, কথা বলেছেন। আপনার আগে কেউই ওই বয়সে কথা বলেনি।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, প্রভুত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্য কেবল আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি আমার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, ফের মৃত্যু দেবেন, ফের জীবিত করবেন।

শয়তান বলে, আপনিই তো প্রভুত্বের উচ্চস্তরে পৌঁছেছেন, শুধু তাই নয়, আপনি মৃতকেও তো জীবিত করে দিয়েছেন।

হযরত ঈসা বলেন, না, বরং যাবতীয় প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যিনি আমাকেও মৃত্যু দেবেন এবং তাকেও মৃত্যু দেবেন, যাকে আমি (আল্লাহর হুকুমে) জীবিত করেছি। তারপর তিনি ফের আমাকে জীবিত করবেন।

শয়তান বলে আল্লাহর কসম! আপনি আসমানেরও খোদা এবং পৃথিবীরও খোদা! সেই সময় হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) তাঁর ডানা দিয়ে শয়তানকে এমন থাপ্পড় মারলেন যে, সে সূর্যের কাছে গিয়ে পড়ে। তারপর হযরত জিব্‌রাঈল ফের এক থাপ্পড় মেড়ে তাকে সাত সমুদ্রের তলদেশে পাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন।

সেখান থেকে শয়তান একথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসে– (হযরত) ঈসার থেকে যে অপমান আমি পেয়েছি, এমন অপমান কেউ কখনও কারও কাছ থেকে পায়নি।[১]

শয়তানকে আরও একবার জিব্‌রাঈলী প্রহার

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ অহী নাযিল হবার সময় শয়তান তা শুনত। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নুবুওয়ত দিয়ে পাঠানোর পর আল্লাহ্ তাআলা শয়তানদের অহী শোনা বন্ধ করে দেন। শয়তানরা তখন ইব্‌লীসের কাছে গিয়ে অহী শুনতে না পারার কথা জানায়। ইব্‌লীস বলে, নিশ্চয়ই কোন বড় ধরনের কিছু ঘটেছে। এরপর সে (মক্কায় আবূ কুবাইশ পর্বতে উঠে, নবী করীম (সাঃ)-কে মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে দেখতে পেয়ে বলে, আমি এক্ষুণি গিয়ে ওর ঘাড় মটকে দিয়ে আসছি। সেই সময় হযরত জিব্‌রাঈল নেমে এসে এমন থাপ্পড় মারেন যে, সে বহুদূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে।[২]

শয়তান থেকে 'অহী' সুরক্ষার্থে ফিরিশতাদের অবতরণ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُوْلٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

(আল্লাহ্ তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না ...) ... তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ রসূলের সামনেও পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।[৩]

অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ অহী অবতীর্ণের সময় যাতে শয়তানরা তা শুনে নিয়ে কাউকে না বলে দিতে পারে কিংবা কোন অস্‌ওসার প্রসার ঘটাতে না পারে সেজন্য আল্লাহ্ ওয়াহ্‌য়ীর সাথে পাহারাদার ফেরেশতাদের পাঠান। নবী করীম (সাঃ)-এর এরকম পাহারাদার ফেরেশ্‌তা ছিলেন চারজন।[৪]

জামাআত-বিচ্ছিন্ন মুসলমান শয়তানের শিকার

(হাদীস) হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَعَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ ـ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতের আরাম-আয়েশ পেতে চায়, সে যেন অবশ্যই জামাআত-বদ্ধ হয়ে হয়ে থাকে। কেননা একা থাকা-ব্যক্তির সাথে শয়তান থাকে, দু'জনের সাথে থাকে খুব।[৫]

(হাদীস) হযরত উর্‌ওয়াহ্ (রাঃ) বলেছেন, আমি শুনেছি, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَالشَّيْطَانُ مَعَ مَنْ يُخَالِفُ الْجَمَاعَةَ

আল্লাহ্‌র সাহায্য-সহযোগিতা থাকে জামাআতের সাথে, আর জামাআতের বিরোধিতা যে করে, তার সাথে শয়তন।[৬]

(হাদীস) হযরত উসামাহ্ বিন শারীক (রাঃ) বলেছেন, আমি জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ

يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَإِذَا اشَذَّ الشَّاذُّ مِنْهُمْ اِخْتَطَفَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ كَمَا يَخْطَفُ الذِّئْبُ الشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ

আল্লাহ্‌র সাহায্য-সহযোগিতা থাকে জামাআতের সাথে; যখন কেউ জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন শয়তান তাকে পাক্‌রাও করে এমনভাবে, যেভাবে নেকড়ে বাঘ পাকড়াও করে দলছুটা ছাগলকে।[৭]

(হাদীস) হযরত ইব্‌নু মাস্‌ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে একটি সরল রেখা অঙ্কন করার পর বলেন–

هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ـ

এই সোজা রাস্তাটি হল আল্লাহ্‌র পথ। তোমরা এর অনুসরণ করবে। অন্যপথে চলবে না। তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।(৮)

(হাদীস) হযরত মাআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ

শয়তান হল মানুষের নেকড়ে, যেমন আছে ছাগলের নেকড়ে, যে (দলছুট) ছাগলকে শিকার করে কাছ থেকেও দূরে থাকে। সুতরাং তোমরা নিজেদের বাঁচাও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া থেকে এবং নিজেদের জন্য জরুরী করে নাও জামাআত, জনসমাজ ও মসজিদকে।(৯)

মুমিনের সাফল্যে ফেরেশতাদের অভিনন্দন

আব্‌দুল আযীয বিন রফাঈ (রহঃ) বলেছেন ঃ মুমিন মানুষের রূহ্, যখন আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়, ফেরেশতারা বলে, সুব্‌হান্নাল্লাহ! ইনি শয়তানের হাত থেকে বেঁচে এসেছেন। বাহ্‌বা ইনি বড় সফলতা পেয়েছেন।(১০)

মৃত্যুপথযাত্রীকে শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচানোর উপায়

(হাদীস) হযরত ওয়াসিলাহ্ বিন আস্‌কুঅ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

أَحْضِرُوْا أَمْوَاتَكُمْ وَلَقِّنُوْهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَبَشِّرُوْهُمْ بِالْجَنَّةِ فَإِنَّ الْحَكِيْمَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَتَحَيَّرُ عِنْدَ ذٰلِكَ الْمَصْرَعِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ مِنِ ابْنِ آدَمَ عِنْدَ ذٰلِكَ الْمَصْرَعِ ـ

তোমরা তোমাদের মরণোন্মুখ ব্যক্তিদের কাছে উপস্থিত থাকবে এবং তাদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র তালক্বীন করবে ও তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবে। কেননা মৃত্যুর ওই বিভীষিকার সময় বড় জ্ঞানী-গুণী নারী-পুরুষও হতভম্ব হয়ে

যায় এবং মৃত্যুর ওই কঠিন মুহূর্তে শয়তান (ঈমান লুঠ করার জন্য) মানুষের খুব কাছাকাছি এসে যায়।(১১)

নামাযী থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় মালাকুল মঊত

জাঅ্‌ফর বিন মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমাদের কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, মালাকুল মঊত নামাযের সময় (নামাযী) মানুষদের সাথে মুসাফাহা করেন। জান কব্‌য্ করার সময় মালাকুল মঊত সংশ্লিষ্ট মানুষটিকে দেখতে থাকেন এবং যদি তাকে নামায আদায়কারী দেখেন, তবে তার কাছাকাছি গিয়ে শয়তানকে তাড়িয়ে দেন এবং তিনি নিজেই তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র তালক্বীন করেন।(১২)

শয়তানদের থেকে হিফাযতের তদবীর

(হাদীস) হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ وَأَغْلِقُوْا أَبْوَابَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَخَمِّرُوْا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَوْ أَنْ تَعْرِضُوْا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوْا مَصَابِيْحَكُمْ ـ

যখন রাত শুরু (অর্থাৎ সন্ধ্যা) হয়, তখন তোমরা নিজেদের বাচ্চাদের (বাইরে বের হওয়া থেকে) আটকে রাখবে। কেননা ওই সময় শয়তানরা (ফিতনা ছড়ানোর জন্য) পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর কিছু সময় (ঘণ্টাখানেক) কেটে গেলে বাচ্চাদের ছেড়ে দেবে এবং (রাতের বেলায়) তোমাদের ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দেবে, (বন্ধ করার সময়) 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলবে। কেন না বন্ধ দরজা শয়তান খুলতে পারে না। (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ করলে শয়তান ঢুকতে পারে না।) আর নিজেদের পাত্রগুলো ঢেকে দেবে এবং (সেগুলো ঢাকার সময়) আল্লাহ্‌র নাম নেবে (বিস্‌মিল্লাহ বলবে), চাই তাতে যাই হোক। আর (শোবার সময়) প্রদীপ নিভিয়ে দেবে (যাতে কোনও জ্বিন অথবা ইঁদুর প্রভৃতির কারণে কোনও কিছুতে আগুন না লাগে।(১৩)

শয়তানের অনিষ্ট নিবারণে পায়রা ব্যবহার

(হাদীস) হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِتَّخِذُوا الْحَمَامَاتِ الْمَقْصُوْصَاتِ فِى الْبُيُوْتِ فَاِنَّهَا تُلْهِى الشَّيْطَانَ عَنْ صِبْيَانِكُمْ

তোমরা বাড়িতে ডানাকাটা পায়রা রাখবে। ওগুলো তাদের বাচ্চাদের পরিবর্তে নিজেদের সাথে শয়তানদের মশগুল রাখবে।[১৪]

(হাদীস) হযরত ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِتَّخِذُوْا هٰذِهِ الْمَقَاصِيْصَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّهَا تُلْهِى الْجِنَّ عَنْ صِبْيَانِكُمْ

তোমরা নিজেদের বাড়িতে ডানা কাটা পায়রা রাখবে, ওগুলো তোমাদের বাচ্চাদের থেকে জ্বিনকে সরিয়ে নিজেদের দিকে মনোযোগী করবে।

*** প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুনাবী (রহঃ) বলেছেনঃ** কবুতর, ঘুঘু, ও এ জাতীয় অন্যান্য সুন্দর পাখি, বিশেষত লাল পায়রা, সৌন্দর্যের কারণে জিনদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে। ফলে জ্বিনরা বাচ্চাদের বদলে ওগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এবং এভাবে বাচ্চারা জ্বিন ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে।[১৬]

শয়তানদের দাওয়াই আযান

ইমাম মালিক বিন আনাস (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত যায়েদ বিন আস্‌লাম (রহঃ) কে বানী সুলাইমের খনি এলাকার দায়িত্বভার দেওয়া হয়। এই খনি এলাকাটি ছিল এমন, যেখানে জ্বিনরা মানুষের উপর চড়াও হত। ওই এলাকার দায়িত্ব পাবার পর লোকেরা হযরত যায়েদ বিন আসলামের কাছে গিয়ে জ্বিনের বিষয়ে অভিযোগ করে। তিনি ওদের জোরালো আওয়াজে আযান দিতে বলেন। সুতরাং লোকেরা (জ্বিনের প্রভাব দেখা মাত্রই) আযান দিতে থাকে। ফলে সেই বিপদ দূর হয়ে যায়।[১৭]

শয়তানকে গালি দিতে মানা

(হাদীস) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ وَتَعَوَّذُوْا بِا للّٰهِ مِنْ شَرِّهِ

তোমরা শয়তানকে গালি দিও না বরং তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাও।[১৮]

মসজিদ থেকে বের হবার সময় বিশেষ দুআ

(হাদীস) হযরত আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَدَاعَتْ جُنُوْدُ اِبْلِيْسَ وَاَجْلَبَتْ وَاجْتَمَعَتْ كَمَا يَجْتَمِعُ النَّحْلُ عَلٰى يَعْسُوْبِهَا فَاِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اِبْلِيْسَ وَمجُنُوْدِهٖ فَاِنَّهٗ اِذَا قَالَهَا لَمْ تَضُرَّهٗ -

তোমাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হতে চাইলে ইবলীসের সৈন্যরা একে অপরকে ডাকাডাকি করে, ফলে মৌমাছিদের চাকে জড়ো হওয়ার মতো শয়তানের দলবল দৌড়াদৌড়ি করে তার কাছে গিয়ে জড়ো হয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মসজিদ থেকে বের হবে, সে যেন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে– 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ইব্‌লীসা আ জুনূদিহী'– (হে আল্লাহ্, ইব্‌লীস ও তার দলবলের থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাইছি)! এই দুআ পড়লে শয়তানরা তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।[১৯]

শয়তানদের থেকে সুররক্ষার একটি পদ্ধতি

(হাদীস) হযরত আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَجِيْفُوْا اَبْوَابَكُمْ واكْفِئُوْا اٰنِيَتَكُمْ وَاَوْكِئُوْا اَسْقِيَكُمْ وَاطْفِئُوْا سُرجَكُمْ فَاِنَّهُمْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ بِالتَّسَوُّرِ عَلَيْكُمْ -

তোমরা (আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, অর্থাৎ বিস্‌মিল্লাহ বলে) দরজা বন্ধ করবে, পাত্র ঢেকে দেবে, মশকের মুখ বাঁধবে ও চেরাগ নিভিয়ে ফেলবে। তাহলে জ্বিন-শয়তানদেরকে তোমাদের ওইসব জিনিসে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।[২০]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) মাকায়িদুশ্ শায়তান, ইব্‌নু আবিদ দুন্‌ইয়া।
(২) দালায়িলুন্ নবুওত, আবূ নূআইম।
(৩) সূরা জ্বিন, আয়াত ২৭।
(৪) তাফসীরে বায়ানুল কোরআন, সূরা জ্বিন, আয়াত ২৭।
(৫) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ১ ঃ ২৬। তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, বাব। মুস্‌তাদরাকে হাকিম,

১ ঃ ১১৪। নাস্‌বুর রায়াৎহ্‌ ৪ ঃ ২৫০। কান্‌যুল উম্মাল, ৩২৪৮৮। আশ্‌-শরীআহ্‌, ইমাম আজারী (রহঃ) হাদীস নং ৭। তাল্‌বীসুল ইব্‌লীস, ৫।

(৬) ইব্‌নু সায়িদ। তাল্‌বীসুল ইব্‌লীস ৬। তবারানী, কাবীর, ১৭ ঃ ১৪৪।

(৭) দারেকুত্বনী। তির্‌মিযী। কাশ্‌ফুল খিফা, ২ ৫৪৭, হাদীস ৩২২৩। তবারানী কাবীর, ১ ঃ ১৫৩।

(৮) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ১ ঃ ৪৬৫। আশ-শারীআহ্‌, ইমাম আজারী, ১০, ১২। দুররুল মানসূর, ৩ ঃ ৫৬

(৯) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৫ ঃ ২৩৩, ২৪৩। মাজ্‌মাউয্‌ যাইয়াঈদ, ২ ঃ ২৩, ৫ ঃ ২১৯। জাম্‌উল জাওয়ামিই, ২৬৩৮। কান্‌যুল উম্মাল, ১০২৬, ২০৩৫৫। মিশ্‌কাত, ১৪৮। তাফ্‌সীর, ইব্‌নু কাসীর, ৪ ঃ ৬২। তাল্‌বীসুল ইব্‌লীস, ৭। হুল্‌ইয়াতুল আউ্‌লিয়া, ২ ঃ ২৪৭। আত্‌হাফুস্‌ সাদাতিল মুত্তাকীন, ৬ ঃ ৩৩৭। তার্‌গীব অত তার্‌হীব, ১ ঃ ২১৯। ইব্‌নু মাজাহ্‌, মুকাদ্দমাহ্‌।

(১০) যাওয়াইদুয্‌ যুহ্‌দ, ইমাম আব্‌দুল্লাহ বিন আহ্‌মাদ।

(১১) হিল্‌ইয়াহ্‌, আবূ নূআইম।

(১২) ইব্‌নু আবী হাতিম।

(১৩) বুখারী, বাদ্‌উল খল্‌ক, বাব ১৬, ১১, প্রভৃতি। মুস্‌লিম, কিতাবুল আশ্‌রাবাহ্‌, হাদীস ২২। তিরমিযী, কিতাবুল আতআমাহ্‌, বাব ১৫; আল্‌-আদাবা, বাব ৭৪। দারিমী, কিতাবুল আশ্‌রাবাহ্‌, বাব্‌ ২৬। মুআত্তা মালিক, বাব সিফাতুন নাবী, হাদীস ২১। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ ২ ঃ ৩৬৩, ৩ ঃ ৩০১, ৩১৯, ৩৭৪, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯৫; ৫ ঃ ৫২। মিশ্‌কাত, ৪২৯৪। কান্‌যুল উম্মাল, ৪৫৩২২। শার্‌হুস্‌ সুন্নাহ্‌, ১১ ঃ ৩৯০।

(১৪) মাসায়িলাহ্‌, কির্‌মানী। তারীখে বাগ্‌দাদ, ৫ ঃ ২৭৯। আল্‌-মাজ্‌রূহীন, ইব্‌নু হিব্বান, ২ ঃ ২৫০। মীযানুল ইই্‌তিদাল, ৫৫৬৪, ৭৫৪৭।

(১৫) আল-ইল্‌কাব, শারীযী। তারীখে বাগ্‌দাদ, ৫ ঃ ২৭৯। মুস্‌নাদে ফিরদাঊস, দাইলামী (২৬০), ১ ঃ ৮৩। আল্‌-জামিউল আস্‌-সগীর (১০২)। ফাইযুল কদীর, ১ ঃ ১১১। ইব্‌নু আদী। মাজ্‌রূহীন, ইব্‌নু হিব্বান, ২ ঃ ২৫০। মীযানুল ইহ্‌তিদাল, ৫৫৬৪, ৭৫৪৭। আল-মীনারুল মুনীফ, ইব্‌নুল কই্‌নুল কইয়িম, ১৯৮।

(১৬) ফাইযুল কদীর, শার্‌হু আল-জ্বামিই আস্‌-সগীর, ১ ঃ ১১১।

(১৭) তবাকাত, ইব্‌নু সাআদ।

(১৮) আল্‌-মুখলিস্‌। কানজুল উম্মাল, হাদীস নং-২১২০।

(১৯) আমালুল্‌ ইয়াউ্‌মি অল্‌-লাই্‌লাহ্‌, ইব্‌নুস্‌ সুন্নী, হাদীস নং ১৫৫। আত্‌হাফুস্‌ সাদাহ্‌, ৯ ঃ ৫৯২। জাম্‌উল জাওয়ামিই, হাদীস নং-৬১-৭। কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস নং-২০৭৮৬।

(২০) কামিল, ইব্‌নু আদী, ৬ ঃ ২০৫৫। মাজ্‌মাউয্‌ যাওয়াঈদ, ৮ ঃ ১১১। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৫ ঃ ২৬২।

সমাপ্ত